পনেরো-আগষ্ট

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ জানা

—প্রাপ্তিস্থান—
জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীকুঞ্জবিহারী জানা, এম্. এ. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
বারিপদা।

দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৭

মুদ্রাকর—শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস
৯, শিবনারায়ণ দাস্ লেন,
কলিকাতা

রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রামের,

রক্ত-রেখাআঁকা,

পথ আঁকা-বাঁকা,

চলে গেছে—চলিতেছে,—চলিবে সুদূরে ··

খেয়ালী পথিক এক,

আঁকে বসি' পথ-রেখা

কথা, ছন্দে, সুরে !

এই পথে,—চলে গেল –চলিতেছে—

চলিবে যাহারা,—

নমস্থ মোর সবে তা'রা !

তা'দের স্মরণ লাগি'—

একটি প্রণাম

হেথা রাখিলাম !!

দুর্দ্দম অন্তরের হে শাশ্বত তেজঃ
ঘনান্ধ কারায় তুমি,—চির-জ্যোতির্ম্ময়
স্বাধীনতা, নামে গরীয়সী !
কারারুদ্ধ অন্তরের মণি কোঠা মাঝে
দ্যুতি তব উঠিছে উচ্ছ্বসি !
স্নেহের বন্ধনে তুমি, বন্দী শুধু বন্দীর অন্তরে ;
তব ভক্তদল সবে —শৃঙ্খল ভরে
অন্ধ কারাতলে হায়—কাটায় জীবন
ভয়াবহ,—চির-দ্যুতিহীন !
আত্মাহুতি দিয়ে তা'রা, জিনি লয় দেশ
মুছি' নিজ সত্ত্বা হয় অনন্তে বিলীন !
স্বাধীনতা !   লভিয়া জনম তুমি সেই হুতাশনে
দিকে দিকে দিগাঙ্গণে—
মুক্ত বিহঙ্গ সম পক্ষপুট মেলি'
নিজ সত্ত্বা চরাচরে ক'র যে প্রকাশ !

*   *   *   *

"Eternal spirit of the chainless Mind !
Brightest in dungeons, Liberty ! thou art,
For there thy habitation is the heart—
The heart which love of thee alone can bind ;
And whom thy sons to fetters all consign'd—
To fetters, and the damp vault's dayless gloom.
Their country conquers with their martyrdom,
And Freedom's fame finds wings on every wind !"

—*Byron*

নিবেদন

উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট,—ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। বৃটিশ রাজশক্তির নাগপাশ ছিন্ন করে বন্দিনী ভারতমাতার মুক্তির স্বপ্ন এতকাল কেবল কবি-কল্পনাই ছিল; তা' বাস্তবে পরিণত হ'ল—এই দিনে। আর এই সিদ্ধির পশ্চাতে রয়েছে অসহযোগ ও অহিংস-নেতা মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব্ব নেতৃত্ব ও তাঁর অনুগামীগণের ত্যাগ, বিপ্লবী দেশভক্তগণের আত্মাহুতি, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বকাহিনী ও ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল আদর্শ।

এই স্মরণীয় ও বরণীয় মুক্তি-দিবসকে জাতীয় জীবনে অক্ষয় অটুট করে রাখার প্রয়াস প্রত্যেক শিল্পীই করেছেন, তাঁদের অন্তরের তাগিদে। কেউ বা কাব্যের ছন্দে, কেউ বা সঙ্গীতের সুরে, কেউ বা চিত্রের তুলিকায়, আবার কেউ বা কাহিনীর সংলাপে। যাঁরা ত্যাগী দেশ-সেবক, তাঁরা নিজেদের আত্মোৎসর্গের দ্বারা দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করেছেন; আর তাঁদের সেই আত্মোৎসর্গের কাহিনী জাতীয় জীবনে অঙ্কিত করে দীপ-শলাকা হস্তে জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ তরুণীদের পথ প্রদর্শন করবে—কথা-শিল্পীদের রচিত শহীদবৃন্দের আত্মোৎসর্গের ইতিহাস। স্বাধীনতার সাধক মুক্তি-পূজারী শিল্পীদের মূল্য এইখানে।

আমার, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, এই মহান্ লক্ষ্যকে কতখানি সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারবে—তার বিচারের সম্পূর্ণ ভার—বিদগ্ধ পাঠিকাগণের উপর। তবে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে

মাতঙ্গিনী হাজরার অপূর্ব্ব আত্মবলিদান, লাঞ্ছিতা নারীগণের সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যে অদম্য সহনশীলতা আমার মনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে—যা'র আদর্শের উপর ভিত্তি করে আমার "পনেরোই আগষ্ট" নাটকের সমীরের মা ও স্বপ্নার মহীয়সী নারী প্রকৃতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাস হত্যার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের কথা। হিজলী বন্দীশালায় মেদিনীপুরের মহিলা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমতী মনোরমা দাসের মুক্তি দিবস। তাঁর স্বামী মেদিনীপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীনটেন্দ্রনাথ দাস তখন দমদম জেলে রাজবন্দী। ঐ সময়ের অল্পদিন পূর্ব্বেই মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাস নিহত হয়েছেন। কাজেই হিজলী বন্দীশালা এলাকার মধ্যে সান্ত্রীরা বন্দুক নিয়ে পাহারার কাজে সর্ব্বদাই সদাব্যস্ত। এই সময় হিজলীর নারী বন্দীশালা হ'তে সদ্যমুক্তা শ্রীমতী মনোরমা দাসকে নিয়ে খড়্গপুর ষ্টেশনের দিকে চলেছি, ট্রেণ ধরতে। হিজলীর আটক বন্দীদের বিরাট অট্টালিকার সাম্‌নে এসেই তিনি উচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করে উঠলেন। তাঁর সেই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য বন্দীশালার দোতালার বারান্দায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শত শত রাজবন্দী দাঁড়িয়ে হাত তুলে অভিবাদন জানালে। দুজন প্রহরী বন্দুক নিয়ে ছুটে এল; তা'রা ধমক দিলে, ভয় দেখালে। কিন্তু তার মুখনিঃসৃত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো—হিজলীর বিরাট বন্দীশালার দোতালায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রাজবন্দীগণের মুখে। এই রকম শত সহস্র ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা পেয়েছি নারীর আত্মশক্তির বিকাশ। নারীর এই অপরিসীম শক্তির চরম বিকাশ দেখি—প্রাতঃস্মরণীয়া মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদানের মধ্যে—ঝান্সীর বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈর

সেনানায়িকা রূপের মধ্যে। এইরকম শত সহস্র নারীর আত্মত্যাগের ও প্রেরণার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য পনেরোই আগষ্টে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। তাই "পনেরো আগষ্ট" নাটকের মধ্যে নারীর আত্মদানের রূপকেই মহীয়ান্ করে দেখাতে চেয়েছি।

নাটকের পরিসমাপ্তিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি কেবলমাত্র আংশিক দেওয়া হয়েছে—উদ্দেশ্যমূলকভাবে। স্বাধীনতার উদ্বোধন হ'ল—এই ভাবটুকু দর্শকগণের মনে আন্‌বার জন্য "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত আংশিকভাবে গাইবার পরই যবনিকাপাত হবে। সম্পূর্ণ সঙ্গীতখানি নাটকের শেষে গাইলে নাটকের dramatic effect ব্যাহত হবে বলে বোধ করি। ষষ্ঠ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যেভাবে শ্মশান-চিতার রূপ দেওয়া হয়েছে—তা' যদি নাটক অভিনয়কালীন কোন ক্ষেত্রে দেখানো সম্ভব না হয়, তাহা হইলে চিত্রপটে শ্মশান-চিতার ছবির সাম্‌নে চারণের গান গাহিবার পর অন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা করে জাতীয় পতাকা হস্তে ভারতমাতা দণ্ডায়মান থাকিবেন ও তাঁর এক পার্শ্বে অনিল, তপন, শঙ্কর স্বেচ্ছাসেবকগণ ও অন্যপার্শ্বে সুস্বপ্না, রত্না, সমীরের মা দাঁড়াইয়া "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের অংশ গাহিয়া যবনিকাপাত হইবে।

*   *   *   *

উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টের অল্পদিন পর বইটি লেখা হলেও নানারূপ প্রতিবন্ধকতা হেতু তিন বৎসর পর প্রকাশিত হ'ল। এই তিন বৎসরে 'পনেরোই আগষ্টের' প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হয়। এই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কে দায়ী,—সেই জটিল রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে আমি যেতে চাই না। কিন্তু এই বইর গ্রন্থকার হিসাবে আমার যা বক্তব্য পূর্ব্বে বলেছি, তা'র সঙ্গে আর দুচার কথা,—এই বই প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে নূতন করে বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ কর্‌ছি। এ কথা এখন অস্বীকার কর্‌বার উপায়

নাই যে উনিশ-শ'-সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট দেশবাসীর নিকট যে দীপ্ত আশা আকাঙ্খার ও আনন্দের উৎস নিয়ে দেখা দিয়েছিল,—তা' যেন এই তিন বৎসরে অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ এই যে—দেশবাসী যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টকে বরণ করেছিল,—সে আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নি। উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট ছিল—স্বাধীনতা-আদর্শবাদের মূর্ত্তিময়ী প্রতিচ্ছবি। তাই আদর্শবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সারা দেশ এক অভূতপূর্ব্বভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার স্বপ্নই দেশবাসী তৎপূর্ব্বে দেখে এসেছিল। তা'দের বাস্তব জীবনে ছিল ইংরাজের শত সহস্র প্রকার লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন। তাই তারা উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টে স্বাধীনতার আলোকের দিশা পেয়ে,—তাদের এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে ভেবে, আদর্শবাদীর আত্মভোলা দৃষ্টিতে সেই-স্বাধীনতা-দিবসকে বরণ করে নিয়েছিল—অন্তরের প্রেমের নৈবেদ্য দিয়ে। কিন্তু আদর্শবাদ বাস্তব নয়। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শবাদের সংঘাত অনিবার্য্য। কিন্তু এই আদর্শবাদের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে মানুষ বাস্তবজীবনে সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। তাই যে আদর্শবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টকে দেশবাসী বরণ করেছিল,—সেই দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্ত্তী সময়ে বাস্তবের সংঘাতে অনেক পরিবর্ত্তিত হলেও এবং সেই কারণে তৎপরবর্ত্তী পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতা-দিবসকে তেমনিভাবে বরণ করে নিতে না পারলেও সেই উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টের আদর্শবাদীর দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, স্বাধীনতার আলোক রেখাপাতের সেই স্মরণীয় দিনকে লক্ষ্য রেখে দেশবাসীকে এগিয়ে চল্‌তে হবে—সিদ্ধির পথে। উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরো' আগষ্টে আমরা কতখানি স্বাধীনতা পেয়েছি,—

সেই চুল-চেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াও ঐ স্মরণীয় দিনের আর একটি প্রয়োজনীয় দিক আছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে,—আমরা ঐ দিনে পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলেও স্বাধীনতার আস্বাদন,—স্বাধীনতার আলোক-রশ্মি আমরা ঐ স্মরণীয় দিন হ'তে উপভোগ করতে পেয়েছি। যে জাতীয় পতাকাকে পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত করাই ছিল বিদেশী শাসক-শাসিত রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য,—সেই জাতীয় পতাকা ঐ স্মরণীয় দিনে রাষ্ট্র-শাসকের অভিবাদন লাভ করলো, ইংলণ্ডের আইন সভায় তাহা উড্ডীয়মান হ'ল—সারা জগতের কাছে তাহার পদমর্য্যাদা লাভ করলো এবং সেই সঙ্গে দেশসেবক আত্মত্যাগী শহীদগণ তাঁহাদিগের আত্মত্যাগের পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করলেন। পরপদলেহী পরাধীন জাতির জীবনে এই দিনের মূল্য বড় কম নয়। আমাদের আদর্শবাদী দৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ দেখি,—এই স্মরণীয় দিনের মধ্যে। তাই বলছিলাম,—আমরা উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টে স্বাধীনতার যে আস্বাদন পেয়েছিলাম, তাকে নিজেদের কর্ম্মদোষে পরবর্ত্তীকালে ক্ষুণ্ণ করলেও উনিশ শ'-সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতা-আস্বাদনের আদর্শবাদকে আমাদিগকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—শত সহস্র মতবাদ ও বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। ইংরাজ-কবি রবার্ট ব্রাউনিং যে মনোভাব নিয়ে বলে গেছেন—"The Instant made Eternity" অর্থাৎ এক শুভমুহূর্ত্ত অনন্তকাল সঞ্জীবিত রইলো,—সেই মনোভাব নিয়ে দেখলে উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট—আমাদিগের কাছে অমূল্য রত্ন; ঐ স্মরণীয় দিনকে আমরা ভুলতে চাই না—আমরা ভুলতে পারবো না; দীপ-শলাকার মতো ঐ স্মরণীয় দিন আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলবে। এই স্মরণীয় দিনের কোন কালে ক্ষয় নাই;—ইহা অক্ষয়,—অটুট,—অম্লান। তাই সেই উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টকে কাহিনীর সংলাপে স্মরণীয়

করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার এই নাটকখানি রচিত। যদি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এই গ্রন্থের দ্বারা সে বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করেন, তবে আমার এই শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

বইটি কয়েক লাইন কবিতার ছন্দে উৎসর্গ করেছি—সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালের আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক শহীদ্‌গণের উদ্দেশে। ইংরাজ কবি বায়রণের Sonnet of Chilonএর চিরস্মরণীয় কয়েকটি লাইন গ্রন্থের পূর্ব্বে বাঙলায় অনুবাদ করে দিবার ও মূল কবিতাংশ উদ্ধৃত করে দিবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। জয়হিন্দ্‌,—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা

সূচী

নাটকের গান

পনেরো-আগষ্ট

১৯৪৭

ফাঁসির মঞ্চে বলি দিল যা'রা দীপ্ত সবুজ প্রাণ !
কিম্বা যাহারা অন্ধ কারায় জীবন করিল দান ;
গুলির আঘাতে যা'রা
জীবনের দীপ অকালে নিভায়ে অকূলে হইল হারা,
উদয় অচলে সিঁদূরের টিপ,—জ্বলে তাহাদের খুনে
পনেরো আগষ্ট দিনে !
ভারত-তীর্থ পূণ্যক্ষেত্র,—জালিয়ান-ওলা-বাগ
সে খুনের রঙে এতকাল পরে—তপন রক্ত-রাগ !

ভারত আজিকে মুক্ত, স্বাধীন,—নবীন অরুণ আলো
দু'শো বছরের দাসখৎ গ্লানি—নিঃশেষে মুছে গেলো !
স্মরণীয় এই দিন !
প্রতি ধমনীর তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিছে নবীন বীণ্ !
শত জনমের শতেক পূণ্য,—এল কি শুভক্ষণে
পনেরো আগষ্ট দিনে !
ধন্য সে মাটি, ধন্য সে দেশ, ধন্য শহীদ্ দল
ধন্য আজিকে স্বাধীন ভারত আলো-ছায়া-ঝলমল্ !

সদ্য-মুক্ত মাতৃ-চরণ বন্দনা লাগি সবে
দিক দিগন্ত উঠুক ধ্বনিয়া 'জয় জয় হিন্দ্' রবে!
শানাই বাজিছে শোন্—
সুভাষ, চিত্ত, ক্ষুদিরাম, চাকি—করে ভয় ভঞ্জন :
জীবন আজিকে সার্থক হোক্—মরণ জয়ের গুণে
পনেরো আগষ্ট দিনে!
মাতঙ্গিনীর মত্ত প্রাণের আগুণের ধূনি জ্বালা
বীর যতীন্দ্র পরাবে তোদের মায়ের পূজার মালা!

ইতিহাস আজি সৃষ্টি হইবে নূতন লেখার ছাঁদে
ছন্দ আজিকে জনম লভিবে কঠিন বজ্রনাদে!
প্রলয় নাচন সুরু
ঐ শোন্ দূরে নিনাদে সঘনে—নটরাজ ডম্বরু!
ধরিত্রী আজ তন্বী কিশোরী, যৌবন শিহরণে
পনেরো আগষ্ট দিনে!
নব ভারতের নবীন জন্ম ঘোষিছে বরণ শাঁখে
কোথা কে আছিস্, ভীরু কাপুরুষ, আয় আজ পুরোভাগে!

স্বাধীন ঝাণ্ডা ত্রিরঙ্গার মাঝে চক্র শোভিছে ঐ
সারা বিশ্বেরে আশ্বাসি কয়,—নাহি ভয়,—মাভৈঃ !
বাপুজী জ্বালিল আলো,—
ক্রূর হানাহানি ছাড়িয়া এবার বিশ্ব বাসিবে ভালো !
হিংসার পথ ছাড়িয়া ভারত, প্রেমকে লইল চিনে
পনেরো আগষ্ট দিনে !
নহে সেই প্রেম, দুর্ব্বল ভীরু, কাপুরুষতার ছল
বিশ্ব লভিবে সে প্রেম-মন্ত্রে—চির-শান্তির ফল !

পনেরো আগষ্ট

—নাটক—

চরিত্র

পুরুষ

সমীর হাজরা	তরুণ দেশসেবক
অনিল	সমীরের বন্ধু
তপন	সমীরের বন্ধু
বরুণ রায়	পেন্সন প্রাপ্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সুস্বপ্নার পিতা
শঙ্কর বোস	তরুণ আবগারী দারোগা
জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট	
জেলার	
ডাক্তার	
লগন সিং	জেলখানার বৃদ্ধ সান্ত্রী
দাসু রায়	নেশাখোরদের সর্দার
১ম সহচর, মণ্ডল	আফিমখোর
২য় সহচর, ভিখ্‌নে	গাঁজাখোর
শৃঙ্খলিত রাজবন্দী চারজন (গায়ক)	
প্রহৃত রাজবন্দী চারজন	
স্বেচ্ছাসেবকদ্বয়	
বন্দুকধারী সান্ত্রীদ্বয়	
চাবুকধারী সান্ত্রী	
অন্য সান্ত্রীদ্বয়	
চারণ	

নারী

সমীরের মা	দেশসেবক সমীরের মাতা
সুস্বপ্না	সমীরের শিষ্যা
রত্না	সুস্বপ্নার কনিষ্ঠা ভগ্নী
অপর্ণা	সমীরের ভগ্নী
সুস্বপ্নার মা	বরুণ রায়ের পত্নী
পরিচারিকা	সমীরের মায়ের পরিচারিকা
ভারতমাতা	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্যপট—বিপ্লব-অগ্নি লক্‌লক্ লেলিহান শিখা তুলিয়াছে; তন্মধ্যে দাঁড়াইয়া জেল-বেশ-পরিহিত চার জন রাজবন্দী দুই হাত শেকল-বন্ধ অবস্থায় রুদ্র-রূপে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। দৃশ্যপট অপসারণের পূর্ব্বে pose লইয়া বন্দীগণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। পট অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও সঙ্গীত আরম্ভ হইবে]

গান

বাজে জিঞ্জির ঐ!
লৌহ-নূপুরে ছন্দ জেগেছে
সন্তান তোরা কই!
লেফ্‌ট্...রাইট...লেফট্...
লেফ্‌ট্...রাইট...লেফ্‌ট্।
তালে তালে বাজে ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্
ফ্যাল্ কদম—'আজাদ্ হিন্দ্'
ঝাণ্ডা উঁচায়ে খাড়া রাখ্ শির
মুখে বল্ মাভৈ!
বাজে জিঞ্জির ঐ!
লেফ্‌ট্...রাইট...লেফ্‌ট্...
লেফ্‌ট্...রাইট...লেফ্‌ট্...
ভয় কি বা আর—বল্ "ইন্‌ক্লাব্
জিন্দাবাদ্"—খুন খরাব,—
কলিজার খুন, জ্বালুক আগুন
বিপ্লবী বরাভয়ী!
বাজে জিঞ্জির ঐ!

…লেফ্‌ট…রাইট…লেফ্‌ট
…লেফ্‌ট…রাইট…লেফ্‌ট
চল্‌রে চল্‌,—জল্‌দি চল্‌
মুক্তির দিশা ঐ!
বাজে জিঞ্জির ঐ!
(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—জেলপ্রাঙ্গণ; রাজবন্দী চার জন, জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, চাবুকধারী সান্ত্রী একজন, বন্দুকধারী সান্ত্রী দুইজন]

(যবনিকা অপসারণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভিতরে "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি। যবনিকা অপসারণের সঙ্গে দেখা গেল চার জন রাজবন্দী সারিবদ্ধ ভাবে জেল-পোষাকে দণ্ডায়মান। বন্দুকধারী দুইজন সান্ত্রী বন্দুক হাতে দুই পাশে দাঁড়াইয়া। একজন সান্ত্রী চাবুক দিয়া ১ম রাজ-বন্দীকে সপাসপ মারিতেছে। চাবুকের ঘায়ের সঙ্গে সেই রাজবন্দী যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি করিতেছে। স্যুট-পরিহিত জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই অত্যাচার দেখিতেছে)

(১ম রাজবন্দীকে তিন ঘা চাবুক ঐভাবে মারিবার পর)

জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(সান্ত্রীর প্রতি হাত দেখাইয়া) ঠারো!

(সান্ত্রী চাবুক বন্ধ করিল)

(১ম রাজবন্দীর প্রতি) এখনো ব'ল,—তোমাদের এই ধর্ম্মঘটের কর্ত্তা কে?

(প্রহৃত রাজবন্দী যন্ত্রণায় ও উত্তেজনায় হাঁপাইতেছে)

(রাজবন্দীকে নিরুত্তর দেখিয়া) সমীর হাজরা ছোক্‌রাটা যে এই ধর্ম্মঘটের পাণ্ডা,—তা' আর আমাদের বুঝতে বাকী নেই। তবু

তোমাদের মুখ দিয়ে শুন্‌তে চাই সে কথা। কি হে ছোক্‌রা, এখনও বল্‌বে না ?

১ম রাজবন্দী—না, না, কিছুতেই না।

(জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের ইঙ্গিতে চাবুকধারী সান্ত্রী পুনরায় ১ম রাজবন্দীকে চাবুকের আঘাত করিতে লাগিল। ১ম রাজবন্দী 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া যন্ত্রণাব্যঞ্জক কাতরোক্তিতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া অজ্ঞান হইল)

জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া) দাঁড়াও, জ্ঞান হোক্, আবার চাবুক লাগাবো; দেখি তোদের 'বন্দেমাতরম্' কত তোদের রক্ষা করে!

২য় রাজবন্দী—সাহেব, আমাদের উপর যত পারেন, অত্যাচার করুন। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্'-এর উপর অশ্রদ্ধা আমরা সহ্য কর্‌বো না!

জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—তোমার তো ভারী তেজ দেখ্‌ছি ছোক্‌রা! বলি—এ তেজ থাক্‌বে কতক্ষণ? তুমি বল্‌বে—ধর্ম্মঘটের কর্ত্তা কে ?

২য় রাজবন্দী—কেন মিছে প্রশ্ন কর্‌ছেন ?

(সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের ইঙ্গিতে বন্দুকধারী সান্ত্রী বন্দুকের গুঁতা মারিল; ২য় রাজবন্দী যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পরক্ষণে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তখন তাহাকে বুটের লাথি মারিল ও তাহার ইঙ্গিতে ২য় রাজবন্দীকে ভূতলশায়ী অবস্থায় সান্ত্রী চাবুক লাগাইতে আরম্ভ করিল ও ঐ রাজবন্দী দুই-তিন বার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল)

(১ম রাজবন্দী সজ্ঞানে উঠিয়া বসিয়া 'জল জল' বলিয়া গোঙরাইতে লাগিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের ইঙ্গিতে সান্ত্রী তাহাকে পুনরায়

চাবুকের ঘা দিল। ১ম রাজবন্দী 'উঃ' বলিয়া পুনরায় অজ্ঞান হইল। ২য় রাজবন্দী তখন অর্দ্ধ চেতনা পাইয়া যন্ত্রণায় 'গোঁ গোঁ' করিতেছে)

জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট—(৩য় রাজবন্দী ও ৪র্থ রাজবন্দীর দিকে তাকাইয়া) কি হে ছোক্‌রা, দেখছো তো সব! এখনো ব'ল—তোমাদের এই অনশন ধর্ম্মঘটের কর্ত্তা কে? নইলে এই রকম অত্যাচার এখনি তোমাদের উপর হবে।

৩য় রাজবন্দী—আমরা তো অত্যাচারের ভয় করি না সাহেব! আমরা তো আজ তিন দিন ধরে একই কথা বলে আসছি—জীবন গেলেও আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেব না।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট—(৪র্থ রাজবন্দীর প্রতি) কি হে ছোক্‌রা, তোমারও কি ঐ একই উত্তর?

(রাজবন্দী নিরুত্তর)

(৪র্থ রাজবন্দীর পিঠে স্বহং হাতের গুঁতো দিয়া) কি হে, শুন্‌তে পাচ্ছো?

৪র্থ রাজবন্দী—কতবার আপনাকে এক কথার উত্তর দেব? যা' খুশী আপনার করুন। যত পারেন, অত্যাচার চালান। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন না।

(সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট কটমট করিয়া উহাদিগের প্রতি চাহিয়া অধীর ভাবে চিন্তান্বিত মনে পায়চারি করিতে লাগিল। সহসা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া উভয়কে এমন বুটের লাথি মারিল যে তাহারা উভয়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ও 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিতে লাগিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের ইঙ্গিতে চাবুকধারী সান্ত্রী ৩য় এবং ৪র্থ রাজবন্দীকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। তাহারাও বারে বারে 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিতে লাগিল।

১ম ও ২য় রাজবন্দীও ঐ সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় সজ্ঞানে আসিয়া 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।)

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—বেটারা জল চায়! লাগাও চাবুক!

(চাপা বিদ্রূপসূচক হাসি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট হাসিতে লাগিল। সান্ত্রী উহাদিগকেও চাবুক মারিতে আরম্ভ করিল। 'বন্দেমাতরম্‌' 'জল জল'—ঐ ধ্বনির সোরগোল মধ্যে যবনিকা পড়িল)

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—জেলের অন্ধকারময় সেল-কক্ষ; সমীর হাজরা সেলে আবদ্ধ]

(যবনিকা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে প্রথম দৃশ্যের 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি ঘন ঘন শোনা যাইতেছে! জেলের অন্ধকারময় সেল-কক্ষে বন্দী সমীর হাজরা অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছে—তাহার সহকর্ম্মিগণের উপর অত্যাচার হইতেছে বুঝিতে পারিয়া। ক্ষৌরকর্ম্ম অভাবে চাপ-দাড়িতে মুখমণ্ডল আবৃত, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।)

সমীর—(পায়চারি করিতে করিতে অধীরভাবে উর্দ্ধপানে বাহু তুলিয়া) ভগবান তুমি কোথায়? কোথায় তোমার ন্যায়দণ্ড! আর কতকাল ন্যায় দণ্ডের বিধান এড়িয়ে শয়তানরা এমনি করে অত্যাচার করে চলবে! (দুই হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরিয়া) বল, বল,—আর কতকাল—আর কতদূর!

('বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি বন্ধ হইবার পর আর খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া সেলের মধ্যে খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িল। আবার উঠিয়া ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত মনে পায়চারি করিতে লাগিল। আবার বসিল। এমন সময়ে সেল-কক্ষের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ সান্ত্রী লগন সিং খাদ্যের থালা হস্তে প্রবেশ করিল)

লগন সিং—(সমীরের প্রতি অনুনয়ের সুরে) আপ্ খানা খা লিজিয়ে বাবুজী ! জেল বাবুকো আডার হ্যায় !

সমীর—(গম্ভীর ভাবে) খানা হাম নাহি খায়েঙ্গে ; লে যাও !

লগন সিং—(অনুনয়ের ভঙ্গীতে) আপ্ খানা খা লিজিয়ে বাবুজী ! হাম্‌লোক কেয়া করেঙ্গে ! জান্‌তে হি হ্যায়—হাম্‌লোক পেটকে লিয়ে নকরী করতে হ্যাঁয়। আপ্‌কো হাল চাল সব মালুম হ্যায়, আপ্ তো দেশকে রতন হ্যাঁয় বাবুজী ! মুঝে তো সরকারকা হুকুম তামিল করনে হো গা।

সমীর—নেহি নেহি—তোম্ যাও ! তোমারা সাব্‌কো বোল দো—হাম্ নেহি খায়েঙ্গে !

লগন সিং—(বসিয়া পড়িয়া জোড় হস্তে) খা লিজিয়ে বাবুজী ! ইস্ বুঢ়েকা কাহানা মন্ লিজিয়ে বাবুজী ! আপ্‌লোগোঁকে উপর কোই অত্যাচার হাম্‌লোগ সহ্ নেহি সক্‌তেহেঁ !

সমীর—(লগন সিং-এর পিঠ চাপড়াইয়া) তুম্‌ভারা বাত সে ম্যায় বহুৎ খুস্ হুঁ সিপাহীজী ! তোমে দুখ করনে কা কই বাত নেহি। দেশমাতাকে লিয়ে জীবন বলিদান দেনা ম্যায় খুসীকা চিজ সোচ্‌তা হুঁ ! দেশকে হরেক নওজোয়ানও কা, বুড্‌ঢো সে লেকর বচ্চোতক্ দেশমাকে মুক্তিকে লিয়ে জীবন বলিদান দেনা হি চাইয়ে ! তোমারা ভি ইয়ে ধ্যান্ রাখ্‌কে দেশকা কাম্ করনা চাইয়ে !

(সেলের বাহিরে বুটের শব্দ শুনিয়া লগন সিং সটান উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই জেল-সুপারিন্‌টেনডেণ্ট প্রবেশ করিল। লগন সিং সেলাম দিল)

জেল-সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—(লগন সিং-এর প্রতি) খানা খায়া হয় ?

লগন সিং—নেহি সাব্।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—(সমীরের প্রতি) কি সমীরবাবু, কেমন আছেন এখন ?

সমীর—এই আপনারা যেমন রেখেছেন।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—অনশন ভঙ্গ করলেই তো আপদ চুকে যায়।

সমীর—তা হয় না, সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—আচ্ছা একবার শুয়ে পড়ুন। বুকটা একবার পরীক্ষা করি।

(সমীর শুইতে গিয়া কাসিয়া উঠিল ও সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সরিয়া দাঁড়াইল।)

সমীর—ভয় নাই, সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব, আপনাদের ওসব রোগে ধরবে না।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—না, না, I don't mean that. তবু সাবধানে থাকা ভাল। (সমীরের বুক ও পিঠ পরীক্ষা করিয়া) বুকের ব্যথা কি তেমনি আছে ?

সমীর—হ্যাঁ, মনে হয় সেই রকম।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—না, বিশেষ কিছু ভয় নেই! ও এমনি বুক ব্যথা হয়েছে। আচ্ছা, আসি এখন।

(লগন সিং সেলাম দিল, সুপারিন্‌টেনডেণ্টের প্রস্থান)

লগন সিং—(সমীরের প্রতি ঝুঁকিয়া) ম্যয় আপ্‌কে লিয়ে কুছ্ কর্ স্যাক্‌তা হুঁ ? বাহার সে কুছ্ দাওয়াই লা দুঁ ? রূপেয়ে পয়সে কা কই জরুরৎ নেহি।

সমীর—(লগন সিং-এর পিঠ চাপড়াইয়া) নেহি, নেহি সিপাহীজী তুম্ যাও! মুঝে কুছ্ নেহি চাহিয়ে।

(লগন সিং উদ্গত অশ্রু সামলাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে কক্ষ তালাবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—দেশসেবক সমীর হাজরার বাটীর কক্ষ। সময়—সকাল; সমীরের মা ও সুস্বপ্না চরকায় সুতা কাটিতেছে]

সমীরের মা—স্বপ্না, তোর সমীরদার কোন খবর পেলি?

সুস্বপ্না—না কাকীমা, কোন সঠিক খবর তো পেলাম না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে দুটো চিঠি দিলাম; অভিযোগ জানালাম পত্রিকা-মারফত; তবু কোন খবর নাই। তাই তো ভাবি, এমনি অভাব অভিযোগের মধ্যে আর কতদিন তোমার চলবে কাকীমা!

সমীরের মা—(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) আমার নিজের জন্য ভাবি নি স্বপ্না! আমি এই চরকার দৌলতে যেমন করে হোক্ সুতো কেটে—সুতো বিক্রি করে আমার খাওয়া-পরা চালিয়ে নিয়ে যাব। অপর্ণার ভাবনা তো আর ভাবতে হয় না। সে সব সময় তো শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকে। কিন্তু ভাবছি সমীরের নিজের স্বাস্থ্যের কথা। সেবারে জেলের অখাদ্যের প্রতিবাদে অনশন করলে বারো দিন; জেল গেটে তুই ও আমি দু'দিন ঘুরেও দেখা করার অনুমতিটুকু দিলে না—জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট।

সুস্বপ্না—ভেবে তুমি কি করবে কাকীমা! দেশের বর্ত্তমান যা অবস্থা, তা'তে সমীরদা শীগ্‌গির ছাড় পাবেই। তবু আমার শুধু চিন্তা হচ্ছে এই যে··· (একটু থামিয়া) সমীরদা'র কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? শুনেছিলাম সমীরদা কয়েদীদিগকে ক্ষ্যাপানোর অভিযোগে না কি—তিন মাস নির্জ্জন 'সেল'-এ রাখার কঠিন শাস্তি হয়েছে। এমন কি খবরের কাগজটুকু পর্য্যন্ত পড়তে দেয় না।

সমীরের মা—(সুতা কাটা বন্ধ করিয়া উৎসুকভাবে) কঁই, একথা তো তুই আমায় আগে বলিস নি—স্বপ্না?

সুস্বপ্না—না কাকীমা, তুমি বেশী ভাববে বলে আমি বলতে সাহস পাই নি। দু'দিন তোমায় বলি বলি করেও ফিরে গেছি। আজ যখন সমীরদার স্বাস্থ্যের কথা তুমি এমনভাবে তুললে—তখন না বলে আর চেপে থাকতে পারলাম না।

সমীরের মা—চল্, আজই একবার দুপুরের গাড়ীতে মেদিনীপুর যাই। সেখানে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত খবর যেমন করে হোক জেনে আসবো।

সুস্বপ্না—তা'রও কি আমি বাকী রেখেছি কাকীমা! তোমায় জানানোর পূর্ব্বে আমি সাতদিন আগে ঐ খবর পেয়ে নিজেই গেছলাম জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে; দেখাও হয়েছিল, তবু ম্যাজিষ্ট্রেট পরিষ্কার করে কিছুই বল্‌তে চাইলে না। শুধু এইটুকু জানালে যে, অতি শীগ্‌গির সমীরদা'কে মুক্তি দেওয়া হবে। তবু ঐ মুক্তি দেওয়ার খবরের পেছনে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃসংবাদ আছে বলেই তোমায় কোন কিছু হঠাৎ জানাবার সাহস পাই নি—তুমি আঘাত পাবে বলে।

সমীরের মা—থাক্ স্বপ্না, এই খবরের পর আর সুতা কাটতে এখন ইচ্ছা কর্‌ছে না। আমি একবার সমী'র-বন্ধুমহল থেকে ঘুরে আসি—ওদের কাছে কোন নূতন খবর পাই কিনা।

(চরকার সুতা হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা—না মা, আজ তোমার চরকার সুতা ওপাড়ায় কেউ কিনলে না। মুদিখানায়ও আর ধার দিতে চায় না। মিন্‌সে বলে কি না, তিন মাস হ'ল যে লোক দশ টাকা শুধতে পারে না, তাকে...

সমীরের মা—(সুস্বপ্নার দিকে চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া ঝিয়ের প্রতি) থাক্ থাক্, তোকে আর এত আজে-বাজে বক্‌তে হবে না। তুই তোর নিজের কাজে যা।

পরিচারিকা—আজও তবে তুমি উপোস করবে তো?

সমীরের মা—(বিরক্তভাবে) আঃ, যা না। কোন জ্ঞানই কি তোর নেই ?

পরিচারিকা—(মাথা দোলাইয়া) যাই তবে।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

সুস্বপ্না—আচ্ছা কাকীমা, আমি কি তোমার এত পর যে, তোমার দুঃখের এতটুকু বোঝা আমায় বইতে দেবে না ?

সমীরের মা—কি-যে বলিস পাগ্‌লী ! দুঃখ আবার কিসের ? ঐ মুখরা ঝিয়ের কথায় কান দিস্ নি, ও ঐরকম রাত-দিন বকে।

(সুস্বপ্না চরকা ছাড়িয়া উঠিয়া সমীরের মায়ের হাত ধরিয়া)

সুস্বপ্না—কাকীমা, সমীরদা জেলে যাওয়ার আগে আমায় কি বলে গেছলো—তা কি তোমার মনে আছে ? তোমার সব ভারই তো আমার উপর দিয়ে গেছলো ; কিন্তু তুমি কেন এমন করে আমায় দূরে ঠেলে রেখেছ ? তোমার অভাবের কথা কেন এমন করে আমায় লুকিয়ে রাখতে চাও ?

সমীরের মা—শোন, পাগ্‌লী মেয়ের কথা !

সুস্বপ্না—(সমীরের মায়ের হাত ছাড়িয়া) না কাকীমা ব'ল তুমি এমনি করে আমায় দূরে ঠেলে রাখবে না ?

সমীরের মা—(হাসিয়া) আচ্ছা, তাই হবে মা, সমী'র খবরটা নিতে চেষ্টা করি। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

সুস্বপ্না—আচ্ছা কাকীমা, তুমি যাও, আমি এই পৌঞ্জিটা শেষ করে তোমার পেছনে যাচ্ছি।

সমীরের মা—আচ্ছা, তাই আয়।

(সমীরের মায়ের প্রস্থান)

(সুস্বপ্না সুতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা—(সুস্বপ্নার পাশে বসিয়া ও মুচ্‌কি হাসিয়া) কি খবর, সুস্বপ্নার স্বপ্ন সফল হ'তে আর কতদিন বাকী ?

সুস্বপ্না—আরে, তুমি কখন এলে অপর্ণাদি ?

অপর্ণা—আমি আজই এসেছি ভাই ! মায়ের এ কষ্ট তো আর দেখা যায় না ! দাদা জেল হ'তে কবে যে বেরুবে তাও বলা যায় না। অনেক করে, ওনাকে বলে মোটে সাতদিনের জন্য মায়ের কাছে এসেছি। (একটু থামিয়া রহস্যচ্ছলে) এখন যা জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর কি ?

সুস্বপ্না—ও স্বপ্নের কথা ! তা কিসের স্বপ্ন ভাই ?

অপর্ণা—কিসের স্বপ্ন ? (সুস্বপ্নার চিবুকে হাত দিয়া) মিলনের স্বপ্ন গো, মিলনের স্বপ্ন !

সুস্বপ্না—(ভীতাভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া) আঃ, কি-যে যা তা বকো অপর্ণাদি। চুপ, এই মাত্র কাকীমা ছিলেন, এখনো বোধ হয় যান নি। যদি এই কথা তাঁর কানে যায়, তবে কি ভাববেন বলো দেখি। যাও, সব সময় তোমার ঠাট্টা ভালো লাগে না।

অপর্ণা—ভালো লাগে ; তবু মুখে বলতে হয় 'ভালো লাগে না' ; কেমন, ঠিক কিনা ?

সুস্বপ্না—(অপর্ণার পিঠে ঠেলা দিয়া) আঃ, তুমি থামবে কি-না—বল দেখি।

অপর্ণা—(গান ধরিল)

গান

রামধনুর ঐ সাতরঙা রঙ
রাঙলো কি লো মনের কোণে
বাঁশী বাজে—কা'র আশে যে
গোপন, মধুর, সঙ্গোপনে !

রাই কি আজি মান হারালো
বিবশ তনু, বেশ খোয়ালো
অভিসারের এ কি ধারা
বল সখী,—সখীর কানে!
আস্‌বে ওগো, আস্‌বে প্রিয়,
ডাকবে বঁধু, 'প্রিয়া' বলে
রাঙা অধর রাঙিয়ে দেবে
মোহন মধুর খেলার ছলে।
পদ্মবনে ভোম্‌রা সেদিন
'ভন্‌ ভন্‌ ভন্‌' বাজা'বে বীণ
'পিউ কাহা' ডাক্‌বে পাখী
সফল করে মিলন-দিনে!

অপর্ণা—(গান শেষ করিয়া) কেমন, তোর মনের কথা ঠিক ধরেছি কি না!

(সুস্বপ্না মৌনভাবে মুখ নত করিয়া রহিল)

তবে…(সুস্বপ্নার মুখের নিকট মুখ আনিয়া চাপা গলায়) বাসর ঘরের দক্ষিণাটা বাদ্‌ দিস্‌ না যেন!

সুস্বপ্না—কি যে ব'ল অপর্ণাদি! (অপর্ণার দুটি হাত ধরিয়া) অপর্ণাদি! আমার মনের কথা এক তুমি ছাড়া এ পর্য্যন্ত আর কারুর কাছে বলি নি। এমন কি, সমীরদাও আমার মনের কথা জানেন কি না,—সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাইতেই তো এত ভয়!

অপর্ণা—না, জানে না! দাদা তেম্‌নি বোকা ছেলে কি না! সেবারে জেলে যাওয়ার আগে তুই যেমনি তার পায়ের ধুলো নিলি,—তখনই তা'র মুখের ভাব দেখেই আমি তা'র মনের কথা জেনে নিয়েছি।

সুস্বপ্না—তুমি অপর্ণাদি তা' হলে মস্ত বড় এক মনোস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বল ?

অপর্ণা—তা' যা' বলিস্ ; কিন্তু ছেলেদের মনের ভাব বুঝ্‌তে মেয়েদের মোটেই দেরী হয় না। তুই কি দাদার মনের কথা জানিস্ নি—ঠিক করে বল্ দেখি ?

সুস্বপ্না—অপর্ণাদি, অপরের বিষয় হলে হয় তো বল্‌তাম—'জানি' ; কিন্তু নিজের জীবন-মরণ যে জানার উপর নির্ভর করছে তা'র সম্বন্ধে এত বড় জোর গলায় বলবার মতো সাহস যে হারিয়ে ফেলি !

অপর্ণা—তোদের ভাই সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি! কেন, স্বামী-স্ত্রী হয়েও কি আর দেশের কাজ করা যায় না ? বিয়ে তো এতদিন হয়েই যেতে পারতো।

সুস্বপ্না—তা' হয়তো পারতো। কিন্তু আদর্শ আমাদের অনেক খাটো হয়ে যেতো। বিশেষতঃ, দেশসেবার ব্রত সমীরদা'র কাছে গ্রহণ করে, সেই ব্রতকে পেছনে ফেলে রেখে, নিজেদের সুখকে বড় করে ধরতে গেলে সমীরদা'র কাছে অনেকখানি ছোট হয়ে যেতাম ; তাই সেকথা কোনদিন সমীরদা'কে আভাসেও জানাতে সাহস পাই নি।

অপর্ণা—তবে কি করবি—ভেবেছিস্ ?

সুস্বপ্না—আমি শুধু তাঁরই অবসরের অপেক্ষায় থাক্‌বো। যদি দেশসেবা ব্রতের মধ্যে সমীরদা কোনদিন জীবনে অবসর পান, সেই অবসর সময়ে আমি তাঁর কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াবো—আমার অন্তরের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে ; তার আগে নয়।

অপর্ণা—উঃ, কঠিন তোদের প্রাণ ! তোরা সব পারিস্।

সুস্বপ্না—(মাথা নীচু করিয়া) আশীর্ব্বাদ কর অপর্ণাদি ! যেন এমনি করে নিজের সুখের জন্য কখনও দেশসেবার কর্ত্তব্যচ্যুত না হই। এখন উঠি অপর্ণাদি ; কাকীমা অনেকক্ষণ গেছেন।

অপর্ণা—চল্ যাই। উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

[স্থান—বরুণ রায়ের বাটীর বৈঠকখানা।

বরুণ রায় টেবিলের সাম্‌নে ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতে-ছেন। চেয়ার, টেবিল, বই-এর শেল্‌ফ প্রভৃতি দ্বারা সাজানো বৈঠকখানা। এমন সময় শঙ্কর বোস—তরুণ আবগারী দারোগা প্রবেশ করিল]

শঙ্কর—(বরুণ রায়ের পদধূলি লইবার নিমিত্ত নত হইয়া) প্রণাম কাকাবাবু!

বরুণ—(তাড়াতাড়ি সংবাদপত্র রাখিয়া) আরে কে,—শঙ্কর! এস বাবা, এস! (চেয়ার দেখাইয়া) ঐ চেয়ারটায় বোস! আমি আজ ক'দিন ধরে শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম।

শঙ্কর—কেন কাকাবাবু, কোন জরুরী দরকার ছিল কি?

বরুণ—ঐ শোন কথা! আরে জরুরী দরকার না থাক্‌লে কি খোঁজ করতে নেই। সকালবেলা খবরকাগজটা পড়ার সময় কেউ না থাক্‌লে আমার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কাগজওয়ালারা আজকাল যা সব হয়েছে। যা' তা' লিখে চলেছে। তা' একটু টীকা-টিপ্পনী দিয়ে আলাপ-আলোচনা না করলে যে কাগজ পড়াই বৃথা।

শঙ্কর—কেন কাকাবাবু, সুস্বপ্না দেবী, তিনি কি করেন? আপনার তো উপযুক্তা কন্যাই বাড়ীতে আছেন। তিনি তো এ বিষয়ে খানিকটা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

বরুণ—(একটু উত্তেজিতভাবে) আরে ব'ল না, ব'ল না। আমার মেয়ের কথা আর ব'ল না। ও হয়েছে আজকাল সব এক ধরণের! ঐ যে স্বদেশীর হিড়িক চলেছে—তা'তে মা, মেয়ে ওরা সব এমনি ডুবে গেছে, যে আমি একেবারে 'একঘরে' হয়ে পড়েছি। আমায় ওরা এক রকম আমলই দেয় না।

শঙ্কর—না না, কাকাবাবু, এ তো ভালো কথা নয়। আপনি একজন রিটায়ার্ড অফিসার,—পেন্সনার। আর আপনার বাড়ীতে স্বদেশীর হাঙ্গামা। যে কোন মুহূর্তে পেন্সন বন্ধ করে দিতে পারে।

বরুণ—হ্যাঁ বাবা, সেই ভয়ই তো সব চেয়ে বেশী। কম নয়—মাসে দেড়শো টাকা। তাতেই তো এক রকম সংসার চলে; কিন্তু তোমার কাকীমা বা মেয়েরা শোনে কোথায় বল?

(সুস্বপ্নার প্রবেশ)

সুস্বপ্না—বাবা, আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসবো?

বরুণ—(তাড়াতাড়ি কথার সূত্র বন্ধ করিয়া) কে মা—স্বপ্না? হ্যাঁ মা—আমার চা-টা এখানেই দিয়ে যাও। আর সেই সঙ্গে শঙ্কর বাবাজীর জন্যও এক কাপ নিয়ে এস।

(সুস্বপ্না বিরক্তির দৃষ্টিতে শঙ্করের প্রতি তাকাইল)

শঙ্কর—না না, আমার জন্য আবার কেন! ওঁকে বৃথাই কষ্ট দেওয়া।

বরুণ—না বাবাজী! এ আর কষ্ট কি? দু কাপ চাই নিয়ে এসো মা।

(সুস্বপ্নার প্রস্থান)

শঙ্কর—তা কাকাবাবু, ঐ যে কি বললেন, আপনার family-র কেউ আপনার কথা শোনে না।

বরুণ—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ! কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলাম। বয়েস তো হয়েছে কি না। তাই কোন কথা আজকাল আর মনে থাকে না।

হ্যাঁ বলছিলাম আমার ঐ মেয়ের কথা। দুঃখের কথা বলে আর লাভ কি বল বাবা। আই-এ পাস করলে গত বছর। আমি কত সময় বলি—ও সব স্বদেশী ফদেশীতে যাস্ নি। ওতে ঝামেলা অনেক; তা ছাড়া যত সব বয়াটে ছোঁড়ার দল রাতদিন ঐ সব নিয়ে হৈ হৈ করে; জেলও খেটে মরে, মারও খায় তেমনি। ওসব কাজে গিয়ে লাভ কি, তাই বল না। (হাত ঘুরাইয়া দুঃখের সুরে) কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ঐ যে ও পাড়ার সমীর হাজরা ছোক্‌রাটা ; ঐ ওর মাথা খেলে। ছেলেটা এম-এ পাস বলে শুনেছি ; পড়াশুনাতেও না কি খুব ভাল ছিল। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে—কাজকর্ম্মের ধারা দেখে যা মনে হয়।

শঙ্কর—(একটু ইতস্ততঃ ভাবে) হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমিও ঐ সম্বন্ধে দু চার কথা আপনাকে বলবো বলবো ভেবেছি। কিন্তু পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই ভেবে আর সে কথা তুলি নি। তবে আপনি নিজেই যখন সে কথা তুললেন তখন অনুমতি করেন তো বলি।

বরুণ—(আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) এ তুমি কি বলছো, বাবাজী ! তুমি তো আমার ঘরের ছেলের মতো। বলবে,—নিশ্চয় বলবে, বল না— কি বলতে চাইছ।

শঙ্কর—(একটু ইতস্তত ভাবে) আমি বলছিলাম কি ! (একটু থামিয়া) বাইরেও আপনার মেয়ের সম্বন্ধে দু চারটা কানাঘুষো চলছে, এই ধরুন না, গাঁয়ের দানু রায়, আর তার সাঙ্গপাঙ্গ, এরাও দু দশটা কথা হাটে বাজারে আলোচনা করছে। এটা তো খুব ভাল কথা নয়।

বরুণ—(হো হো করিয়া হাসিয়া) আরে না, না ; আমার মেয়ে তেমন মেয়েই নয়। ঐ এক 'স্বদেশী' ছাড়া আর কোন রোগ ওর নেই।

শঙ্কর—আজ্ঞে হ্যাঁ, না থাকাই তো উচিত ; আমিও সে-কথা বলছি না। তবে পাঁচজন পাঁচ কথা বলে—এটাও তো—

(কথার মধ্যে সুস্বপ্না দু কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল)

বরুণ—নাও বাবা শঙ্কর, চা-টা খেয়ে নাও।

(সুস্বপ্না টেবিলের উপর দু কাপ চা রাখিল)

আজ বাবা যখন তোমায় পেয়েছি অন্ততঃ কিছুক্ষণ না বসিয়ে ছাড়ছি না।

শঙ্কর—তা' বেশ তো। আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমিও মনে খুব আনন্দ পাই।

বরুণ—আঁ্যা, তাই নাকি! তা, বেশ বেশ, চা-টা খেয়ে নাও।

শঙ্কর—(সুস্বপ্নার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) আপনার মেয়ে সুস্বপ্না দেবীও তো আমাদের চায়ের আলোচনায় যোগ দিতে পারেন।

সুস্বপ্না—(বিরক্তিভাবে) না, ধন্যবাদ। চা আমি খাই না।

বরুণ—শুনলে তো বাবা, শুনলে? আজকাল না কি স্বদেশী যুগে, চা অচল। তবে বুড়ো বাপের অভ্যেস, মেয়ে কি করে বন্ধ করে বল।

সুস্বপ্না—আঃ, বাবা থামুন না। আপনার কোন স্থান কালের জ্ঞান নেই। আপনার পান রত্নাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(সুস্বপ্নার প্রস্থান)

শঙ্কর—হঁ্যা, যে কথা বলছিলাম, কাকাবাবু! সমীর হাজরা ছোকরাটা তো এখন জেলে আছে। জেল হতে বেরুলে যেন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ে কোন সম্বন্ধ না রাখে বা দেখা-সাক্ষাৎ না করে,—সেই রকম ব্যবস্থাই আপনার করা উচিত।

বরুণ—সবই তো বুঝি বাবা! কিন্তু আজকালের মেয়ে; তা'র উপরে নিজে সুশিক্ষিতা; ধরে বেঁধে তো রাখ্‌তে পারি না। তবে আমার ইচ্ছা নয় যে, স্বপ্না এ রকম পাঁচ জন ছেলের সঙ্গে স্বদেশের কাজের নাম করে ঢি ঢি করে বেড়ায়। আচ্ছা, তুমিও যখন ঐ কথা বলছো, তখন আমায় লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে বৈকি!

(রত্না পান লইয়া আসিল)

রত্না—বাবা, আপনার পান নিন্।

(পিতাকে পান দিল)

(শঙ্করের দিকে পিতার অলক্ষ্যে রত্না ভেঙচি কাটিল)

শঙ্কর—দেখছেন কাকাবাবু, আপনার ঐ দুষ্ট মেয়েটা আমায় কেমন ভেঙ্‌চি কাট্‌ছে।

রত্না—(সাধুতার ভান করিয়া) বা রে! আমি কখন ভেঙ্‌চি

কাটতে গেলাম। আপনার তো ঐ স্বভাব ; বাবার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে যা' তা' কথা বাবার কাছে লাগান্।

বরুণ—(তিরস্কারের সুরে রত্নার প্রতি) রত্না! আজকাল ভারী ডেঁপো হয়েছো!

(সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া রত্নার প্রস্থান)

(রত্নার কথায় শঙ্কর একটু গম্ভীর হইয়া গেল)

(শঙ্করের প্রতি) বাবাজী! তুমি রত্নার কথায় কিছু মনে কোরো না। ও মেয়েই ঐ রকম। যা'কে যা' ইচ্ছে তাই বলে বসে। তবে মনে ওর কিছু নেই। নেহাৎ ছেলেমানুষ।

শঙ্কর—না কাকাবাবু, তা' কিছু মনে করি নি। বিশেষতঃ আপনি যখন বল্ছেন। আজ উঠি কাকাবাবু। আর একদিন আসবো। আমার আবার আজ একটা জরুরী তদন্ত আছে,—চোরাই আফিম বিক্রি বিষয়ে।

বরুণ—এই দেখ ভোলা মন! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস্ কর্বো কর্বো ভেবে রাখি, কিন্তু তুমি এলেই আবার সব ভুলে যাই।

শঙ্কর—কেন, কি বলুন না!

বরুণ—না, বিশেষ কিছু না। আজকাল তবে বেশ দু' পয়সা হচ্ছে।

শঙ্কর—ও এই কথা! হ্যাঁ,—তা এক রকম হচ্ছে আপনার আশীর্ব্বাদে। এই ধরুন না, এই আফিম চোরাই তদন্তে অন্ততঃ পাঁচ শ' টাকা উপরি আছে। মাসে বেতন তো মাত্র ১৫০৲ টাকা। তবে এই রকম উপরি প্রতি মাসে দু'-একটা আছে বলে—বেশ চলে যাচ্ছে।

বরুণ—চলে যাচ্ছে কি বাবাজী! দু' পয়সা জমছে বলো।

শঙ্কর—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' যা' বলেন, তবে আমার এই জমার মূল্য কি কাকাবাবু! একা মানুষ, বাড়ীতে একা মা আছেন। মা অনেক

দিন বিয়ের কথা বলছেন। দু' এক জায়গায় মেয়েও তিনি দেখেছেন। তবে আমি মত দিতে পারি নি।

বরুণ—(চিন্তান্বিত মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) হুঁ, অনেক কিছু ভাবছি বাবা! কিন্তু কা'কে কি বলি! আর এই বুড়োর কথাও কে শোনে বল? আচ্ছা বাবা, এস! তবে বিয়ের ব্যাপারে একটু বুঝে শুনে অপেক্ষা করে করাই ভালো। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ব'স না।

শঙ্কর—(ঈষৎ উৎফুল্লভাবে) না কাকাবাবু, আপনি আমায় এত 'পর' ভাববেন না। আপনার মত না নিয়ে আমি কোন কিছুই করতে পারবো না!

বরুণ—বেশ বাবা, বেশ! তাই যেন হয়। আচ্ছা, এস বাবা, আজ আর তোমায় বেশীক্ষণ আটকাবো না।

শঙ্কর—(বরুণের পদধূলি লইতে নত হইয়া) আসি কাকাবাবু!

বরুণ—আহা! আবার প্রণাম কেন! এস, বাবা এস!

(শঙ্করের প্রস্থান)

(চিন্তান্বিত মনে বরুণ বসিয়া, এমন সময়ে রত্নার প্রবেশ)

রত্না—মা আপনাকে ডাকছেন!

বরুণ—(রাগত স্বরে) ডাকছেন তো আমি একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি!

রত্না—বা রে! আমায় মা ডেকে দিতে বল্লেন,—তাই। আমার কি দোষ?

(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বরুণ অসহিষ্ণুভাবে পায়চারী করিতে লাগিল এবং রত্না ঘরের এক পাশে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া সেল্‌ফের একটি বই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল)

বরুণ—(পায়চারী করিতে করিতে স্বগত) মেয়েটাকে এত করে বল্লাম,—ঐ সমীর ছোকরা-টোকরার সঙ্গে মিশিস নি। তা' কে কা'র

কথা শোনে? 'স্বদেশী' করে আমায় একেবারে উদ্ধার করে দেবেন। এদিকে যে মেয়ের বিয়ের বয়স পেরুতে চললো—সেদিকে হুঁস্ নেই। একটা পয়সা তো পুঁজি নাই—যা'তে কোন ভাল পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিই। তা'তে আবার শঙ্করের মতো এমন ভাল পাত্রও না মেয়ের পাগলামীর জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়! যাক্ গে, আমার কি!

(বরুণের প্রস্থান)

(পিতার বহির্গমনের পর রত্না একটি গানের কলি আপন মনে ভাঁজিতে ভাঁজিতে টেবিল, চেয়ার, সেল্ফ প্রভৃতি ঝাড়ন দ্বারা ঝাড়িতে লাগিল)

(সুস্বপ্নার প্রবেশ)

সুস্বপ্না—রত্না, আমার সেলাইয়ের বইটা দ্যাখ্ তো,—এখানে ফেলে গেছি কিনা। ও ঘরে খুঁজে পাচ্ছি না।

রত্না—দিদি, শোন, শোন। একটা খুব গোপনীয় কথা আছে।

(এই বলিয়া সুস্বপ্নাকে টানিয়া আনিয়া একটি চেয়ারে বসাইল ও নিজে চেয়ারের হাতলের উপর বসিল)

সুস্বপ্না—(একটু বিস্ময়ান্বিত ভাবে) কি গোপনীয় কথা রে?

রত্না—(চাপা গলায়) শুনেছো, বাবা মনে মনে ঐ শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছেন।

সুস্বপ্না—তুই কি করে জান্লি?

রত্না—বাবা আপন মনে গজ গজ কর্তে কর্তে তো সেই কথাই বলে গেলেন। আর ঐ শঙ্কর লোকটার কথাবার্তার হাবভাবেও কি একটা বদ মতলব আছে, তা' আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য কর্ছি।

সুস্বপ্না—তাই ঐ লোকটা আজ একমাস হ'ল আমায় বিব্রত করে তুলেছে। আমিও ভাবি,—এত সাহস ওর হয় কি করে!

রত্না—দিদি, ও তুমি কিছু ভেবো না! আমি সব বেফাঁস করে দেব।

(সুস্বপ্নার মায়ের প্রবেশ)

সুস্বপ্নার মা—তোরা সব এখানে কি কর্‌ছিস্? সমী'র মা একবার যে তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বপ্না!

(সুস্বপ্না চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল)

সুস্বপ্না—বেলা তো হয়ে গেল। একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবো'খন।

(সুস্বপ্না চিন্তিতমনে জানালার নিকট দাঁড়াইল)

রত্না—মা শুনেছ, বাবা ঐ শঙ্করবাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌ছেন।

সুস্বপ্নার মা—তাই না কি? কে বল্লে তোকে?

রত্না—আমি বাবাকে তো সেই কথাই বলতে শুনলাম।

সুস্বপ্নার মা—এ তো ভাল কথা নয়। ছেলেটার হাবভাব দেখে মনে হয়, ঐ রকম একটা কিছু মতলবেই সে এই বাড়ীতে যাতায়াত করে। এর একটা বিহিত তো তবে কর্‌তে হয়! তোরা আয়,—আমি এখন যাই!

(সুস্বপ্নার মায়ের প্রস্থান)

রত্না—দিদি, মার কানে যখন তুলে দিয়েছি, তখন আর কোন ভয় নেই। মাকে ছাড়িয়ে যে বাবা কিছু কর্‌তে পার্‌বেন,—তা' মনে হয় না।

সুস্বপ্না—তুই আয়, আমি গেলাম।

(সুস্বপ্নার প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে রত্নার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দাম্নু রায়ের গৃহের দাওয়া।]

(দাম্নু রায় হুঁকা হস্তে এবং তার দুইজন সহচর দাওয়ায় বসিয়া জটলা করিতেছে। ১ম সহচর মণ্ডল আফিঙের নেশায় ঝিমাইতেছে। ২য় সহচর ভিখনে হাতে গাঁজার পাতা ডলিতেছে)

দাম্নু রায়—(জোরে হুঁকায় দুটি টান দিয়া ও ধোঁয়া ছাড়িয়া এবং একটু মুচকি হাসিয়া) বলি শুনেছ কিছু ?

২য় সহচর ভিখ্‌নে—আমায় বলছ মোড়লদা' ?

দাম্নু রায়—আরে তোমায় বলছি না তো কী ঐ বেটা চশমখোরকে বলছি ? দেখছো না আফিঙের নেশায় কেমন ঝিমুচ্ছে ? ব্যাটার কোন দিকে হুঁস নাই—আফিম এক-আধ ছিলিম কোথায় মিললো তো ব্যস্ ত্রিভুবন সংসার সব ভুলে বেটা ঝিমুতে লাগলো। এদিকে গাঁয়ের খবরা-খবর রাখার কোন বালাই নাই। (১ম সহচরকে একটি ঠেলা দিয়া) আরে ও মণ্ডল, বলি শুনছো ?

১ম সহচর—(ঝিমানোর মধ্যে ঠেলার চোটে পতনোন্মুখ হইয়া সামলাইয়া লইয়া) আমায় কি কিছু—

(পুনরায় ঝিমাইতে লাগিল)

দাম্নু রায়—দেখ, ব্যাটার রকম-সকম দেখ ! যত সব গাঁজাখোর, আফিমখোর গাঁয়ে ভিড় জমিয়েছে। দেবো সব গাঁ হতে বের করে।

২য় সহচর—(গাঁজা ডলিতে ডলিতে) মাইরি মোড়লদা', ঐ আফিমখোরটাকে তুমি যা ইচ্ছে তা বল, কিন্তু গাঁজার নামে যা তা বলো না বলছি। যার স্বাদ তুমি এখন নিজে বোঝ না তার সম্বন্ধে তুমি বলতে যাও কোন্ সাহসে ?

দাম্নু রায়—(রাগত স্বরে) দ্যাখ, ভিখনে তুই তো বড্ড বাড়

বেড়েছিস। আমি গাঁয়ের মোড়ল তা' জানিস্? তোদের সঙ্গে মন খুলে 'দু'-চার কথা বলি বলে তোরা আমায় মোড়ল বলে মানবি না? এত বড় বেয়াদবী আমি কিছুতে সহ্য করব না তা' বলে দিচ্ছি।

(এই বলিয়া উত্তেজিত ভাবে ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগিল)

১ম সহচর—(আফিমের নেশা জড়িত ভাবে বলিল) এত গোল-মাল কিসের?

২য় সহচর—(মাথা চুলকাইয়া) দাসুদা' রাগ করলে মাইরি? না মাইরি, আমি অত শত ভেবে কোন কথা বলিনি। তুমি মাইরি আমার গাঁজার নামে কড়া কথা বল্লে! তাই আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে উঠলো! আচ্ছা নাও, নাও, তুমি হুঁকা টানো! (এই বলিয়া হুঁকোর মাথায় কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে লাগিল।)

দাসু রায়—(হুঁকা হইতে মাথা তুলিয়া ও এক গাল হাসিয়া) হেঁ হেঁ—তাই বল্, তোরা কি আমার অসম্মান করতে পারিস্? আমার সাত পুরুষ এই গাঁয়ে মোড়লী করে আসচে—আর আমি এই আট পুরুষে পড়েছি, বনেদী মোড়ল আমি, আমার সঙ্গে চালাকি করলে চলবে কেন বাপু! আরে সেইআফিমের ছোকরা দারোগাবাবুটি পর্য্যন্ত—!

(কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে ২য় সহচর বলিল—)

২য় সহচর—ও মোড়লদা, আরে সেই দারোগাবাবু আসে যে—!

দাসুরায়—(সন্ত্রস্তভাবে) অ্যাঁ, তাই নাকি? আরে শুনে-টুনে ফেললে না তো? এ হে হে আজকাল মন খুলে দু' কথা কইবারও জায়গা নাই দেখছি।

(শঙ্করের প্রবেশ। দাসু ও ২য় সহচর উভয়ে একসঙ্গে উঠিয়া শঙ্করকে অভিবাদন জানাইল এবং ২য় সহচর সেই সঙ্গে ১ম সহচরকে ঠেলিতে লাগিল)

শঙ্কর—কিরে তোরা সব এমন সময় এখানে আড্ডা জমিয়েছিস্

কেন ? আজ আবার কোথায় চোরাই গাঁজা আফিমের আড্ডার সন্ধানে ফিরছিস না কী ?

১ম সহচর—(টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে) আঃ একটু আফিমের নেশায় ঝিমুবো তাতেও শান্তি নেই।

২য় সহচর—বিপদে ফেললে রে, বিপদে ফেললে।

শঙ্কর—(হাসিতে হাসিতে) আরে তোরা যে ধর্ম্মপুত্তুর নস্ তা' আমার অনেক দিন আগে জানা আছে। তা একটি কাজ কর্ দেখি। তোদের দ্বারা কাজ পাই বলেই ত তোদের যত বদমাসী দেখেও দেখি না।

দাসু রায়—(কৃতজ্ঞতায় হাত কচলাইতে কচলাইতে) আজ্ঞে তা' যা বলেছেন দারোগা সাহেব, আপনার কৃপায় ত আমরা বেঁচে আছি।

শঙ্কর—(গম্ভীর হইয়া) দাঁড়া, শোন্।

(দাসু ও তাহার দুই সহচর উৎকর্ণ হইয়া শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল।) (একটু চাপা-গলায়) একটি কাজ করতে হবে।

দাসু রায়—আজ্ঞে, বলুন।

শঙ্কর—আরে এই তোদের গাঁয়ের বরুণবাবুকে জানিস্ তো ?

দাসু—আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে মাটির মানুষ !

শঙ্কর—(ধমক দিয়া) থাম! কথা শেষ না হতেই একেবারে সোহাগে ভেঙ্গে পড়লেন।

দাসু—(সন্ত্রস্তভাবে) মাপ করবেন হুজুর! আজ্ঞে কি বলছিলেন বলুন!

শঙ্কর—হ্যাঁ শোন, ঐ বরুণবাবুর একটি মেয়ে আছে জানিস্—যে স্বদেশী-ফদেশী করে বেড়ায় ?

দাসু—(একগাল হাসিয়া) তা আর জানিনে হুজুর! (গম্ভীর হওয়ার ভান করিয়া) ওরে ব্বাপ, তার যে দাপট। তাঁর দাপটে তো

আমাদের গাঁজা আফিম পাওয়া—(২য় সহচর ঠেলা দিতেই গোপনীয় কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া সন্ত্রস্তভাবে থামিয়া গেল।)

শঙ্কর—আঃ দাস্থ, আমি তো তোদের নির্ভয় দিয়েই রেখেছি। কবে, কোন্, কোথায় তোদের,—গাঁজার জন্তে পুলিশে চালান দিয়েছিলাম বলে কি বরাবরই দিতে হবে? সে ভয় তোদের কিছু নেই।

দাস্থ—(উৎফুল্ল হইয়া) ব্যস্ তা' হলেই হ'ল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই ডাগর মেয়েটি স্বপ্না না, ঐ ধরণের কি তার নাম—তার দাপটে তো গ্রামে চোরাই গাঁজা, আফিম, বা মদ পাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আরও দু' একটি স্বদেশী ছুঁড়ি ঘুরতে আরম্ভ করেছে। তবে হ্যাঁ, চেহারা বলতে হবে। (মাথা চুলকাইয়া) তা' দারোগাবাবু যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে কিন্তু বেশ মানায়। (বলিয়া দাস্থ হাসিতে লাগিল)

শঙ্কর—আরে সেইজন্ম তো বলছি তোদের একটি কাজ করতে হবে।

২য় সহচর—আজ্ঞে হুজুর, কি করতে হবে তাই বলুন না। আমরা তো আপনার কেনা-গোলাম হয়েই আছি।

শঙ্কর—শোন্, ঐ মেয়েটির নামে হাটে-বাজারে বদনাম ছড়াতে হবে। সমীর বলে যে স্বদেশী ছোঁড়াটা ঐ পাশের পাড়া হতে জেলে গেছে—চিনিস তো?

১ম সহচর—(নাকি সুরে) এজ্ঞে, তা' আর চিনিনে? সেই বেটাতো সেবার খবর দিয়ে আপনার কাছে আমায় ধরিয়ে দিয়েছিল।

শঙ্কর—তবেই তো ঠিক হয়েছে। তাকে এবার জব্দ করবার ফন্দী বাৎলে দিচ্ছি।

দাস্থ ও ২য় সহচর—(সোৎসাহে সমস্বরে) বেশ হবে, দারোগা সাহেব, বেশ হবে। কি করতে হবে তাই বলুন।

শঙ্কর—ঐ সমীর ছোঁড়াটার সঙ্গে যে এই মেয়েটির চরিত্রদোষ ঘটেছে—তা' হাটে-বাজারে রটাতে হবে।

দাস্থ—(এক গাল হো হো করিয়া হাসিয়া) ও এই কথা। এ তো অতি সহজ কাজ। তা' এই বলতে আপনি—দারোগা সাহেব এত সঙ্কোচ করেন কেন? তবে হ্যাঁ, ছিলিম কয়েক আমাদের নেশা করে নিতে হবে।

শঙ্কর—(সোৎসাহে দাস্থর পিঠ চাপড়াইয়া) আরে নেশার খরচ আমি দিচ্ছি। এই নাও।

(দশ টাকার একখানি নোট দাস্থকে প্রদান ; দাস্থ তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিল এবং তাহা দেখিয়া ১ম ও ২য় সহচর দাস্থর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া চোখের ইঙ্গিত করিতে লাগিল।)

শঙ্কর—তবে কাজটা ঠিকমত হওয়া চাই। হাটে-বাজারে গল্পের ছলে প্রচার করতে হবে যে—জেলে যাওয়ার আগে ঐ মেয়েটির সঙ্গে সমীর ছোকরার চরিত্রদোষ ভয়ানক ঘটেছিল।

দাস্থ—আঃ দারোগাবাবু, থামুন না। আমরা পাকা জহুরী। একবার একটু ঐ যে কি বলে হিণ্টি...

শঙ্কর—Hint.

দাস্থ—হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু হিণ্ট দিলেই আমরা কাজ বেশ গুছিয়ে করে নিতে পারি। কি বলিস্ রে তোরা।

২য় সহচর—আজ্ঞে তা' পারি। তবে (দাস্থর ট্যাঁক দেখাইয়া) ঐ থেকে আমাদের কিছু—

শঙ্কর—আরে হ্যাঁ—ওতো তোদের তিনজনকে দিলাম। (দাস্থ একটু মুখ শুকনো করিয়া তাকাইল।)

২য় সহচর—(সোৎসাহে) ব্যস্, ব্যস্। আর কিছু আপনাকে বলতে হবে না দারোগাসাহেব, আপনি এবার নিশ্চিন্তে যান। সাতদিন পর এসে দেখবেন সারা গাঁ একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

শঙ্কর—বেশ তাই যেন হয়—এর ডবল বক্‌সিস্ পরে পাবি।

দাসু—আজ্ঞে, সে কিছু বলতে হবে না। দেখে নেবেন একবার। আমার নাম দাসু রায়। সাত-পুরুষ ধরে মোড়লী করছি।

শঙ্কর—আচ্ছা আমি তবে এখন আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

দাসু—(প্রণাম করিয়া) পেন্নাম দারোগাসাহেব। (অন্য দুই সহচরও প্রণাম করিল।)

(শঙ্করের প্রস্থান ; দাসু তখন পুনরায় দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল।)

১ম ও ২য় সহচর—(সমস্বরে) মোড়লদা, ঐ নোটটা এইবারে ভাঙ্গিয়ে ফেলি চল!

দাসু—(মুখ ভেঙ্‌চাইয়া) ওঃ তোদের যে আর একদণ্ড দেরী সয় না দেখছি। বলি ঐ টাকা আদায় করলে কে? সাত-পুরুষ ধরে মোড়লী করছি বলেই ত এই হাড়ে আফিমের দারোগার কাছ থেকেও টাকা আদায় করবার দেমাক্ রাখি। আন্ দেখি পাঁচ-সাত গাঁ খুঁজে এমন একটি মোড়ল!

২য় সহচর—মাইরী তা' যা বলেছো মোড়লদা! তবে কিনা টাকা পয়সার ব্যাপার ; হিসেব-নিকেশ যত শীগ্‌গির চুকে যায় ততই ভাল।

১ম সহচর—(মাথা নাড়িয়া) হ্যাঁ ঠিক ঠিক।

দাসু—(উভয়ের দিকে তাকাইয়া) বাঃ রে! এ যে চোরের সাক্ষী মাতাল—উনি কথা না বলতে বলতে ইনি মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছেন।

২য় সহচর—না মাইরী মোড়লদা, আমাদের ফাঁকি দিও না বলছি। তাহলে ভাল হবে না। দারোগাবাবুকে শেষকালে—

দাসু—আরে ধ্যেৎ—তোদের ফাঁকি দেব কেন? তবে আমি মোড়ল কি না—আর টাকাটাও বের করেছি আমি—কাজেই আমি টাকাটা এক ভাগ বেশী পাবো।

১ম ও ২য় সহচর—(সমস্বরে) তা তুমি নাও মোড়লদা, তবে ষোল আনা ফাঁকি দিও না।

দাস্থ—ব্যস্—তা হলেই হ'ল। তবে এখুনি বাজারে চল্, ভাগ করে নিচ্ছি।

১ম ও ২য় সহচর—চল—মোড়লদা'—

দাস্থ—হ্যাঁ—তাই চল্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—জেলের মধ্যে জেল-সুপারিন্‌টেনডেণ্টের খাসকামরা;

জেল-সুপারিন্‌টেনডেণ্ট চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত কাগজপত্র দেখিতেছে। এমন সময় সিপাহী প্রবেশ করিয়া একটি সেলাম করিয়া একটি কার্ড তাহার হাতে দিল।]

সুপারিনটেনডেণ্ট—বাবুকো বোলাও। (সিপাহী বাহির হইয়া গেল ও পরক্ষণেই শঙ্কর ঘরে ঢুকিল)

শঙ্কর—Good morning sir!

সুপারিনটেনডেণ্ট—Good morning (চেয়ার দেখাইয়া) বসুন। আপনি কি Excise Inspector—যা কার্ডে লিখেছেন?

শঙ্কর—আজ্ঞে হ্যাঁ sir,

সুপারিনটেনডেণ্ট—আপনার কী দরকার বলুন!

শঙ্কর—আজ্ঞে সমীর ছোকরাটা তো আপনার জেলেই আছে।

সুপারিনটেনডেণ্ট—হ্যাঁ আছে। তাতে হয়েছে কি?

শঙ্কর—আজ্ঞে, কথাটা অবান্তর হলেও নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়েছে। আমি বলছিলাম কি, সমীর ছোকরাটা যখন বাইরে ছিল, তখন অনেককে জ্বালিয়ে তুলেছিল। শুধু তাই নয়। স্বদেশীর নাম করে এক ভদ্র গৃহস্থের মেয়েছেলের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে।

সুপারিনটেনডেণ্ট—তাই নাকি? লোকটার ওসব গুণও আছে নাকি?

শঙ্কর—সেই জন্যই তো সেই ভদ্রলোকের উপকারের জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(একটু আশ্চর্য্যভাবে) তা আমি কি করতে পারি এ বিষয়ে?

শঙ্কর—না আপনার কোন active help দরকার নাই। তবে আপনি যদি সেই বিপদাপন্ন ভদ্রলোকের কথা ভেবে সমীর ছোকরাটাকে একটু সায়েস্তা করেন তবে indirectly তিনি উপকৃত হন।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—আপনার কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কি বলতে চান একটু স্পষ্ট করে বলুন।

শঙ্কর—তবে আপনাকে খুলেই বলি। স্বদেশীর নাম করে ঐ ভদ্রলোকের মেয়েকে সমীর ছোকরাটা এমন ভুলিয়েছে যে সে মেয়ে আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় না। আর তার বাপ-মা মেয়ের দুর্নামে মন-মরা হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সমীর যদি জেল হতে এমন অবস্থা নিয়ে বেরোয়—যাতে সে সংসারে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তবে হয়ত বাপ-মা তার হাত থেকে মেয়েকে মুক্ত করতে পারেন।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(একটু চিন্তান্বিত মনে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া থাকিয়া পরে মাথা তুলিয়া) হুঁ, আপনার কথার effect খুব far-reaching and full of significance. কি বলেন?

শঙ্কর—(একটু বিব্রতভাবে) offence নিলেন নাকি sir? যদি কোন অপরাধ করে থাকি তবে মাপ করবেন। আমি তবে উঠি।

(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল)

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(হাতের ইঙ্গিতে বসিতে বলিয়া) না না, বসুন, আপনার দ্বারা আমার কাজ হবে।

শঙ্কর—(বসিয়া সোৎসাহে) বেশ এ বিষয়ে আমি আপনাকে সব রকমে সাহায্য করতে রাজী আছি।

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট—(কলিং-বেল টিপিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল)। কই মোলাকাৎ করনে আয়া ?

সিপাহী—নেহি সা'ব।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—কই আদ্‌মী আনে সে বোলনা আভি মোলাকাৎ নেহি হোগা !

সিপাহী—জী হুজুর। (সিপাহী সেলাম দিয়া বাহিরে গেল।)

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(শঙ্করের প্রতি) হ্যাঁ এবার আসুন আমাদের কথা আরম্ভ করা যাক্। আপনি কি চান আমায় স্পষ্ট করে বলুন—কোন রকম রেখে-ঢেকে নয়। সমীর ছোকরাটাকে সরাতে পারলে আমিও পদোন্নতির আশা করি। আপনিও তাই চান মনে হয় ?

শঙ্কর—এইবার আপনি ঠিক কথা ধরেছেন sir.

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—বেশ তবে বলুন—How can I help you.

শঙ্কর—আপনি ত সব পারেন স্যর্; আপনি যখন নিজেই জেলের ডাক্তার ও সুপারিনটেনডেণ্ট তখন তার জীয়ন কাঠি আর মরণ কাঠি তো আপনার মুঠোর মধ্যে।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—দাঁড়ান আমায় খানিকক্ষণ চিন্তা করতে দিন। (খানিকক্ষণ চিন্তার ভঙ্গিতে থাকিয়া) হ্যাঁ তবে অনেকখানি ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে করেই রেখেছি। আপনাকে বলতে দোষ নাই। তবে বিষয়টা খুব confidential ; দেখুন কোন রকম public-এর মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র leak out না হয়।

শঙ্কর—এ আপনি কি বলছেন। আমিও একজন সরকারী কর্ম্মচারী —Excise Inspector ; পদমর্য্যাদায় আপনার চেয়ে অনেক ছোট হলেও দায়িত্বজ্ঞান ষোল-আনা আছে।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—বেশ, তবে শুনুন—সমীর হাজরা প্রায় তিন মাসের কাছাকাছি হ'ল নির্জ্জন সেলে আটক আছে।

শঙ্কর—(আনন্দের সহিত) তাই না কী?

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—আঃ আস্তে—সবটুকু স্থির হয়ে শুনুন। (শঙ্কর উৎসুক মনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।) সমীরের স্বাস্থ্যের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। সেলে আসা অবধি খুব নিকৃষ্ট খাবার তাকে দেওয়া হচ্ছে। (চাপা গলায়) আজ একমাস হ'ল তার lungsএ T. B.র spot পেয়েছি। একটু একটু কাশিও দেখা দিচ্ছে mark করেছি। কিন্তু এখনো ঠিক danger zoneএ আসেনি। মনে হয় আর পনেরো দিন এইভাবে without treatmentএ রাখতে পারলে ও নিকৃষ্ট খাদ্য দিলে danger zoneএ এসে যাবে। তখন আর cured হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর ঠিক সেই সময় আমি T.B র report দিব।

শঙ্কর—(আনন্দিত ভাবে) The idea!

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—(বিরক্তির সহিত) আঃ আপনি ভারি ছেলে-মানুষ। ফের চেঁচাচ্ছেন।

শঙ্কর—(অপ্রতিভভাবে) Sorry Sir. I beg to apologize! আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব আমি ভেবেই পাচ্ছি না। উঃ আপনি একটি whole familyকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন; আর সেই সঙ্গে আমাকেও।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—(আশ্চর্য্যের সহিত) আপনাকেও কি রকম?

শঙ্কর—(একটু লজ্জিত ভাবে) আপনি যখন দয়া করে আমাকে এতখানি Confidence-এ নিয়েছেন তখন আপনাকে বলতে আর বাধা কী! ভদ্রলোকের ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

সুপারিন্‌টেমডেণ্ট—ও:, Then you are a lucky fellow!

শঙ্কর—(মাথা নত করিয়া) তা' যা বলেন। আপনি আমার যা' উপকার করলেন তাঁর জন্য আমি চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রইব। আমি মধ্যে মধ্যে এলে যেন আপনার দেখা পাই sir।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—বেশ তা' পাবেন। কিন্তু বিয়ের নেমন্তন্নটায় ফাঁকি দেবেন না যেন!

শঙ্কর—কী যে বলেন—সে একবার দেখে নেবেন sir!

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—কিন্তু মনে থাকে যেন, বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়।

শঙ্কর—দেখুন আমার নিজের স্বার্থ যেখানে জড়িত সে কথা কি আমি বেফাঁস করতে পারি। আপনিই বলুন না!

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—সেইটা বুঝেই তো বললাম। বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবেন।

শঙ্কর—আমায় কিছু বলতে হবে না sir; আপনি আমার যে উপকার করেছেন তার জন্য আমি আপনার চিরকাল কেনা গোলাম হয়ে থাকলাম।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—থাক, থাক, এত ভক্তিতে কাজ নাই। আজ তবে আসুন; আমার অন্যান্য জরুরী কাজ আছে।

শঙ্কর—আপনার সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গতা হ'ল তাতে আর ইংরাজী বুলি আউড়িয়ে বিদায় নিতে মন চাইছে না। নমস্কার! আসি sir!

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—আসুন।

(শঙ্করের প্রস্থান)

(কলিং বেল টিপিলে সিপাহী আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।) বহুত দেরী হো গিয়া। এই ফাইল হামারা বাসা মে দে আও।

সিপাহী—জো হুকুম। (সেলাম করিল।) (সুপারিনটেনডেণ্টের প্রস্থান। সিপাহী নথীপত্র গুছাইতে লাগিল।)

তৃতীয় দৃশ্য।

[অনিলের বৈঠকখানা। মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা রহিয়াছে। তার ওপর অনিল ও তপন বসিয়া]

অনিল—শুনেছি ওপাড়ার দামু রায়ই যত নষ্টের গোড়া। সে বেটার নাকি একটি গাঁজা আফিমের আড্ডা আছে। যত বেটা গেঁজেড় তার ওখানে এসে আড্ডা জমায়। আর নানারকম অপকর্ম্ম কুৎসা ওরাই সব ছড়ায়।

তপন—কে তোমায় এই খবর দিলে?

অনিল—খবর দিলে স্বেচ্ছাসেবিকা, রত্না।

তপন—ও সুস্বপ্না দেবীর বোন?

অনিল—হ্যাঁ!

তপন—সে এত খবর পেলে কোত্থেকে?

অনিল—সে আবার নারী-সংবাদবাহিকার দল করেছে কি না! দশ-বারো বছরের মেয়েদের নিয়ে সে এক অতি প্রয়োজনীয় দল গড়ে তুলেছে। তাদের কাজ অনেকটা C. I. D.-দের মতো।

তপন—কি রকম?

অনিল—বাড়ীর ভেতর যদি কোন স্বদেশবিরোধী আলোচনা হয় তা' সে বাপ, মা, ভাই, বোন যেই করুক না কেন তা' তারা সংঘের সম্পাদিকার কাছে report করতে বাধ্য। এই রকম লিখিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেই সংঘের সভ্যা তালিকাভুক্ত করা হয়।

তপন—বাঃ বেশ ভালো কাজ তো; সুস্বপ্না দেবীর যোগ্য বোনই বটে। তা' সে ঐ বিষয়ে কি খবর সংগ্রহ করেছে শুনি!

অনিল—ঐ দামু রায়ের মেয়েই ঐ সংঘের সভ্যা। তার মারফৎ জানা গেছে যে তাদের বাড়ীতে যে গাঁজার আড্ডা হয়—সেখানে নানারূপ

ফন্দি-ফিকির হয়েছে, সমীরদার সঙ্গে সুস্বপ্না দেবীর নাম যোগ করে নানারূপ কুৎসা রটাতে। আর সেখানে শঙ্কর আবগারী দারোগাও ঘোরাফেরা করে শুনতে পাচ্ছি!

তপন—কেন তাদের এতে স্বার্থ কি?

অনিল—আরে এত ব্যস্ত হও কেন? সব কথাটাই আগে শোন। স্বার্থ ত তা'দের নয়—স্বার্থ আছে মনে হচ্ছে আরেক জনের—সে হচ্ছে ঐ লম্পট ঘুষখোর শঙ্কর বোস আবগারী দারোগা।

তপন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই লোকটাকে সুস্বপ্না দেবীর বাবার সঙ্গে দু একদিন আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছি বটে।

অনিল—ঐখানেই ত গলদ! সে অনেক কথা, সে কথা যাক্; তবে রত্নার কাছে শুনেছি তা'র বাবা ঐ লম্পট শঙ্কর বোসের সঙ্গে সুস্বপ্নার বিয়ে দিতে চান।

তপন—দাঁড়াও, দাঁড়াও গোটা জিনিষটা ভেবে নিই। সুস্বপ্না দেবীর বাপ দিতে চান মেয়ের সঙ্গে শঙ্কর বোসের বিয়ে; কিন্তু সুস্বপ্না-দেবী নিশ্চয় তা' চাইবেন না। তা হলে শঙ্কর বোসের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। (খানিক ভাবিয়া) আচ্ছা তা' নইলে হ'ল। কিন্তু শঙ্কর বোসের হয়ে ঐ গাঁজার আড্ডার দাসু রায় এত মাথা ঘামাতে যাবে কেন?

অনিল—ভায়া এটাও মাথায় ঢুকলো না। শঙ্কর বোস হ'ল গাঁজা-আফিমের দারোগা, আর দাসু রায় ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ হল গাঁজার আড্ডার সমঝদার। একজন হল কর্ত্তা, আর একজন হ'ল কর্ম্ম। ব্যবসায়ী ভাষায় যাকে বলে 'দালাল'।

তপন—আঃ এত কথা ফেনাতেও তুমি পারো। ঐটা সোজা কথায় বল্লেই তো পারতে। যাক্, ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র ত এরা মন্দ করেনি। ছি, ছি, ছি, সুস্বপ্নার মতো

দেবী চরিত্রের মেয়ের সঙ্গে সমীরদা'র মত ত্যাগী দেশসেবকের নাম 'যোগ করে কুৎসা রটানো! এর ত একটা প্রতিবিধান করতে হবে।

অনিল—হবেই তো—সেইজন্যেই তো তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

তপন—কেন আমি কি করতে পারি?

অনিল—আরে এ তো বড় মুস্কিলে পড়া গেল তোমাকে নিয়ে, তুমি স্থির হয়ে বস না? কি হয় তাই শুধু দেখ না!

(বাহিরে গোলমাল শোনা গেল নেপথ্যে; দাসু রায়ের কণ্ঠস্বর—"ও বাবা, আমায় কোথা নিয়ে চলেছ"? স্বেচ্ছাসেবকদ্বয়ও নেপথ্যে থাকিয়া বলিতেছে—"চল্ শিগ্গির চল্ বল্‌ছি।" দেখিতে দেখিতে দাসু রায়কে স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া সেখানে উপস্থিত করিল। দাসু রায় মাটিতে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল)

বিশু—বেটা ছুটে পালিয়েছিল। অর্দ্ধেক রাস্তা দুজনে চ্যাং দোলা করে তুলে নিয়ে এসেছি।

অনিল—(তপনের প্রতি) এবার বুঝেছ, কি বলছিলাম?

তপন—বুঝেছি।

অনিল—(দাসুর প্রতি) কি হে রায়ের পো, তোমার ত বুকের পাটা কম নয়? গাঁয়ের মাঝে কি সব রটাচ্ছ?

দাসু রায়—(মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে না, কিছুই ত রটাই নি।

অনিল—(ধমক দিয়া) ফের মিছে কথা! এখনো বলছি সত্যি কথা বল। নইলে সব ক'টাকে একেবারে গাঁ ছাড়া করে ছাড়বো।

(অনিলের ইঙ্গিতে অপর দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দাসু রায়কে জোর করিয়া দাঁড় করাইল।)

কি বলবে কিনা? এখনো বল। নইলে জান তো আমরা পুলিশ-টুলিশকে ভয় করি না—আমরা স্বদেশী ডাকু।

দাসু রায়—(হাত জোড় করিয়া) বলবো, বাবা বলবো। সব

কথাই বলবো। এই বুড়ো বয়সে আর মারধর কোর না—শরীরে সইবে না। বয়স যখন কাঁচা ছিল তখন গাঁজার জন্যে পুলিসের কাছে অনেক ঠেঙান খেয়েছি। কিন্তু আজ আর—।

অনিল—(ধমক দিয়া) ফের বাজে কথা! বল, কেন তোমরা সমীর-বাবু ও সুস্বপ্না দেবীর নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা কোর্‌ছ।

দাস্থ—(ঢোক গিলিয়া) আজ্ঞে যদি অভয় দেন তো বলি।

অনিল—আচ্ছা তাই দিলাম, বল।

দাস্থ—(হাত জোড় করিয়া) দোহাই বাবু, আমাদের কোন দোষ নেই। ঐ শঙ্কর দারোগাই ত আমাদের মাথা খেয়েছে। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, একটু আফিম-গাঁজা নিয়ে থাকি। এত বড় বড় কথায় আমাদের কাজ কি? ঐ তো বল্লে, 'তোরা আমার কাছে গাঁজা-আফিমের দাম বকশিস্ পাবি। এই সব রটনা কর্।'

অনিল—এবার রত্নার কথার সঙ্গে এই ঘটনার ঠিক মিল হয়ে যাচ্ছে।

তপন—তার মানে?

অনিল—ঐ বেটা শঙ্কর বোস চায় সুস্বপ্না দেবীকে বিয়ে করতে। বামুন হয়ে চাঁদে হাত। কিন্তু সুস্বপ্না দেবী তা' বরদাস্ত করবেন কেন? তাই সেই রাগে শঙ্কর বোসের এই ঘৃণ্য, নীচ ষড়যন্ত্র চলেছে।

তপন—উঃ কি শয়তান! ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট বোঝা গেল।

দাস্থ রায়—(অনুনয়ের সুরে) আজ্ঞে, এবার আমাকে দয়া করে ছেড়ে দেন। আর আমি ঐ শঙ্কর দারোগার কোন কথায় থাকবো না।

অনিল—দেখ, ঠিক মনে থাকে যেন! নইলে এবার ধরলে আর ছাড় পাবে না।

দাস্থ রায়—(জোড় হস্তে) না বাবু, সত্যি বলছি, আর কক্ষনো তার কোন শলা-পরামর্শে থাকব না।

অনিল—(তপনের প্রতি) কি হবে এইটাকে আর নির্য্যাতিত করে।

আসল লোকটাকেই আমাদের ধরতে হবে। আচ্ছা তুমি যাও। কিন্তু প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন।

দাসু—(জোড় হস্তে নমস্কার করিয়া) পেন্নাম হই, সে আর বলতে।

(দাসুর দ্রুত প্রস্থান)

অনিল—(স্বেচ্ছাসেবকদ্বয়ের প্রতি) তোমরা এখন যাও।

(স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় প্রস্থানোদ্যত)

হ্যাঁ, শোন! (স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিল)

ঐ দাসুর আর তার দলের কার্য্যকলাপ একটু লক্ষ্য রেখ'।

(সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া স্বেচ্ছাসেকদ্বয়ের প্রস্থান)

(তপনের প্রতি) এখন ঐ আবগারী দারোগা শঙ্করকে জব্দ করা যায় কী করে? সমীরদা' আজ জেলে কেমন, কি অবস্থায় আছেন, তাও জানি না। তাঁর সুনাম রক্ষার দায়িত্ব তো আমাদের।

তপন—নিশ্চয়।

(উভয়ে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া)

অনিল—(তপনের প্রতি) আচ্ছা, ঐ দাসুকে ধরে নিয়ে একেবারে সুস্বপ্না দেবীর বাবার কাছে হাজির করলে হয় না—যাতে সেই লম্পটটা আর ও বাড়ীতে মোটেই যেতে না পারে।

তপন—মন্দ যুক্তি নয়। তবে বরুনবাবু ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন সেই হচ্ছে কথা। আর সুস্বপ্না দেবীর কাছেও তো এই কুৎসার ব্যাপার নিয়ে যাওয়া যায় না।

অনিল—আচ্ছা এক কাজ করা যাক্। সুস্বপ্না দেবীর মা তো আমাদের মাসীমা হন। আমরা তাঁর ছেলের মতো। তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলাই ভালো।

তপন—তাই ভালো। তারপর তিনি যা যুক্তি দেবেন তাই করা যাবে। আজ উঠি তবে এখন।

অনিল—শীগ্‌গির আমাদের এই কাজ করতে হবে। কারণ দাসু গেঁজেড়ীকে বেশী দিন বিশ্বাস করা যায় না।

তপন—হ্যাঁ, ঠিক বলেচো। চল কাল সকালেই যাই।

অনিল—হাঁ, তাই দুজনে যাওয়া যাবে। অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে দরকার নেই। সমীরদা'র অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আমরা দুজনেই তাঁর কাছে যাব। আচ্ছা এস ভাই, বেলা অনেক হ'ল—আমিও এবার উঠি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[বরুণ রায়ের বৈঠকখানা। অনিল ও তপন দুইটি চেয়ারে পাশাপশি বসিয়া। সামনে সুস্বপ্নার মা বসিয়া আছেন]

সুস্বপ্নার মা—সমীরের কোন খবর পেলে তোমরা?

অনিল—না মাসীমা। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারলাম না।

তপন—একবার সদরে গিয়ে দেখলে হয়না মাসীমা?

সুস্বপ্নার মা—স্বপ্না ত নিজেই গেছ্‌ল। কিন্তু—

তপন ও অনিল—(সমস্বরে) সুস্বপ্নাদেবী গেছলেন, কি খবর মাসী মা?

সুস্বপ্নার মা—কিন্তু সেখানেও কোন খবর পেলে না।

অনিল—ভারী চিন্তার কথা মাসীমা। (একটু থামিয়া) তার উপর আবার এক বিপদ দেখা দিয়েছে।

সুস্বপ্নার মা—(উৎসুকভাবে) আবার কি বিপদ?

অনিল—ব্যস্ত হবেন না। সেই কথাই তো বলবার জন্যে আপনার কাছে আমরা দু'জন এলাম।

সুস্বপ্নার মা—জানি বাবা তোমরা দু'জন সমীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই তো তোমাদের আমি এত বিশ্বাস করি।

অনিল—সেইজন্যেই তো সব কথা আপনাকে জানানো দরকার

মাসীমা। আমরা আর কোন পথ না পেয়ে আপনার কাছেই সরাসরি জানাতে এলাম। (একটু থামিয়া) তবে কথাটা একটু গোপনীয়। সুস্বপ্না দেবীর সামনে না হলেই ভাল।

সুস্বপ্নার মা—না, সে এখন সমীরের মায়ের কাছে গেছে। কি বলতে চাও, বল।

অনিল—ঐ যে শঙ্কর বাবু আপনাদের বাড়ীতে আসেন, তিনি এক হীন ও নীচ ষড়যন্ত্র খাড়া করেছেন সুস্বপ্নাদেবীও সমীরদা'র বিরুদ্ধে।

সুস্বপ্নার মা—(আশ্চর্য্য হইয়া) তাই নাকি? কি রকম!

অনিল—আপনার কাছে বলতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু বিপদ এড়াতে হলে না বলেও উপায় নাই।

সুস্বপ্নার মা—না না, তোমরা আমার নিজের ছেলের মত। কি বলতে চাও শীগ্‌গির বল—আমায় আর এমন সন্দেহের মধ্যে রেখো না।

অনিল—ঐ শঙ্করবাবু গাঁয়ের যত গেঁজেড়ীর দ্বারা সমীরদা' ও সুস্বপ্নাদেবীর নামে যা-তা কেচ্ছা রটাচ্ছে!

সুস্বপ্নার মা—(আশ্চর্য্য হইয়া) এ তবে ঐ শঙ্কর ছোকরার কাজ? রত্নার কাছে শুনেছিলাম ঐ দাসু রায় নাকি রটনা করছে?

অনিল—দাসু রায় ত উপলক্ষ মাত্র। আসলে ঐ শঙ্করবাবুই সব করছে। দাসু রায়কে ধরে আনতে সে সব কথা স্বীকার করেছে।

সুস্বপ্নার মা—এখন সব ব্যাপারটা জলের মত বোঝা যাচ্ছে। রত্নার কাছে জেনেছিলাম উনি ঐ শঙ্কর ছোঁড়ার সাথে স্বপ্নার বিয়ে দিতে চান্। আর সেই মতলবে ঐ ছোঁড়াটা ঘুর ঘুর করে এখানে আসে। কিন্তু স্বপ্নাকে কোন রকমে সুবিধা করতে না পেরে সেই আক্রোশে এই বিষ ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

তপন—এখন কি করা যায় মাসীমা—সেই পরামর্শই তো আপনার সঙ্গে করতে এলাম।

অনিল—আমি একটি plan মনে মনে এঁকেছি। এখন মাসীমা আপনার সম্মতি পেলেই হয়।

সুস্বপ্নার মা—কী বল না, শুনি।

অনিল—আমি বল্‌ছিলাম—যে শীগ্‌গির মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে শঙ্করবাবুকে আপনাদের বাড়ীতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করুন। আর সেই দিনে ঐ দাস্থ রায়কে আমরা উপস্থিত করে দেব একেবারে মেসোমশায়ের সামনে। যা' শুনেছি মেসোমশায়ের অগাধ বিশ্বাস ঐ শঙ্করবাবুর উপর। তা' আমরা এখন কোন কিছু বলতে গেলে একটু অন্যভাবে হয়তো নেবেন। তার চেয়ে একেবারে তাঁর সামনে ঐ দাস্থকে দিয়েই বলানো ভাল মনে করি। ঠিক নয় কি ?

সুস্বপ্নার মা—হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। বিশেষতঃ শঙ্করকে যখন তিনি বিশ্বাস করেন, তখন তোমাদের নিজেদের মুখে তার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আলোচনাটা না হওয়াই ভাল মনে করি।

অনিল—বিশ্বাস ঠিক নয় মাসীমা। মেসোমশায় সাদাসিদে মানুষ। তাই তাঁর সরলতার undue advantage নিয়ে ঐ শঙ্করবাবু তাঁকে একেবারে hypnotise করে ফেলেছে।

সুস্বপ্নার মা—বোধ হয় তাই। আসলে উনি নিজে খারাপ মানুষ নন। আচ্ছা, সেই কথা তবে থাকল। তোমরা একটু বস। রত্নাকে দিয়ে তোমাদের জলখাবার পাঠিয়ে দিই।

তপন—আবার ওসব কেন মাসীমা ?

সুস্বপ্নার মা—তা' একটু জলখাবার খেয়ে যাও। ও আর এমন কি! বোস তোমরা।

(সুস্বপ্নার মা'র প্রস্থান)

অনিল—একটি জিনিষ কিন্তু আমার মনে strike করছে তপন!

তপন—কি বল দেখি।

অনিল—সমীরদা'র কথা; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে……

তপন—কি থামলে যে?

অনিল—(চাপাগলায়) সুস্বপ্না দেবীর কথা!

তপন—তার মানে?

অনিল—তুমি দেখছি একটি গাধা! কোন কথাই সহজে তোমার মাথায় ঢোকে না।

তপন—আরে আগে কথাটাই বল, তারপর তো মাথায় ঢুকবে।

অনিল—আরে যাঃ যাঃ। ঢুকবার হলে সব কথা বলবার আগে মাথায় ঢুকে যেত।

তপন—হেঁয়ালী রেখে বল না বাপু কি বলতে চাইছ?

অনিল—(চাপা গলায়) আমি বলছিলাম সমীরদা'র সঙ্গে সুস্বপ্না দেবীর কিন্তু মানাতো ভাল।

তপন—ও তুমি এতদূর এগিয়ে গেছ, একেবারে Romantic background.

অনিল—থাক ভাই, ও প্রসঙ্গ এখন থাক। বিশেষতঃ সুস্বপ্না দেবীর বাড়ীতে···কে কখন শোনে ফেলে!

(দু' রেকাব জলখাবার লইয়া রত্নার প্রবেশ)

রত্না—কি কথা কে কখন শুনে ফেলে অনিলদা!

(অনিল ও তপন উভয়েই অপ্রস্তুত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রত্না খাবারের থালা টেবিলের উপর রাখিয়া বন্ধুদ্বয়ের অপ্রতিভ অবস্থা দেখিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল)।

অনিল—কী যে বল রত্না! এমন কি কথা যা' কেউ শুনে ফেললে খারাপ হবে।

রত্না—তবে ওকথা বললেন কেন? আমি তো শুনে ফেলেছি।

অনিল—(বিব্রতভাবে) কি তুমি শুনে ফেলেছ?

রত্না—(খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া) নাইবা বললাম!

অনিল—না রত্না বল নইলে আমরা জলখাবার খাবো না। এই উঠলাম।

(অনিল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল)

রত্না—বসুন বলছি। (অনিল চেয়ারে বসিল) দিদির সঙ্গে সমীরদা'র কেমন মানাবে এই কথা তো—?

অনিল—(বিব্রতভাবে) এ হে হে হে! এখানে এসব আলোচনা ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।

তপন—(রাগতস্বরে) হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তুমি একটি ডেঁপো।

রত্না—(হাসিতে হাসিতে) তা হয়েছে কি ? সে plan তো আমার মনে অনেকদিন হ'তে আছে। আমার বরং ভালই হ'ল ; কন্যার তরফ থেকে ঘটক আমি ছিলাম। বরের তরফ ঘটক আপনারা হবেন—সমীরদা'র বন্ধুর দল।

অনিল—না না রত্না চুপ করো ; এখানে এসব কথা নয়। মাসীমার কানে গেলে আমাদের কি ভাববেন বল তো !

রত্না—(হাসিতে হাসিতে) আমি এত কাঁচা মেয়েই নয়, একেবারে ঘুঁটি পাকিয়ে তবে মার কানে তুলব। (সহসা গম্ভীর হইয়া) সমীরদা' তো আগে জেল হতে বেরোন। বাঃ রে, বসে আছেন যে, খেতে হবে না বুঝি !

অনিল—বেশ খাচ্ছি।

রত্না—চা কিন্তু পাবেন না। এ বাড়ীতে একা বাবার ছাড়া আর কারুর চা খাওয়ার নিয়ম নাই। মায়ের কড়া হুকুম।

অনিল—আমরাও তো চা খাই না।

(অনিল ও তপন খাবার খাইতে লাগিল)

রত্না—ঐ দিদি এসে গেছে। আমি এখন আসি।

(রত্নার প্রস্থান)

(সুস্বপ্নার প্রবেশ)

সুস্বপ্না—এই যে অনিলবাবু, তপনবাবু। আপনারা কখন এলেন? কাকীমার ওখানে গিয়েছিলাম। তাই দেরী হয়ে গেল।

অনিল—তা হোক, আমাদের সমাদরের তো কোন ত্রুটি হয় নি, সুস্বপ্না দেবী। তা' চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন!

(খাবারের থালা দেখাইয়া)

সুস্বপ্না—(হাসিয়া) ও, এই কথা।

(সহসা গম্ভীর হইয়া) সমীর দা'র তো কোন খবর পাওয়া গেল না—কি করা যায় বলুন তো অনিল বাবু?

অনিল—সেই লজ্জায় তো এদিকে আজকাল বড় একটা আসি না। কি করে মুখ দেখাই আপনার কাছে? সমীরদা'র খবরটুকু দিতে পাচ্ছি না কয়েক মাস হল।

সুস্বপ্না—না তা আপনাদের আর দোষ কি? (সুস্বপ্না চিন্তিত হইল।) (অনিল ও তপন ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল।)

অনিল—আজ আসি, সুস্বপ্নাদেবী!

সুস্বপ্না—মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

অনিল—তাঁর সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছে—আজ আর থাক্। আমরা এখন একটু জরুরী কাজে বেরুব।

সুস্বপ্না—তবে আসুন।

(উভয় বন্ধুর প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে সুস্বপ্নার প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—জেল-প্রাঙ্গন। ১ম সান্ত্রী ও ২য় সান্ত্রী উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে এবং ২য় সান্ত্রী দুই হাতে বরাবর খইনী ডলিতেছে]

১ম সান্ত্রী—অরে ভাইয়া, এ কেয়া বাত্ হয়। পন্দ্রহ অগস্ত সে কেয়া অংগ্রেজ রাজ—চালা যায়ে গা? এ কেয়া তাজ্জব কা বাত্ হ্যায়!

২য় সান্ত্রী—এইসা বাত তো হাম ভি কভি নাহি শোনা হ্যায়!

(১ম সান্ত্রী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

২য় সান্ত্রী—(বিস্ময়ান্বিত ভাবে) আরে ভাইয়া, কাহে রোতা হয়?

১ম সান্ত্রী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) মুঝে বহুৎ ডর্ হয় ভাই! মেরী নোক্রী নাহি রহে গী।

২য় সান্ত্রী—কাহে? নোক্রী তো কিসি কী নাহি ছুটে গী? এইসা তো ময়নে শোনা হ্যায়! (খইনী ডলিতে লাগিল)

১ম সান্ত্রী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) অরে ভাইয়া, ম্যয় তো কংগ্রেসী পর বহুৎ জুলুম্ কিয়া হ্যয়। শালে সর্জন্ট কো খুস্ কর্নেকে লিয়ে বহুৎ জুলুম্ কিয়া! গোরা আদমী সব যা রহে হঁ্যয়। তব্ মেরী নোক্রী ক্যয়সে রহে গী। (কাঁদিতে লাগিল)

২য় সান্ত্রী—অরে ভাই, ঠারো ঠারো! মাৎ রো! ঐ শালা জন্ সর্জন্ট মুঝ্ কো ভি এক কংগ্রেসী বাবুকো চাবুক লাগানেকে লিয়ে কহা থা। ম্যয় উস্‌কো হুকুমকো নেহি মানা তো ওস্‌নে মেরে পিঠ পর্ বুট্‌সে মারা; তব্ মুঝ্‌কো বহুৎ চোট লাগা; ফিন্ দি.. আনে দো। ম্যয়ভি উস্‌কো পিঠ্‌মে অ্যয়সা মারেঙ্গে—

(বুটের লাথি দেখাইল)

১ম সান্ত্রী—(এক গাল হাসিয়া) সর্জন্টকা বুটকা চোট মুঝ্‌কো বহুৎ মিঠা লাগ্‌তা হ্যয় ভাই! লেকিন—

২য় সান্ত্রী—(রাগত স্বরে উত্তেজিত ভাবে) ইয়া তোম্ কেয়া বোল্‌তে হো ? সর্‌জণ্টকা বুট মিঠা লাগ্‌তা হ্যয় ? তব্ তো তোমারা নোক্‌রী যানা চাহিয়ে। তোম্ ভি সর্‌জণ্টকা সাথ বিলাত চালা যাও। হুঁয়া সর্‌জণ্টকা বুটকা চোট তোম্‌কো বহুৎ মিলে গা।

(১ম সান্ত্রী ২য় সান্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে)

১ম সান্ত্রী—আরে ভাই গোস্‌সা মাৎ করো; মেরা বাৎ তো শোনো।

২য় সান্ত্রী—(তাহার হাত সরাইয়া) নেহি, নেহি ছোড়ো।

আনে দো—পন্দ্রহ অগস্ত, তোমারা এ বাৎ মে বেফাঁস কর্ দে-গা ! তোমারা নোক্‌রী জরুর যানা চাইহে !

১ম সান্ত্রী—আরে না ভাইয়া, এ তো ম্যয়নে দিল্লাগী কিয়া ! সর্‌জেণ্টকে বুটোঁকা চোট বহুৎ বুরী চিজ হ্যায়। মেরে পিঠ্ পর আভি চিহ্ন্ হ্যায় দেখো। (পিঠ দেখাইল)

মেরা কেয়া হোগা ভাই ? (সহসা জেলের ঘণ্টাধ্বনি হইল)

২য় সন্ত্রী—Duty খতম হো গিয়া, চোলো।

(তাড়াতাড়ি উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—বরুণ রায়ের বাটির বৈঠকখানা; সুস্বপ্না একটি চেয়ারে বসিয়া সেলাইর কাজ করিতেছে। এমন সময় শঙ্কর বোস সুট পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করিল)

শঙ্কর—(সুস্বপ্নাকে দেখিয়া)

Good morniug Miss Roy

সুস্বপ্না—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া) আপনি বসুন, আমি বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শঙ্কর—বাঃ, আমি একটা বাঘ না ভালুক যে আপনাকে খেয়ে ফেল্‌বো। আমি এলেই আপনাকে পালাতে হবে!

সুস্বপ্না—(দাঁড়াইয়া বিব্রত ভাবে) না, না, তা কেন? তবে কি না—

শঙ্কর—কি বলুন।

সুস্বপ্না—বাবার সঙ্গেই আপনার কথাবার্ত্তা জমে ভালো; সেজন্যই বলছিলাম।

শঙ্কর—কাকাবাবু তো আজ আমায় নেমন্তন্নই করেছেন। তিনি তো আসবেনই; তবে আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলতে দোষ কি? এই দেখুন্ তো,—আপনাদের familyতে আমি প্রায় এক বৎসর হ'তে চললো পরিচিত হয়েছি,—কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে বোধ হয় সাত দিনও আপনি আমার সঙ্গে কথাই বলেন নি। বসুন, বসুন!

(সুস্বপ্না চেয়ারে বসিল ও শঙ্কর একটি চেয়ারে বসিল)

সুস্বপ্না—আমার সময় কোথা বলুন, একটা-না-একটা কাজ তো লেগেই আছে।

শঙ্কর—ওঃ, আপনি ঐ দেশের কাজের কথা বলছেন।

সুস্বপ্না—হ্যাঁ, তাই।

শঙ্কর—তা' দেখুন, ও সব কাজ হচ্ছে আসলে vagabond-দের; বাপ তাড়ানো, মা তাড়ানো ছেলেমেয়েরা ওসব কাজ করে বেড়াচ্ছে। তা' আপনার মত একজন সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা তরুণীর কি ওসব কাজ পোষায়!

সুস্বপ্না—(উত্তেজিতভাবে) এসব কি বলছেন আপনি? আপনি কি এ দেশের মানুষ নন্?

শঙ্কর—থাক্, থাক্, ও সব তর্কের কথায় দরকার নাই। আজ যখন দুটি কথা আমার সঙ্গে আপনি বলছেন—তখন এই মূল্যবান সময়টুকু বৃথা তর্ক করে হারাতে চাই না।

(নিজের চেয়ারটি একটু সুস্বপ্নার চেয়ারের দিকে আগাইয়া লইয়া . ভাবমিশ্রিত কণ্ঠে)

সুস্বপ্না দেবী ! আপনি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হবেন না। আমার সঙ্গে এক-আধটুকু আলাপ-আলোচনায় কি আপনার মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষতঃ কাকাবাবুকে আমি কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি ও তিনিও আমায় ছেলের মত ভালবাসেন। আমায় এত অবহেলা করবেন না !

সুস্বপ্না—(একটু বিব্রতভাবে) না, না, আপনাকে অবহেলা কর্‌বো কেন ?

শঙ্কর—(চেয়ার আর একটু আগাইয়া সুস্বপ্নার হাত ধরিবার চেষ্টা ও সুস্বপ্না একটু সরিয়া গিয়া বসিল) তবে আমায় কথা দেন, এবার প্রতি আলোচনায় আপনি যোগ দেবেন ! সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গ পাওয়ার জন্যই তো আমি আপনাদের এখানে আসি, এ কথা কি আপনি বোঝেন না সুস্বপ্না দেবী।

(সুস্বপ্না চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া)

সুস্বপ্না—দেখুন, আপনি বাবার নিমন্ত্রিত ; তাই আপনার এই ধরণের কথার উত্তর দেওয়া আমার সম্ভব হ'ল না। আমি এখন আসি, বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(সুস্বপ্না সবেগে প্রস্থান করিল ও শঙ্কর স্থাণুর মত বসিয়া রহিল)

(বরুণের প্রবেশ)

বরুণ—তা' কতক্ষণ এসেছ বাবা !

শঙ্কর—(চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া) না কাকাবাবু এখনি।

বরুণ—বসো বাবা বসো। খবর সব ভালো তো ?

শঙ্কর—(চেয়ারে বসিয়া) হ্যাঁ, কাকাবাবু ভালো।

বরুণ—দেখ, আমার কেমন ভোলা মন। তোমার কাকীমাই বল্লে যে, শঙ্করকে একবার নেমন্তন্ন কর, আর তা'কেই খবর দেওয়া হয় নি। (উচ্চৈঃস্বরে) এই কে আছিস্—

শঙ্কর—না কাকাবাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না। তবে কাকীমা যে বড় নেমন্তন্ন কর্‌তে বল্লেন? তিনি তো আমার সঙ্গে তেমন কথাই বলেন না।

বরুণ—আরে না, না। তা' বলবে না কেন? তোমায় ভালবাসে সবাই। তবে ওরা এত বেশী 'স্বদেশী নিয়ে থাকে—যে তোমার আমার মত 'বিদেশী'র প্রতি ওদের হুঁস্ একটু কম।

(এই বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

(রত্নার প্রবেশ)

রত্না—বাবা, মা বল্লেন যে রান্নার আর একটু দেরী আছে, ওঁকে একটু অপেক্ষা কর্‌তে।

শঙ্কর—যখন এসেছি, তখন তো অপেক্ষা কর্‌বই; কিন্তু ততক্ষণে তোমার একটা গান শুনালে ভাল হয় না কি রত্না।

রত্না—সে তো নিশ্চয় হ'ত; কিন্তু মা আমাকে এমন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন যে, গানের জন্য আটকে গেলে আর আমায় আস্ত রাখবেন না। আমি এখন আসি।

(রত্নার প্রস্থান)

বরুণ—ঐ বাবা ওদের এক বেয়াড়া ধরণ। সব ভালো; কিন্তু যা গোঁ ধর্‌বে—তা থেকে নড়ানো যাবে না।

শঙ্কর—হুঁ, (চিন্তান্বিত মনে বসিয়া রহিল)

(অনিলের প্রবেশ)

অনিল—মেসোমশাই, আপনার কাছে একটু কাজে এলাম।

বরুণ—আমার কাছে? আমার কাছে কেন বাবা? আমি তো তোমাদের স্বদেশী-ফদেশীতে নেই।

(শঙ্কর রাগত দৃষ্টিতে অনিলের প্রতি চাহিল)

অনিল—(শঙ্করের প্রতি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া) নমস্কার, শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—(বিরক্তভাবে) ও-সব নমস্কার-টমস্কার আমার ধাতে সয় না, মশায়।

অনিল—(শঙ্করের প্রতি) আচ্ছা, তবে থাক্। (বরুণের প্রতি) মেসোমশায়, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বরুণ—(একটু বিব্রতভাবে) কেন বাবা? পুলিশ-টুলিশের লোক নয় তো?

অনিল—(হাসিয়া) আঃ, মেসোমশায় আপনি কি বলুন তো? আপনি কি ভাবলেন যে আমি পুলিশ দিয়ে আপনাকে ধরিয়ে দেবো!

বরুণ—আরে না, না; তা' হবে কেন, তবে বাবা, তোমাদের পেছন পেছন সব সময় পুলিশ, সি-আই-ডি, এরা সব ঘুরে কি-না! তাই যখন, তুমি এসেছ, তখন তোমার পেছনে ওরা দু'একজন আসাও তো বিচিত্র নয়।

অনিল—তা' সে কথা ঠিক বলেছেন মেসোমশায়! তবে এ ক্ষেত্রে তা নয়।

বরুণ—(স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) তা' হলেই হ'ল।

অনিল—আচ্ছা, আমি তবে ডেকে নিয়ে আসি।

(অনিলের প্রস্থান)

শঙ্কর—(বিরক্তির স্বরে) এসব ডাকাতে ছোকরাকে আপনারা কি করে আস্কারা দেন কাকাবাবু?

বরুণ—(হতাশভাবে) আমার কি কোন হাত আছে বাবা! ওরা সব আমার Control-এর বাইরে।

শঙ্কর—ছি, ছি, এ ভারী অন্যায়!

(সুস্বপ্নার মায়ের প্রবেশ)

সুস্বপ্নার মা—কি অন্যায় বাবা শঙ্কর?

শঙ্কর—(সহসা অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে না, ও কিছুই নয়। ও একটা বাজে কথা!

সুস্বপ্নার মা—(গম্ভীরভাবে) হুঁ !

(বরুণ সোজা হইয়া বসিয়া একবার শঙ্করের দিকে ও একবার নিজ স্ত্রীর দিকে তাকাইতেছে এমন সময় দাসু রায়কে ধরিয়া তপন ও অনিলের প্রবেশ)

শঙ্কর—(দাসু রায়কে দেখিয়া একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল ও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

কাকাবাবু, একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ ছেড়ে এসেছি। আধ ঘণ্টা মধ্যে ফিরে আস্‌ছি।

(প্রস্থানোদ্যত)

সুস্বপ্নার মা—(শঙ্করের প্রতি) না বাবা, তুমি বোস ! তোমার সঙ্গেই তো দরকার।

শঙ্কর—(সশঙ্কিতভাবে) আমার সঙ্গে ! তা'র মানে।

সুস্বপ্নার মা—(মুচ্‌কি হাসিয়া) বোসই না বাবা ! এত ঘাব্‌ড়াচ্ছো কেন ?

শঙ্কর—না কাকীমা, আমার বসবার উপায় নেই। আমায় এখনি যেতে হবে, অত্যন্ত জরুরী কাজ।

(প্রস্থানোদ্যত)

(তপন ও অনিল দরজার মুখ আগলাইল)

অনিল—কিন্তু শঙ্করবাবু, যেতে চাইলেই তো আর যাওয়া চলে না।

শঙ্কর—(রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) তা'র মানে ? আপনারা আমাকে মারবেন না কি ?

(বরুণবাবু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন)

অনিল—কি-যে বলেন শঙ্করবাবু ! এর মধ্যে আপনাকে মারবার কথা কোত্থেকে এল ! আমরা বললাম—'ঠাকুর ঘরে কে ?' ,আর আপনি বলে বস্‌লেন—'কলা খাই নি', তা' হলে আপনি যে কলা খেয়েছেন, তা'

যে আগে হতে বলে ফেললেন। আপনি এমন সেয়ানা ; তা' এত সহজে ধরা দিয়ে ফেললেন—শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—হয় আমার পথ ছাড়ুন! নয় তো কি করতে চান্, তাই বলুন।

বরুণ—(বিব্রতভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—এ ব্যবহার তো আমার ভাল মনে হচ্ছে না, বিশেষতঃ শঙ্করের মত ছেলের উপর।

সুস্বপ্নার মা—হ্যাঁ, সব জিনিষটা তোমাকে জানানোর জন্যই তো ঐ দাসুকে এখানে আজ আনা হয়েছে।

শঙ্কর—(সুস্বপ্নার মায়ের প্রতি মিনতির স্বরে) কাকীমা ; আমায় এখন যেতে দিন্।

সুস্বপ্নার মা—তা হয় না, শঙ্কর। তোমার সব কীর্ত্তি আজ এখানেই প্রকাশ হওয়া দরকার।

তপন—(দাসুর প্রতি) দাসু, ব্যাপারটা সব ব'ল না খুলে।

দাসু—(বরুণের প্রতি করজোড়ে) হ্যাঁ বড়বাবু! সেজন্যই তো আমি নিজে এসেছি এখানে। (শঙ্করকে দেখাইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) ঐ, ঐ, ঐ, দারোগাবাবু ; বড়বাবু! দেখছেন ওঁর ঐ ভদ্দর-লোকের পোষাক, কিন্তু ওর—ওর মধ্যে কত বড় শয়তান লুকিয়ে আছে, তা' জানেন ?

(এই কথা বলিয়া রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল)

শঙ্কর—(রাগে গর্ গর্ করিয়া উচ্চৈস্বরে) আমায় ছোটলোক দিয়ে অপমান করা! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব একবার তোমাদের সকলকে! বরুণবাবু, আপনিও পার পাবেন না!

বরুণ—(বিব্রতভাবে) এ আবার কি ঝামেলা হ'ল!

অনিল—(বরুণের প্রতি) স্থির হোন্ মেসোমশায়! আপনার কোন ভয় নেই। ঐ শয়তানের কথার কোন দাম নেই।

(শঙ্কর রাগে বুটের ডগায় মাটিতে ঠোক্কর দিতে লাগিল ও পলাইবার পথ না পাইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল)

দাসু—বড়বাবু! (শঙ্করকে দেখাইয়া) ঐ, ঐ শয়তান দারোগাবাবু আমাদের যুক্তি দিয়েছে আপনার মেয়ে স্বপ্না দেবীর ও সমীরবাবুর নামে কুৎসা ছড়াতে!

(অনুতপ্তের ভঙ্গীতে) আমরা বাবু, নেশার গোলাম! নেশায় আমাদের সব খেয়েছে। আছে শুধু এই পোড়া দেহটা! তাই ঐ সয়তানের প্রলোভনে পড়ে আমার মায়ের সমান আপনার মেয়ের নামে কুৎসা ছড়িয়েছি—আর খাঁটি সোনা সমীরবাবুর নামেও ছড়িয়েছি! (উত্তেজিত ভাবে) শুধু দশটি টাকার জন্য বাবু! শুধু দশটি টাকার জন্য! গাঁজা আফিমের দাম! ও হো হো হো!

(দাসু অনুশোচনায় অভিভূত হইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল)

(গোলমাল শুনিয়া সুস্বপ্না সহসা ঢুকিয়া মায়ের প্রতি)

সুস্বপ্না—কি হয়েছে মা?

সুস্বপ্নার মা—কিছু না মা, তুই ভিতরে যা'।

অনিল—(দৃঢ়স্বরে) না কাকীমা! ওঁকেও দরকার! (শঙ্করের প্রতি) এই শয়তান, এখনি সুস্বপ্না দেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

(শঙ্কর কাঁচুমাচু করিতে লাগিল) (তীব্র স্বরে) এখনো ক্ষমা ভিক্ষা কর।

বরুণ—(বিব্রত ভাবে) না, না, এতটা দরকার নেই। ওকে যেতে দাও!

অনিল—(হুকুমের ভঙ্গীতে) আপনি থামুন মেসোমশায়! এত সহজে শয়তান্ জব্দ হয় না! সবাই আপনার মত ভাল মানুষ নয়।

সুস্বপ্না—আঃ, ওকে যেতে দিন্।

অনিল—(সুস্বপ্নার প্রতি) আপনি থামুন!

(শঙ্কর তখন সুস্বপ্নার নিকট আগাইয়া)

শঙ্কর—আমায় ক্ষমা করুন, সুস্বপ্না দেবী!

সুস্বপ্না—আপনি বাড়ী যান্ :

অনিল—যাও, এবার যাও। খবরদার, আর কখন যদি এমুখো হয়েছ কিম্বা অন্য কোন ষড়যন্ত্র করেছ, তবে সেদিন আর এমনি ছেড়ে দেব না।

(শঙ্কর দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল)

দাসু—(সকলকে প্রণাম করিয়া) এবার আসি বাবু।

সুস্বপ্নার মা—তা' হয় না দাসু তোমায় এখানেই খেয়ে যেতে হবে।

দাসু—(বিব্রত ভাবে) আজ্ঞে না মা। আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

বরুণ—(স্বয়ং উঠিয়া দাসুকে বুকের ভিতর টানিয়া) তুই আর জন্মে আমার ছেলে ছিলি দাসু। তাই এত বড় শয়তানের হাত হ'তে মান-সম্ভ্রম রক্ষা করলি। তোকে খেয়ে যেতেই হবে। চল্, আমি নিজে বসে তোকে খাওয়াবো।

(দাসু বরুণের বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া অনুশোচনায় ফোঁপাইতে লাগিল ও বরুণ তাহাকে সেইভাবে ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল)

সুস্বপ্নার মা—(অনিল ও তপনের প্রতি) তোমরাও সব এস বাবা।

(বরুণও দাসুর পেছনে অন্য সকলে প্রস্থান করিল)

তৃতীয় দৃশ্য।

[জেল অফিস ; একটি টেবিলের উপর কাগজ নথীপত্র সাজানো রহিয়াছে ; চেয়ারে জেলার বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া লিখিতেছে। খানিক দূরে সুপারিনটেন্ডেন্টের চেয়ার টেবিল সাজানো রহিয়াছে।

(একজন সিপাহী প্রবেশ করিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল)

সিপাহী—এক বাবু মোলাকৎ করনে আয়া।

জেলার—(লেখা বন্ধ করিয়া) আনে দো।

(সিপাহী সেলাম দিয়া বাহির হইয়া গেল ও শঙ্কর প্রবেশ করিল)

শঙ্কর—নমস্কার, জেলার বাবু।

জেলার—নমস্কার, কি দরকার আপনার ?

শঙ্কর—একটু দরকারেই আপনার কাছে এলাম।

জেলার—আমার কাছে, না, সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের কাছে ? আপনাকে তো দু চারবার সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের কাছে আসতে দেখেছি।

শঙ্কর—না স্যর, আজ আপনার কাছেই এসেছি।

জেলার—তা' দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? (চেয়ার দেখাইয়া) বসুন না।

(শঙ্কর সামনের চেয়ারে বসিল)

তা' আপনার কি দরকার, শীগ্‌গির সেরে নিন্, জরুরী কাজ অনেক রয়েছে।

শঙ্কর—তবে আপনার বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। (অনুনয়ের ভঙ্গীতে) একটা অনুরোধ আমার রক্ষা করতে হবে। আপনার উঁচু মনের আভাস পেয়ে আপনার কাছে আসতে সাহস পেয়েছি।

জেলার—আপনি কি চান্ তাই এতক্ষণ বুঝ্‌তে দিলেন না। কি চান্, স্পষ্ট করে বলুন।

শঙ্কর—(একটু ইতস্ততঃ ভাবে) আজ্ঞে, এই—সমীরবাবু কেমন আছেন, সেই খবরটুকু যদি দয়া করে একবার আমায় দেন।

জেলার—(একটু আশ্চর্য্যভাবে) কেন, সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে। তাঁর কাছেই তো জান্‌তে পারেন।

শঙ্কর—দেখুন্, তাঁর কাছে সব কথা বল্‌বার বাধা আছে বলেই আজ আপনার স্মরণ নিয়েছি।

জেলার—কেন বলুন্ তো ?

শঙ্কর—(টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া ইতস্ততঃ ভাবে) দেখুন, সমীর বাবুর প্রতি তাঁর মনোভাব খুব ভাল মনে হয় না। আমিও এক সময় সমীরবাবুর প্রতি বিরূপ ছিলাম। তাই তাঁর মনোভাব জান্‌বার সুযোগ হয়েছিল। আর আজ আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মন নিয়ে সমীরবাবুর খোঁজ নিতে চাইছি। তাই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস্ কর্‌বার বা খবর নেবার সাহস হয় না। সমীরবাবুর মতো দেশসেবকের উপর অনেক অন্যায় করেছি। আপনার উদার মনের কথা লগন সিং-এর কাছে জেনে আপনার কাছে তাই সমীরবাবুর খবর নিতে এলাম, যদি প্রায়শ্চিত্ত এখনো কিছু কর্‌তে পারি।

(জেলার সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অসহিষ্ণুভাবে পায়চারী আরম্ভ করিল ও শঙ্কর হতভম্বের মতো তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিল)

জেলার—(পায়চারী করিতে করিতে সহসা থামিয়া) তবে আমি যা শুনেছিলাম—তা' যে সত্যি, তা' এখন বুঝতে পার্‌ছি।

শঙ্কর—কি শুনেছিলেন জেলারবাবু!

জেলার—(ঈষৎ উত্তেজিতভাবে) নিজের মনকেই সে কথা জিজ্ঞেস্ করুন না; আমায় জিজ্ঞেস করে কি কিছু লাভ আছে?

(পুনরায় জেলার পায়চারী করিতে করিতে) উঃ, আপনি সব পারেন। পেটের দায়ে নইলে আমরা চাক্‌রী কর্‌ছি। কিন্তু যা'রা দেশের রত্ন, যা'রা দেশের জন্য নিজেদের জীবনটাকে আহুতি দিচ্ছে, তাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার প্রবৃত্তি আসে কোত্থেকে,—এইটাই আমি ভেবে পাই না

শঙ্কর—(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জেলারের হাত ধরিয়া)

জেলারবাবু, আমায় আর লজ্জা দিবেন না। আপনি আমার অপ-কর্ম্মের পরিচয় কিছু পেয়েছেন তবে; এবার আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন্। আমার ভুল ভেঙ্গেছে জেলারবাবু! সে অনেক কথা; একদিন আপনাকে সব খুলে বল্‌বো। আজ শুধু বলুন, সমীরবাবু কেমন আছেন?

(জেলারের হাত ছাড়িল)

জেলার—(চেয়ার টানিয়া বসিয়া একটি ফাইল শঙ্করের দিকে ছুঁড়িয়া দিল) এই দেখুন্!

শঙ্কর—(চেয়ারে বসিয়া ফাইলের উপর চোখ বুলাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল)

ওঃ, তবে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব T. B-র রিপোর্ট দিয়েছেন। (নিজের দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া) উঃ, তবে আর কোন আশাই নাই, জেলারবাবু!

জেলার—(উৎসুকভাবে) কেন বলুন তো! রিপোর্টে তো Case-এর seriousness বিষয়ে কোন কিছু দেন্ নি; বরং রয়েছে—preliminary stage.

শঙ্কর—না, তা' দেন্ নি। কিন্তু আমি জানি—এই রিপোর্টের মানে কি। কেবল কালই আমার সুবুদ্ধি ফিরে পেয়েছি, জেলারবাবু। যদি একটু আগে আমার সুবুদ্ধি আস্‌তো—তবে সমীরবাবুকে হয় তো বাঁচাতে পার্‌তাম।

জেলার—এ কি বলছেন আপনি? সমীরবাবুর Case কি এতই serious?

শঙ্কর—(টেবিলে মাথা গুঁজিয়া) আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, জেলারবাবু!

জেলার—হুঁ, আমি এখন ব্যাপারটা সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার ধারণা ছিল—আমরাই বুঝি সব চেয়ে পাপী, যারা এই সব দেশের রত্নকে পেটের দায়ে অত্যাচার করে চলেছি। কিন্তু এখন দেখছি—আমাদের চেয়েও আরও সেয়ানা পাপী আছে।

শঙ্কর—তা' আমাকে যা' ইচ্ছা আপনি গালাগালি দেন্; আমি তাতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করবো না। তা' আমার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বলুন। কি উপায়ে সমীরবাবুকে রক্ষা করা যায়।

জেলার—এই রিপোর্ট আজই আমি authority-র কাছে পাঠিয়ে

দিচ্ছি ; আর আমি কি করতে পারি। আপনারা বাইরে থেকে দেখুন— যদি তাঁর release-এর কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

শঙ্কর—হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক। আজ আর আমার রাগ অভিমানের সময় নেই,—জেলারবাবু! সমীরবাবুর বাড়ীতে এ খবরটা দেওয়ার জন্ম ট্রেন ধরতে হবে। আসি এখন জেলার বাবু! নমস্কার!

জেলার—নমস্কার, আসুন্।

(শঙ্করের প্রস্থান)

(জেলার চিন্তান্বিত মনে খানিক বসিয়া পরে লিখিতে আরম্ভ করিল। দু তিন মিনিটের পর জেল সুপারিন্টেন্ডেণ্টের প্রবেশ। জেলার উঠিয়া সেলাম দিল ও সুপারিন্টেনডেণ্ট তাঁহার নিজ চেয়ারে বসিবার পর জেলার নিজ চেয়ারে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। সুপারিন্টেনডেণ্ট নিজ চেয়ারে বসিয়া ফাইলপত্র দেখিতে লাগিল)

(একজন সিপাহী সহসা প্রবেশ করিয়া জেলারকে সেলাম দিয়া দাঁড়াইল)

সিপাহী—চিট্ঠি সাব!

জেলার—ওঃ, ডাক এসেছে ?

সিপাহী—জী হুজুর।

জেলার—রেখে যাও।

(সিপাহী টেবিলের উপর চিঠির বাণ্ডিল রাখিল এবং জেলার একের পর এক চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল)

জেলার—(সহসা একটি চিঠি পড়িয়া জেল-সুপারিন্টেন্ডেণ্টের প্রতি) স্যর, সমীর হাজরার release order এসেছে। আজই তাঁকে release করতে হবে।

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট—কই দেখি! (জেলার চিঠি লইয়া সুপারিন্-টেন্ডেণ্টের টেবিলের নিকট গিয়া চিঠি দিয়া পুনরায় নিজ চেয়ারে বসিল ; সুপারিন্টেন্ডেণ্ট চিঠি পড়িতে লাগিল)

জেলার—(স্বগত) তাই তো। আজ হঠাৎ সমীরবাবুর মুক্তির আদেশ কেন হ'ল ? হয় তো পনেরোই আগষ্টের জন্য মহাপ্রভুদের এই দয়া ; এ দয়াটা যদি আর দু একমাস পূর্ব্বে দেখাতেন, তা হলে হয়তো আজ সমীরবাবুকে এই রকম ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরতে হ'ত না।

(প্রকাশ্যে) স্যর, এখনই কি সমীরবাবুকে release করে দেবেন ?

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—নিশ্চয়ই ; এই কোন্ হ্যায় ; সমীর হাজরাকো বোলাও ! (সিপাহীর প্রবেশ ও সেলাম)

না তোম্ যাও !

(সেলাম দিয়া সিপাহীর প্রস্থান)

(স্বগত) চাকরী রাখ তে হ'লে এবার তবে ভিন্ন পথে চল্‌তে হবে।

(জেলারের প্রতি) আমিই যাই, কি বলেন, জেলারবাবু ?

জেলার—নিশ্চয়ই স্যর আপনি গেলেই ভাল হয়। কারণ, সমীরবাবু তো আজ প্রায় তিনমাস নির্জ্জন 'সেল'-এ আটক আছেন। খবর কাগজ পর্য্যন্ত পড়তে পান্ না। বাইরের কোন খবর তাঁর কাছে যায় নি। তা ছাড়া এতদিন নির্জ্জন 'সেল'-এ থেকে মানসিক অবস্থাও কেমন আছে—বলা যায় না। সিপাহী পাঠালে যদি পনেরো আগষ্টের কথা বেফাঁস করে বসে—তবে উত্তেজনার মুখে হঠাৎ হার্ট ফেল কিম্বা একটা কিছু খারাপ তো হতে পারে। সে ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে ?

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—হ্যাঁ ; ঠিকই বলেছেন আপনি, আমিই যাই।

সুপারিন্‌টেনডেণ্টের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—জেলের অন্ধকারময় সেল্-কক্ষ। সম্মুখে জেল-প্রাঙ্গণ। সেলে সমীর একা ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। মুখে দারুণ চিন্তার ভাব—শরীর ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও অবসন্ন ; মুখ জোড়া চাপদাড়ি]

(বাহিরে গেটের তালা খোলার শব্দ ; সমীর হঠাৎ থামিয়া সেইদিকে তাকাইল)

(সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের প্রবেশ)

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—নমস্কার সমীরবাবু !

সমীর—নমস্কার, কি মনে করে সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব।

সুপারিনটেনডেণ্ট—বাহিরে চলুন, বলছি।

সমীর—কেন, এখানেই বলুন না। আজ তিনমাস আমি একটানা এই স্বর্গে বাস করছি। আর আপনি এক মিনিটও এখানে দাঁড়াতে পারেন না ?

সুপারিনটেনডেণ্ট—সে কথা হবে এখন সমীরবাবু ; চলুন, বাইরে যাওয়া যাক্।

সমীর—চলুন্।

(উভয়ে সেল্ হইতে বাহির হইয়া জেল-প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল)

সুপারিনটেনডেণ্ট—আপনার জন্য একটা সুসংবাদ এনেছি, সমীরবাবু।

সমীর—সুসংবাদ ? কিসের ?

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—আপনি মুক্ত ; এইমাত্র আপনার release order পেলাম ; আপনি এখনই যেতে পারেন।

সমীর—হঠাৎ এই অসময়ে মুক্তি ? কেন, কি হয়েছে ? ঠাট্টা করছেন না তো ?

সুপারিনটেনডেণ্ট—না সমীরবাবু, না। আপনারা আমাদের শুধুই কেবল ভুল বোঝেন। ঠাট্টা করবো কেন ? এই দেখুন না—আপনার release order.

(সমীর কাগজখানি হাতে লইল)

সমীর—(কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়া) release,—মন্দ নয়, (সুপারিন্‌টেনডেণ্টের দিকে তাকাইয়া) এখনই কি যেতে হবে ?

(কাগজটি সুপারিনটেনডেণ্টকে ফেরৎ দিল)

সুপারিনটেনডেণ্ট—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

সমীর—আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি ; চলুন।

সুপারিনটেনডেণ্ট—প্রস্তুত ? বলেন কি ? আপনার জিনিষপত্র কিছু নেবেন না ?

সমীর—না সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব, এখানকার কোন জিনিষই আমি নিতে চাই না। মুক্ত আকাশতলে এখানকার জিনিষ নিলে—মুক্ত আমাদের আবহাওয়া এখানকার তিক্ত স্মৃতিতে বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

সুপারিনটেনডেণ্ট—কি করবো সমীরবাবু, জেলের ভেতরকার আবহাওয়া যে ভাল নয়—তা' আমরাও বুঝি। আমরাও তো মানুষ ; কিন্তু দুটো ডালভাতের জন্য আমরা একেবারে গোলাম বনে গেছি। অত্যাচার যখন আমাদের করতে হয়, তখন মনে আমাদেরও লাগে ; কিন্তু আমরা নিরুপায়। আশা করি, আপনি এইটুকু বুঝে আমাদের ক্ষমা করে যাবেন,—যাওয়ার আগে।

সমীর—ক্ষমার কি আছে, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব। আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য করেছেন। চলুন, এবার যাওয়া যাক্। দেখা যাক্, এগারোটার গাড়ী পাওয়া যায় কিনা।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—চলুন্, এই নিন্ আপনার পথ-খরচ।

(সমীরকে টাকা দিল)

সমীর—আচ্ছা, নমস্কার। তবে যাই।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট—চলুন, জেল অফিস হয়ে আপনাকে জেলের বাহিরে এগিয়ে দিয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নিস্তব্ধ পল্লী অঞ্চল ; সময় সন্ধ্যা ; সমীরের গ্রাম্যবাটীর প্রাঙ্গণে সমীরের মা শাঁখ বাজাইয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসী-তলায় প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় সমীর প্রাঙ্গণে পা দিল]

সমীর—মা ! মা ! আমি এসেছি !

(সমীরের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'কে? কে?' বলিয়া আগাইয়া আসিলেন।)

আমি সমীর, মা !

(সমীর মায়ের পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইল)

সমীরের মা—কে, সমী' ? এসেছিস্ বাপ ! একি চেহারা হয়েছে ? সয়তানরা শরীরটা যে একেবারে শুষে খেয়েছে ! আয় বাবা ! আয় বুকে আয় ! (সমীর নত হইয়া মায়ের পদধূলি লইতে মা ছেলেকে বুকে টানিয়া লইলেন।) (স্বগত) ভগবান ! বিধবার একমাত্র বুকের মণি, তাও সয়তানদের সয় না।

সমীর—(মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া) অধীর হয়ো না মা ! এত অধীর হলে চল্‌বে কেন ? তুমিই তো আমায় দেশকে 'জননী' বলে ভাল-বাসতে শিখিয়েছো মা ! দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবার শিক্ষা দিয়েছো ! তোমার কি অধীর হওয়া সাজে মা ?

সমীরের মা—চল বাবা ! ভিতরে চল।

(সমীরকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সমীরের শয়ন কক্ষ ; সমীর ও মাতা খাটের উপর বসিয়া]

সমীরের মা—তুই একটু শুয়ে পড় বাবা ! তোর জন্য দুধ গরম করে আনিগে।

সমীর—না মা, দুধ পরে আনবে'খন। এখন তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি একটু শোব।

সমীরের মা—তা শো' বাবা! (সমীর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইল) কি শরীরই তোর হয়েছে বাবা! তোর অনশনের খবর পেয়ে আমি ও স্বপ্না দেখা করবার জন্যে দু'দিন জেল-গেটে ধন্না দিলাম। তবু সয়তানদের দয়া হ'ল না।

সমীর—(একটু মাথা তুলিয়া) স্বপ্নাও গেছলো মা?

সমীরের মা—হ্যাঁ বাবা, গেছলো! সে তো আমাকে কাছ-ছাড়া করেনি বাবা! তুই জেলে যাওয়ার পর থেকে ঠিক ছায়ার মত আমার পেছনে রয়েছে। এই আজ সকালেও এক মাইল পথ হেঁটে এখানে এসেছিল

সমীর—(চিন্তান্বিতভাবে) হুঁ! দেশ-সেবার অনেক কষ্ট! (খানিক থামিয়া) তুমি দেশমাতার কাজে আমায় সঁপে দিয়ে দুঃখ করো না মা।

সমীরের মা—না বাবা, দেশমাতার জন্যে তোকে সঁপে দিয়ে দুঃখ করব কেন? তবু যে পোড়া মায়ের মন বাগ মানে না সমী! কতো দুঃখের রাতে অন্ধকারের মধ্যে দেশমাতাকে মনে মনে বন্দনা করে বলেছি "মা তোমার পায়ে যেন আমার ছেলের এই রকম চিরকাল মতি থাকে! কতো মা তাদের পেটের সন্তানকে বলি দিয়েছে তোমার বন্দিনী-দশা ঘুচাবার জন্য; কতো হীরের টুকরো ছেলে গুলির মুখে লুটিয়ে পড়েছে 'বন্দেমাতরম্' বলে! আমার ছেলেকেও তার উপযুক্ত করে নাও মা!" এই রকম এক-মনে সাধনার পর যখনি তোর কোন অকল্যাণকর ছবি মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে, তখনই আবার আমার মনের ভিতরে কোমল নারী-প্রকৃতি জেগে উঠে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। পারিনি তাকে জয় করতে সমী! বিয়ে ত করলি নি বাপ! সন্তানের বাপ হলে বুঝতিস্, অপত্য স্নেহের কী জ্বালা!

(হঠাৎ সচকিত ভাবে) দেখ দেখি আমার কী ভোলা মন। তোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব কি—গল্পই জুড়ে দিয়েছি আপন মনে।

সমীর—(বাধা দিয়া) আঃ মা, তোমার কোলের মধ্যে মাথা দিয়ে শুয়েছি, আজ কতো কালের পর! আমাকে এম্নি করে শুয়ে থাকতে দাও মা আরও কিছু কাল। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা পরে হবে'খন।

সমীরের মা—তেম্নি এগগুঁয়েটি আছিস্ বাবা! আচ্ছা, শুয়ে থাক্ বাবা, শুয়ে থাক্। তা এত রাত্তিরে এলি যে! দিনের :গাড়ী ধরতে পারিস নি বুঝি ?

সমীর—তা কেন পারবো না মা! দিনের গাড়ীতেই এসেছিলাম। দু' একজন পরিচিতকেও দেখলাম! কিন্তু আমার মুক্তি এত অপ্রত্যাশিত, দাঁড়ি, গোঁফ, আর ভাঙ্গা স্বাস্থ্যে আমার চেহারা এত বদ্‌লে গেছে যে, তারা আমায় দিনেই চিনতে পারলে না। আমিও ভাবলাম, আগে আমার মায়ের কাছে যাবো, তারপর আমার মুক্তির সংবাদ সকলের কাছে যাক্। তাই আর কাউকে ধরা না দিয়ে গ্রামের ষ্টেশনে পৌঁছে দু' ঘণ্টা ষ্টেশনের বাইরে ফাঁকা বটতলায় বসেছিলাম সন্ধ্যের অপেক্ষায়। সেই বটতলা মা, যেখানে পুলিশের লাঠিতে আমি রক্তাক্তদেহে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। চোখ মেলে দেখি তুমি আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছো, আর তোমার সারা কাপড় রক্তে ডুবে গেছে।

সমীরের মা—ষাট বাছা—সে কথা এখন থাক্।

সমীর—আচ্ছা মা থাক্! হ্যাঁ, তারপর যখন সন্ধ্যে হয়ে এল, তখন ধীরে ধীরে উঠে গাঁয়ের পথ ধরে দু'টি মাইল হেঁটে এলাম। অবিশ্যি রাস্তায় দু' চারবার বসতে হয়েছে। বেশী হাঁট্‌তে পারি না মা, দশ মিনিট হাঁট্‌লেই যেন হাঁফিয়ে পড়ি, দম বন্ধ হয়ে আসে।

সমীরের মা—বেশী কথা বলিস নি বাছা, একটু চুপ করে শুয়ে থাক্। একটু দুধ গরম করে নিয়ে আসি। কেউ তো নেই বাছা!

শ্যামলীর মা বেতন না পেয়েও ছ'মাস আমার কাছে ছিল। কিন্তু তার অভাব দেখে আমিই এক রকম তাকে জোর করে ছাড়িয়েছি। আমি দুধ নিয়ে আসি সমী!

সমীর—না মা থাক্! তুমি এখন আমাকে মোটেই ছেড়ে যেও না; আমার যেন কেমন করছে—আমার দুর্ব্বল মাথার মধ্যে শতসহস্র চিন্তা পাক খেয়ে কেমন যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন কেমন ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ছি।

সমীরের মা—ছি বাবা! কী যে অকল্যাণের কথা বলিস্! আচ্ছা তুই স্থির হয়ে শো', আমি যাব না কোথাও।

সমীর—একটা ঘুমপাড়ানী গান গাওনা মা! আমি একটু ঘুমুবো। এতদিন পর তোমার কোলে মাথা রেখে আমার চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছে। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও সহস্র চিন্তার জাল মাথার ভিতর পাক্ খেয়ে ঘুমকে ঠিক আসতে দিচ্ছে না। তাই বলছি মা, একটা ঘুম পাড়ানি গান গাও।

সমীরের মা—শোন পাগল ছেলের কথা! এই বয়সে ঘুম পাড়ানি গান শুনে তোর ঘুম আসবে?

সমীর—আঃ কী যা-তা বলো মা! আমি কি তোমায় সেই দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর ঘুমপাড়ানি গান গাইতে বলছি মা! সেই গানটা গাইতে বলছি—যেটা সুস্বপ্নাকে শিখিয়েছি। যে গানের সুর শুনতে শুনতে আমার দলের বাদল সুবীর চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল—পুলিশের গুলির আঘাতে। সেই ঘুমপাড়ানী গানটা গাও না মা! সে গানটা শুনতে বড্ড ভাল লাগে! আমার রক্তে যেন আগুনের হল্কা জলে উঠে।

(রত্নার প্রবেশ)

রত্না—মা, দিদি পাঠিয়ে দিলে তোমার খবর নিয়ে যেতে। আজ দিদির একটু শরীর খারাপ, তাই এ বেলা আর আসতে পারে-নি।

সমীর—কে মা?

সমীরের মা—স্বপ্নার বোন রত্না!

রত্না—আরে—সমীরদা' কখন এলেন? কী যে চেহারা হয়েছে, চেনাই যায় না। খবরটা তো এখনি দিদিকে দিতে হয়!

(ফিরিতে উদ্যত)

সমীরের মা—(রত্নার প্রতি) রত্না, একটু দাঁড়া! সেই গানটা গেয়ে যা' তো—যেটা তোর দিদির কাছে শিখেছিস্। সেই 'ঘুমিয়ে পড়ো মায়ের কোলে।'

রত্না—এখনও যে ভাল শেখা হয় নি কাকীমা!

সমীর—ভারী যে দুষ্টু হয়েছিস্, শীগ্‌গির গা বলছি।

রত্না—কেন, হুকুম নাকি?

সমীর—হ্যাঁ, হুকুমই তো!

রত্না—বেশ গাইছি। গান খারাপ হলে দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু! (রত্না গান ধরিল)

গান

ঘুমিয়ে পড়ো মায়ের কোলে
মাদল বাজে ওই;
গুলির মুখে জীবন দিয়ে
হ'বি রে আজ জয়ী!
মরণ জয়ের তোরাই সেনা
ভয় কারে কয় নাইকো জানা
তোদের বুকের রক্ত ধারায়
মুক্তি আসে ঐ।

তোদের বুকে খুন জাগে যা'
মায়ের পায়ে ফুল!
ফুল ফোটাতে ফুল ঝরে তো
দুঃখ করাই ভুল!
জীবন ফুলে ঝরলো বটে
রক্তজবা ঐ তা' ফোটে
রণাঙ্গিণী মা আমাদের
হাসছে বরাভয়ী!

(গান শেষ করিয়া) আমি এখন আসি কাকীমা! সমীরদা'র আসার খবর দিদিকে দিতে দেরী হলে দিদি ভীষণ বক্‌বে।

সমীরের মা—(রত্নার প্রতি) আচ্ছা, তুই যা। (রত্নার প্রস্থান) (সমীরের প্রতি) সমা, ও সমী! সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লি গান শুনে! (মাথাটা বালিশের উপর রাখিয়া) এই ফাঁকে একটু দুধ গরম করে আনিগে যাই। (মায়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

[সমীরের গৃহের বহির্দ্বার। সময়—প্রাতঃকাল। সমীরের বন্ধু তপন ও অনিল দরজায় ধাক্কা দিতেছে।]

তপন—সমীরদা, ও সমীরদা'। (সমীরের মার দরজা খুলিয়া প্রবেশ) সমীরদার আসার খবর কাল রাত্রে আমাদের দাওনি কেন কাকীমা?

সমীরের মা—কি করে খবর দিই বাবা! ত'ার যা' শরীরের অবস্থা! সন্ধ্যায় আসার পর হতেই আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চায় নি। সেবা শুশ্রূষাতেই অনেক রাত হয়ে গেল।

অনিল—চলুন কাকীমা, সমীরদার কাছে যাই।

সমীরের মা—কিন্তু আর একটু অপেক্ষা কর বাবা! সমী এখনও ঘুম হ'তে উঠেনি। যা শরীরের অবস্থা হয়েছে, দেখলে চিনতে পারবে না, বাবা। কাল রাত্রিতে অনেক কথা বলেছে, বড় দুর্বল! তাই আর একটু প'রে ডাকব—কেমন?

অনিল—আমাদের যে আর দেরী সইছে না কাকীমা। কতকাল সমীরদাকে দেখিনি। সেবারে জেলগেটে দু' ঘণ্টা গিয়ে আমরা ধন্না দিলাম—যেবার অনশন করে। তবু দেখা করার অনুমতি মিললো না। চল কাকীমা, সমীরদার ঘরেই যাই।

সমীরের মা—তবে তাই চল বাবা!

(বন্ধুগণ সকলে দরজার ভিতর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[সমীরের শয়ন কক্ষ—সমীর নিদ্রায় মগ্ন। অনিল, তপন ও সমীরের মা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

তপন—ইস্, এ কী চেহারা হয়েছে, কাকীমা, সত্যিই যে সমীরদাকে চেনা শক্ত হয়ে পড়েছে।

অনিল—চুপ, আস্তে; আমরা একটু স্থির হয়ে বসি, ঘুম না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত।

সমীরের মা—তোমরা বস বাবা, আমি একটু তোমাদের জল খাবারের ব্যবস্থা করি। (প্রস্থান)

তপন—পনেরোই আগষ্টের এখনো ঠিক পনেরো দিন বাকী। স্বাধীনতা উৎসব সমীরদাকে নিয়ে বেশ ভালই হবে।

অনিল—আমি তাই ভাবছিলাম, সমীরদাকে এখনও ছাড়লে না কেন? (সমীর পাশ ফিরিল)

তপন—চুপ, চুপ সমীরদা' এবার পাশ ফিরছে।

সমীর—কে ?

অনিল ও তপন—(সমস্বরে) এই আমরা এসেছি সমীরদা !

সমীর—(সহসা উঠিয়া বসিয়া) আরে তোরা কখন এলি ? আমায় ডাকিস নি কেন ?

তপন—কি করে ডাকি সমীরদা, যা তোমার চেহারা হয়েছে।

সমীর—(স্মিতমুখে হাসিয়া) ওঃ, এই কথা ! আরে বৃটিশের কারাগার কি জামাই-বাড়ী ! সেখানে দেশের যত নির্ভীক যুবকদের রক্ত শোষণ করে নেয় তিলে তিলে—যেমন তেলের ঘানিতে তেল নিঙড়ে শেষে ছিব্‌ড়েগুলো ফেলে দেওয়া হয়। দেশ-সেবা ব্রত নিয়ে কাজে নেমেছি ভাই ; তার জন্যে দুঃখ করলে চ'লবে কেন ? তা' তোরা সব কেমন আছিস্ বল্।

অনিল—তোমাকে তা'হলে পনেরোই আগষ্ট উপলক্ষে ছেড়েছে সমীরদা ?

সমীর—(বিস্মিত স্বরে) পনেরোই আগষ্ট। কিসের পনেরোই আগষ্ট !

তপন—পনেরোই আগষ্ট জাননি সমীর'দা ? তুমি যে অবাক কর্‌লে !

সমীর—না কিছুই জানিনা তো ! কেন, কি হবে পনেরোই আগষ্ট !

অনিল—পনেরোই আগষ্ট যে ভারত স্বাধীনতা পাচ্ছে !

সমীর—(হাততালি দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া) অ্যাঁ, তাই নাকি ? কে বললে তোদের এই কথা ?

অনিল—কেন, এ-কথা তো সকলেই জানে। সরকার তো জানিয়ে দিয়েছে ; তুমি জান না,—কি আশ্চর্য্য !

সমীর—আমি যে নির্জ্জন সেল-এ বন্দী ছিলাম, জানবো কি করে ? বল 'বন্দেমাতরম্'।

সকলে—'বন্দেমাতরম্'

সমীর—"জয়হিন্দ"

(সমীর বিছানার উপর বসিয়া উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

সকলে—'জয় হিন্দ'

(সমীরের মার প্রবেশ)

সমীরের মা—(সমীরের উত্তেজিতভাব লক্ষ্য করিয়া) কি হয়েছে? এমন করে কাঁপছিস্ কেন, বাবা?

তপন—সমীরদা', ও সমীরদা', এমন করছো কেন? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো!

(সকলে ধরা-ধরি করিয়া সমীরকে শোয়াইতে চাহিল)

সমীর (বাধা দিয়া) না, না, তোরা আমায় আর শোয়াসনি। আমার এই কঙ্কালসার শরীরে যেন আমি মত্ত হস্তীর বল ফিরে পেয়েছি! দেখছিস না, আমার সেই বলিষ্ঠ হাত আজ কি অবস্থা হয়েছে। তবু এর নীল শিরাগুলো যেন ঠিকরে বেরুতে চাইছে। এই শীর্ণ হাতেই আমি জাতীয় পতাকা বয়ে নিয়ে চলবো—সকলের আগে। (মায়ের প্রতি) মা, তুমি আমায় এই খবর দাও নি কেন, কাল?

সমীরের মা—কি করে দিই বাবা! তোর শরীরের অবস্থা দেখেই আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। তা ছাড়া, তুই যে এ খবর জানিস নি—তা' আমি কেমন করে জানব বল্!

সমীর—ও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—কেন আমায় জেল হতে মুক্তির সময় এত কৈফিয়ৎ, এত অনুনয় বিনয়! বুঝতে পেরেছি আমার মুক্তির কারণ। (মায়ের প্রতি) মা, তাহলে যে আর এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের সময় নেই। অনেক কাজ এখনও বাকী। কি করে ভারতের স্বাধীনতাকে বরণ করি, তা দেখবার জন্য স্বর্গগত শহীদের দল একদৃষ্টে

আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে মহীয়সী নারী মাতঙ্গিনী হাজরার অস্পষ্ট রূপ—যিনি জাতীয় পতাকা হাতে গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে এগিয়ে আসছেন এই দিনটাকে বরণ করে নেবার জন্য।

অনিল—সমীরদা তুমি এত অস্থির হয়ো না। তোমার দুর্ব্বল শরীরে এত অস্থির হওয়া ঠিক হবে না। তুমি স্থির হও! তোমার কথা মত আমরা সব ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি।

সমীরের মা—আমার কেমন ভাল মনে হচ্ছে না! ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিই!

অনিল—তাই দিন কাকীমা!

(সমীরের মায়েব প্রস্থান)

সমীর—আরে না, না, তোরা যে কি বলিস। আমার এই তুচ্ছ শরীরটাকে রক্ষা করার জন্যেই কি এতদিন দেশের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছি? পুলিসের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছি? বাদল ও গণেশকে এইভাবে মৃত্যুর সামনে ঠেলে দিয়েছি? মনে পড়ছে, বাদল তার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, "সমীরদা, আমি চল্লাম। দেশের স্বাধীনতা আসবে! সেই দিনই শুধু আমার কথা স্মরণ করো। তার আগে নয়।" আর আজ সেই স্বাধীনতার দিন আসচে, আমি আমার এই তুচ্ছ শরীরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব! না না—তোরা আমায় একটু সাহায্য কর্—আমি সারা গ্রামখানা এখনি ঘুরে আসতে চাই। (সমীর ধীরে ধীরে খাট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল)

তপন—না না—সমীরদা, তুমি উঠো না। এই দুর্ব্বল শরীরে এমন উত্তেজনার মাঝে আমরা তোমায় নিয়ে যাবো না।

সমীর—কি যে যা-তা বকিস্! চল্, চল্, বেরিয়ে পড়ি! বল 'বন্দেমাতরম্'।

অনিল ও তপন—'বন্দেমাতরম্'

(সহসা সমীর খক খক করিয়া কাসিয়া উঠিল ও তার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল।)

অনিল ও তপন—একি, একি! এ যে রক্ত, কাকীমা কাকীমা।

(সমীরের মা'র প্রবেশ)

সমীরের মা—কি বাবা। কি হল।

তপন—সমীরদা'র মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল কাকীমা।

সমীরের মা—অ্যাঁ! তাই নাকি! হায় ভগবান! শুয়ে পড়, সমী, শুয়ে পড়! (সকলে ধরিয়া সমীরকে শোয়াইল; সমীর উত্তেজনায় শ্রান্তিতে হাঁপাইতেছে।)

অনিল—আমি ডাক্তার বাবুকে একবার ডেকে আনি এখনি!

সমীরের মা—হ্যাঁ বাবা, শীগগির যাও; আমায় তো বল্লেন, এখনি আস্বেন।

(অনিলের বহির্গমন)

(সমীরের মা চোখে অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল)

সমীর—(শান্তভাবে) বৃথাই তোমরা চেষ্টা করছো! আমি জানি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তবু দুঃখ নেই। দেশকে স্বাধীন দেখে যাওয়ার জন্য কয়টা দিন বেঁচে থাকতেই হবে। (মায়ের প্রতি) তুমি কেন চোখের জল ফেলছো মা! এতে যে দেশমাতার অকল্যাণ হবে মা! বাদলও তো তোমার ছেলে ছিল। গনেশও তো তোমার ছেলে ছিল। কেবল এক মায়ের পেটে না জন্মালে কি ছেলে হয় না মা; তুমিই ত বলেছ মা, যারা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে, সকলেই তোমার ছেলে। আমি, গণেশ, বাদল একসঙ্গে ত তোমার চরণ বন্দনা করে বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লবে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। একটুর জন্য গুলি আমায় না বিঁধে তাদের দুজনকে বিঁধ্‌লে—আজ তারা যে

আমার দিকে তাকিয়ে আছে মা—আমি কি করে তাদের আত্মদানের মর্য্যাদা রক্ষা করি তা' দেখবার জন্যে।

সমীরের মা—জানি বাবা, সব জানি! তুই চুপ কর্! আমি আর চোখের জল ফেলবো না। আর বেশী কথা বলিস্ নি। আবার রক্ত উঠবে'খন।

সমীর—তবে আমাকে তোমরা বাহিরে যেতে দেবে না এখন?

তপন—তুমি একটু স্থির হও, সমীরদা'! ডাক্তারবাবু এসে দেখে যান। তারপর বাইরে যেও।

(ধীর পদক্ষেপে সুস্বপ্না প্রবেশ করিল ও সমীরের পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল।)

সমীর—(মাথা তুলিয়া) কে?

সুস্বপ্না—আমি স্বপ্না সমীরদা'।

সমীর—তুমি কখন এলে স্বপ্না?

সুস্বপ্না—আমি এখনি এসেছি সমীর দা! (সমীরের মায়ের প্রতি) সমীরদা' শুয়ে কেন কাকীমা?

(সমীরের মা ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিল)

সমীর—সামনের দিকে এস স্বপ্না।

(স্বপ্না সমীরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।)

সুস্বপ্না—একি চেহারা হয়েছে সমীরদা!

(অনিলের প্রবেশ)

অনিল—ডাক্তারবাবু এসেছেন কাকীমা।

সমীরের মা—ভিতরে নিয়ে এস বাবা!

(অনিল বাহিরে গেল)

সুস্বপ্না—(সমীরের মায়ের প্রতি, চাপাস্বরে) ডাক্তার কেন কাকীমা। সমীরদা'র কী হ'ল?

সমীরের মা—(চাপা স্বরে) মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো, মা !

সুস্বপ্না—(ভীতস্বরে) রক্ত উঠলো !

(ডাক্তারকে লইয়া অনিলের প্রবেশ)

ডাক্তার—(সমীরকে দেখিয়া) সমীরবাবুর চেহারার এই অবস্থা হয়েছে !

সমীর—ভাল আছেন, ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার—ভাল আছি সমীরবাবু ! কিন্তু আপনি যে শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে এনেছেন। আপনি একটু স্থির হোন ! আমি দেখি একবার।

সমীর—কি দেখবেন ডাক্তারবাবু ! আমি জানি আমার থাইসিস্ হয়েছে। জেলখানায় যখন নির্জ্জন সেলে ছিলাম তখনই বুঝতে পেরে-ছিলাম। কিন্তু জানাই নি কাউকে। কারণ, জানিয়ে কোন ফল হত না।

ডাক্তার—কেন জানান নি ; ভারী অন্যায় করেছেন। আচ্ছা আপনি চুপ করুন, আমি বুকটি একটু দেখি।

সমীর—দেখুন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা ডাক্তারবাবু, রোগ আপনার ডাক্তারি শাস্ত্রের বাইরে চলে গেছে !

(স্টেথাস্কোপ সাহায্যে বুক ও পিঠ পরীক্ষা করিয়া)

ডাক্তার—(বন্ধুদের প্রতি) আপনারা একবার বাইরে আসুন। (সমীরের মায়ের প্রতি) আপনিও আসুন।

সমীর—তবে তোমরা আমায় এখন বাইরে নিয়ে যাবে না ?

অনিল—হ্যাঁ, নিয়ে যাবো সমীরদা'। তবে ডাক্তারবাবু কি বলেন—শুনে আসি।

(ডাক্তার, সমীরের মা ও বন্ধুদের বহির্গমন)

সমীর—স্বপ্না।

সুস্বপ্না—কি বলছেন, সমীরদা।

সমীর—না, এমনিই ডাকছিলাম।

সুস্বপ্না—বলুন না, সমীরদা কি বলছিলেন।

সমীর—বলবার যে অনেক কিছুই ছিল স্বপ্না; কিন্তু তার সময় বুঝি আর মিললো না।

সুস্বপ্না—না, না, একথা বলবেন না—বলুন কী বলতে চান!

সমীর—(সুস্বপ্নার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে লইয়া) তুমি এবার বিয়ে কর স্বপ্না! তোমার জীবনে আমি ঠিক অভিশাপের মতই এসেছিলাম; তাই—

সুস্বপ্না—তাই, তাই কি! সমীরদা বলো, বলো, থামলে কেন? আমি তোমার,—আপনার নিজের মুখেই শুনতে চাই সে কথা।

সমীর—সে কথা থাক, 'তুমি' বলে, আবার 'আপনি' বল্লে যে—

সুস্বপ্না—ভুল করে ফেলেছিলাম, সমীরদা!

সমীর—এ ভুল কি তুমি একাই করেছ স্বপ্না! আমিও যে এ ভুলের জন্য জ্বলে পুড়ে মরছি।

সুস্বপ্না—কি ভুল সমীরদা', বলো, বলো!

সমীর—বলবো? কিন্তু বলে কি আজ আর কোন লাভ আছে, স্বপ্না! মিছে তোমায় বিব্রত করা।

সুস্বপ্না—না সমীরদা বলতেই হবে তোমায় একথা! এতখানি যখন বলেছো, তখন সব কথা তোমায় আজ বলতেই হবে।

সমীর—ভেবেছিলাম, দেশসেবা ব্রত উদ্‌যাপনের পর যদি অবসর মেলে, কেবল সেইদিনই তোমায় ঐ কথা জানাবো। জানাবো ঠিক নয়! আমার প্রার্থনা নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াবো! কিন্তু সময় বোধ হয় আর মিললো না।

সুস্বপ্না—না, না, ও অলক্ষুনে কথা আর তুমি বোলো না।

সমীর—আচ্ছা বলবো না। তুমি একটি গান শুনাবে স্বপ্না।

সুস্বপ্না—কিন্তু তোমার এই স্বাস্থ্য দেখে আমার বুকের রক্ত যে শুকিয়ে গেছে! গান যে আর মনে আসছে না সমীরদা।

সমীর—আসবে, স্বপ্না, আসবে! এত অধীর হলে তো আমাদের চলবে না। গুলির মুখেও আমাদের হাত ধরাধরি করে হাসিমুখে গান গেয়ে যেতে হবে, আমরা যে মৃত্যুঞ্জয়ীর দল! আমার শিক্ষা কি এত শীগ্‌গির ভুলে গেলে স্বপ্না!

সুস্বপ্না—না না সমীরদা, তা ভুলবো কেন? তবে আপনার নিজের অসুখ কিনা, তাই।

সমীর—(ধমকছলে) আবার 'আপনি'।

সুস্বপ্না—(মুচকি হাসিয়া) আচ্ছা বেশ, 'তুমি'।

সমীর—দেশের জন্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যখন গান গাইতে পারো, তখন আমার অসুখেই বা গাইতে পারবে না কেন? আমি কি দেশের চেয়ে বড়?

সুস্বপ্না—না সমীরদা, তা নয়, তবে—

সমীর—থাক্, তর্ক আজ আর আমি করবো না। গান ধরো—

সুস্বপ্না—কি কথা বল্‌বে বলেছিলে, বল্‌লে না?

সমীর—আর এক সময় বলবো; এখন গান শুনাও।

সুস্বপ্না—কোন গানটি, সমীরদা?

সমীর—তুমি যেদিন প্রথম পরিচয়ে মাথা লুটিয়ে আমায় প্রণাম করলে—তোমার খোঁপার দুটি ফুল খসে পড়েছিল, মনে আছে?

(সুস্বপ্না মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল)।

সমীর—সেই প্রথম পরিচয় উপলক্ষে যে গানটা লিখে আমি তোমায় উপহার দিয়েছিলাম, সেই গানটাই শোনাও!

সুস্বপ্না—কাকীমা যদি এসে পড়েন?

সমীর—তা আসুন, ক্ষতি কি? তুমি গাও।

স্নুস্বপ্না—(সমীরের মাথার নিকট শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গান ধরিল)

গান

এ কি ভুল!
খোঁপা হতে খসে পড়া
দুটি রাঙা ফুল!
এ কি ভুল!
অমারাতে ঝিলিমিলি
তারকার ফুল
ছুটে আসে মাটি-টানে
আলোকে অতুল;
তাও তবে ভুল!
রঙিন, মদির-নেশা,
মনে যা' তুলে,
হেথা হোথা ফেলি তাই
মনের ভুলে;
শিউলি সে ফুলবালা,
রাতে মশগুল!
চকিতে পালায় ভোরে
ফেলে যায় ফুল!
এ কি ভুল।

বকুলের এলো খোঁপা
ফুলের তারা—
ঊষার আঁচলে খুলি'
লাজ-হারা,

ছোঁয়া তা'র অন্তরে
ফুটালো যে হুল
ব্যথার টনকে লুট
চরণে রাতুল
এ কি ভুল!
যদি সে গো ভুল হয়—
তবু তা' প্রিয়!
ভুলাবারে সে ভুলেরে
কভু না চেও।
নয়ন মেলিল ভুলে
খোঁপা-খসা ফুল!
আকুল পরাণ মম
সুরভি আকুল!
ভুল, ভুল, ভুল—
হয় যদি ভুল তাহা
হোক্ না সে ভুল!
তবু তা অতুল!
এ কি ভুল!

(গানের মধ্যে সুস্বপ্নার খোলা চুলগুলি সমীর হাতে লইয়া খেলা করিতে লাগিল)

সুস্বপ্না—(গান শেষ করিয়া) কাকীমা অনেকক্ষণ গেছেন। একবার দেখি তিনি কি করছেন!

সমীর—এস! (বলিয়া ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।)

(সুস্বপ্নার প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সমীরের শয়ন কক্ষ। সময়—সকাল; সমীর রোগশয্যায় শায়িত রহিয়াছে ও সমীরের পায়ের দিকে সুস্বপ্না নত মস্তকে বসিয়া রহিয়াছে।]

(সমীরের মায়ের প্রবেশ)

সমীরের মা—সমী কি জেগেছে স্বপ্না ?

সমীর—কেন মা ?

সমীরের মা—এক ভদ্রলোক তোর সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখা করা নাকি তাঁর ভয়ঙ্কর দরকার ! আগেও দু'দিন এসেছিলেন। ঘুরিয়ে দিয়েছি তোর অসুখের কথা বলে। আজ সকাল হতে আবার এসে বসে আছেন।

সমীর—তা' মা নিয়ে এস না ! ক্ষতি কি !

সমীরের মা—তবে ডেকে দিই ;

(সমীরের মায়ের প্রস্থান ও খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া শঙ্কর বোসের প্রবেশ ; শঙ্করকে দেখিয়াই সুস্বপ্নার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তার বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য বিস্ময়ের ভাবও ফুটিয়া উঠিল)

শঙ্কর—(সুস্বপ্নার বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া) সুস্বপ্নাদেবী, আমায় দেখে বিরূপ হবেন না—মানুষ কি তার অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ার সুযোগ পাবে না। বিশেষতঃ সমীরবাবুর মত ত্যাগী দেশ-সেবকের—

সুস্বপ্না—(নিজেকে সামলাইয়া) না, না, তা কেন ; বেশ তো, আসুন না—

(সমীর কিছু বুঝিতে না পারিয়া উভয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল।)

শঙ্কর—(সমীরের প্রতি) সমীরবাবু, আমার নাম 'শঙ্কর বোস'। আমার সব পরিচয়ই সুস্বপ্নাদেবীর কাছে পাবেন। আমি আপনার কাছে ঘোরতর অপরাধী। আমায় ক্ষমা করবেন সমীরবাবু! (এই বলিয়া সমীরের নিকট হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।)

সমীর—(বিব্রতভাবে) আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর—আপনি তখন জেলে ছিলেন সমীরবাবু। আমি তখন পাষণ্ডের মতো আপনার প্রতি ব্যবহার করেছি। সুস্বপ্নাদেবীর কাছে সব জানবেন! আপনার কাছে ক্ষমা না পেলে যে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না সমীরবাবু! বলুন আমায় ক্ষমা করলেন!

সমীর—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যারা দেশ-সেবার কাজ নিয়েছে—তাদের কাছে কেউ অপরাধী থাকে না। তবু আমি ঐ কথা বললে যদি আপনি মনে শান্তি পান তবে আমি বলছি, যদি কোন অপরাধ করেও থাকেন, তা' ক্ষমা করলাম।

শঙ্কর—সমীরবাবু, আপনি এত মহৎ; কিন্তু আপনাকে বড্ড দেরীতে চিনতে পারলাম। পূর্ব্বে জানবার সৌভাগ্য হ'লে হয় তো—

সমীর—হয় তো—কি শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—হয় তো আপনার এই অবস্থায় পড়ার হাত হতে রক্ষা করতে পারতাম।

সুস্বপ্না—শঙ্করবাবু, যা হবার তা' হয়েছে। তা' আমরা আজ জানতে চাই না। এইটুকুন্ আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ যে,—আপনি আজ দেশকে চিনেছেন।

শঙ্কর—হ্যাঁ, সুস্বপ্নাদেবী! আমি আজ নতুন মানুষ! শঙ্কর বোস—ঘুষখোর আবগারী দারোগা আজ মরে গেছে।

সমীর—শুনে খুসী হলাম, শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—আসি এখন সমীরবাবু; আসি সুস্বপ্না দেবী (উভয়কে নমস্কার)

সুস্বপ্না—আসুন।

(উভয়ে শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিল)

(শঙ্করের প্রস্থান)

সমীর—(সুস্বপ্নার প্রতি) ব্যাপারটা তো কিছু বুঝলাম না! কে এই ভদ্রলোক? কেন ক্ষমা চান্?

সুস্বপ্না—সে অনেক কথা; সে সব শুনে আপনার এখন দরকার নাই। অনিলবাবুর কাছে পরে সব জান্‌বেন।

সমীর—তবে থাক্—

(সমীরের মায়ের প্রবেশ)

সমীর—মা, বেলা অনেক হ'ল। অনিল, তপন ওরা এখনও এল না কেন? পনেরোই আগষ্টের আর মাত্র কয়দিন বাকি। গানটার রিহার্সেল দেওয়ার জন্য আজ দু'দিন বলছি; তবু গ্রাহ্য করে না আমার কথা।

সমীরের মা—বাবা, ডাক্তার বাবু বলেছেন—মানসিক উত্তেজনা যেন কিছু না হয়—তাই আমিই তাদের ঠেকিয়ে রেখেছি! গানের রিহার্সেল ঠিকই চলেছে। কিন্তু তোর সামনে গানের রিহার্সেল হলে—পাছে তুই উত্তেজিত হোস্—

সমীর—(অসহিষ্ণুভাবে মাথা তুলিয়া) আঃ তুমি কি বলছো মা! ডাক্তারবাবু তবে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থেকে আমায় স্বাধীনতার গান শুনতে দিচ্ছে না। কি হবে আমার ওষুধ খেয়ে—আমি খাব না তোমাদের দেওয়া ওষুধ। আমি অনশন করেই এই বাড়ীতে মরবো, মরবার সময় হরিনাম না শুনলে কি ধার্ম্মিকের মনে শান্তি হয় মা! তেমনি আমার প্রাণ যে স্বাধীনতার গান শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে মা!

স্বাধীনতার গান না শুনে গেলে যে আমার আত্মার মুক্তি হবে না মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওদের ডাকো, আজ আমার ঘরেই গানের রিহার্সেল হবে ; কি মা—কথা কইছ না যে— !

সমীরের মা—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তবে তাই হোক্ বাবা—যাইগে খবর দিয়ে আসি।

সমীর—হ্যাঁ, মা শিগ্‌গির যাও—যেন মোটেই দেরী না করে—

(সমীরের মায়ের প্রস্থান)

সমীর—স্বপ্না—তোমাকেও গাইতে হবে।

সুস্বপ্না—আমার তো গানটা তৈরী হয়েই গেছে।

সমীর—বাঃ রে—সে কথা তো তুমি কই বলনি আগে—

সুস্বপ্না—ঐ যে কাকীমার কাছে শুনলেন ডাক্তারবাবুর বারণ আছে।

সমীর—ওঃ তাহলে তুমিও ঐ দলে।

সুস্বপ্না—কি যা তা বলছেন সমীরদা ?

সমীর—বেশ তবে গান শোনাও !

(সমীরের মা, তপন, অনিল ও অন্য স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রবেশ)

সমীর—তোরা এসেছিস সব। শীগ্‌গির রিহার্সেল আরম্ভ কর। রোজ আমার ঘরেই তোদের গানের মহড়া বসবে ! নইলে আমি এই ঘরেই অনশন করবো।

তপন—সমীরদা' তুমি স্থির হও। তাই হবে ! কিন্তু ডাক্তারবাবুর বারণ—

সমীর—আঃ আবার সেই ডাক্তারবাবু। যখন পুলিসের বন্দুকের গুলির সামনে নতজানু হয়ে সমীর হাজরা বুক পেতে দিয়ে অনুনয় জানিয়েছিল চাকরী ছাড়তে,—নয়তো গুলি করতে, তখন কোথায় ছিল তোদের এই ডাক্তারবাবু ? আর আজ ! আমি ভাগ্যদোষে শয্যাশায়ী

বলে তোরা আমার অসহায় অবস্থা দেখে আমায় দেশসেবা হতে বঞ্চিত করতে চাস্ (উত্তেজনায় সমীর হাঁপাইতে লাগিল ও ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

অনিল—না না সমীরদা'—এ তুমি কী বলছো—উত্তেজনার বশে। আচ্ছা তুমি স্থির হও, আমরা রিহার্সেল আরম্ভ করি—

সমীর—হ্যাঁ তাই কর—স্বপ্না তুমিও গাও।

(স্বপ্না, অনিল, তপন ও স্বেচ্ছাসেবকদল গান আরম্ভ করিল।)

গান

শহীদ্ রক্তে রাঙা মাটি ভেদি'
উদিছে স্বাধীন-সূর্য্য
ওরে তোরা আজ বাজারে দামামা
বাজা জয়ভেরী তূর্য্য।
উদয় অচলে অরুণ শিখায়
চেয়ে দ্যখ্ সবে ঐ দেখা যায়—
লুপ্তবীরের দৃপ্ত সেনানী
পূর্ণ-গরিমা বীর্য্য।

তিলক জেগেছে, জেগেছে চিত্ত
জেগেছে সুভাষ, পূর্ণ-বিত্ত
বীর লাজপৎ,—উন্নত-শির
ভারত,—মেদিনী পূজ্য !
আজাদ বাহিনী, বিপ্লবী দল
ক্ষুদিরাম, চাকী, হাসে খল্ খল্
ফাঁসির মঞ্চে স্মরণের দ্যুতি
ঝলকে মহিমা শৌর্য্য !

ঝাণ্ডা উঁচায়ে 'জয়হিন্দ' বল্
ভারত মায়ের সন্তান দল
বিজয় দৃপ্ত বীর পদ ভারে
জয়তু অনিবার্য্য !

তপন—কাকীমা দেখতো—সমীরদা' ঘুমিয়েছে বলে মনে হচ্ছে!

সমীরের মা—(সমীরের মুখের উপর ঝুঁকিয়া) হ্যাঁ বাবা, বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ; উঃ, আজ তিনদিন চোখে একবিন্দু ঘুম নেই—শুধু দিনরাত্রি এই রিহার্সেল গানের কথা বলেছে! আজ গান শুনে সত্যিই মনে তার শান্তি এসেছে দেখছি।

তপন—উঃ, ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তবে কি ভুলই করেছিলাম আমরা! না না আর ডাক্তারবাবুর কথা শোনা হবে না! ডাক্তারবাবু শুধু শরীরের দিকটাই দেখেছেন। রোগীর মনের দিকটা দেখেন নি।

অনিল—কাকীমা, আজ তবে আমরা আসি। অনেক কাজ এখনও বাকী। শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। সমীরদাকে হেলান দিয়ে মঞ্চে বসিয়ে আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাবো শোভাযাত্রার পুরোভাগে ; মঞ্চের চারিদিকে থাকবে মহাত্মা, নেতাজী প্রমুখ নেতাদিগের ছবি। সমীরদাকে আমাদের এই ব্যবস্থার কথা এখন কিছু বলে দরকার নেই। একদিন আগে বল্লেই চলবে।

সমীরের মা—তাই এস বাবা। আমি রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করি। (সুস্বপ্নার প্রতি) স্বপ্না, তুমিও এস আমায় একটু সাহায্য করবে।

(সমীরের মায়ের প্রস্থান)

(অনিল ও তপনের প্রস্থানের পথে সুস্বপ্না ডাকিল)

সুস্বপ্না—অনিলবাবু, আজ সেই শঙ্করবাবু এসেছিলেন সমীরদা'র কাছে ক্ষমা চাইতে।

অনিল—তাই নাকি? তবে তো লোকটার পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি। সেদিন সত্যই আমাদের ব্যবহারটা রূঢ় হয়ে গেছে, এখন মনে হচ্ছে!

তপন—তা কি করা যাবে বল। একদিন দেখা হলে আমাদের তরফ থেকেও ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাবে।

সুস্বপ্না—হ্যাঁ সেই ভালো

অনিল—চল, এখন যাওয়া যাক।

(ঘুমন্ত সমীরকে রাখিয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[অনিলের বৈঠকখানা ; শোভাযাত্রার জন্য মঞ্চ তৈয়ারী করিতেছে ; অনিল তপন এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ; স্বেচ্ছাসেবক দেবদারু পাতা দ্বারায় মঞ্চ সাজাইতেছে,]

অনিল—মঞ্চ তো তৈরী করছি, কিন্তু সমীরদার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে কি শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ?

তপন—আঃ তুমি কেবল ঐ কথাই ভাবছো, এদিকে গান যে কি হবে, সে কথা একবার ভেবেই দেখছ না।

অনিল—কেন গানের তো রিহার্সেল চলছে।

তপন—আরে আমাদের মনের যা' আনন্দ তা' ঐ একটা গানে কুলোবে কেন ; নূতন নূতন গান তৈরী করতে হবে ; না হয় পুরোনো গান গাইতে হবে।

অনিল—তুই তবে গা' ; আমি মঞ্চ বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে শুনি। (অনিল মঞ্চ বাঁধবার কাজে যোগ দিল)

তপন—আমি তবে গাই ; (সুর করিয়া গান ধরিল)

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,

মানুষ আমরা নহিতো মেষ,

অনিল—এই দেখ, সব মাটি করবে; "ঘুচাব" কিরে। পনেরো আগষ্ট তারিখে যখন স্বাধীনতার দিনে গান হবে তখন "ঘুচাব" কি করে হয়? "ঘুচায়েছি" হবে

তপন—(পুনরায় সুর করিয়া গান ধরিল)

আমরা ঘুচায়েছি, মা তোর কালিমা,

মানুষ আমরা, নহিতো মেষ,"

(স্বেচ্ছাসেবক ও অনিল একযোগে হাসিয়া উঠিল)

অনিল—এই বুদ্ধি দেখ, আরে গানের ছন্দ পতন হ'ল যে।

তপন—তা' আমি কি করবো, বল। তুমিই তো বল্লে 'ঘুচাবো'র স্থলে "ঘুচায়েছি" হবে।

অনিল—এতো ভারী আহাম্মক! আমি যদি বলি, "মানুষ আমরা হয়েছি মেষ," তবে তুই কি তাই গাইবি?

তপন—তবে কি গাইবো, তাই বল? মনের স্ফূর্ত্তি যে বোতলের ছিপি খুলে বেরুতে চাইছে।

অনিল—খানিকটা ধিন ধিনা ধিন করে নাচনা!

তপন—ধ্যা, নাচবো? না, না, ও জিনিষটা আমার ধাতে সইবে না, তার চেয়ে বসে বসে নূতন একটা গান ভাবি।

অনিল—তাই ভাব, ততক্ষণে আমরা মঞ্চটা বাঁধার কাজ শেষ করে নি; তোর মত নিষ্কর্ম্মার সঙ্গে বকে কোন লাভ নাই।

তপন—কি বল্লে, আমি নিষ্কর্ম্মা? আমি কিন্তু এখনি সমীরদা'র কাছে গিয়ে তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বেফাঁস করে দেবো; সমীরদাকে শোভা যাত্রায় নিয়ে যাবে না, এই তোমাদের মতলব।

অনিল—দ্যাখ, তপন, পাগলামো করিস না; সমীরদার যা' স্বাস্থ্যের অবস্থা, তা'তে ঐ সব কথা একেবারে তার কানে যেন না যায়।

তপন—তা হলে আমি গানের কথাই ভাবি।

অনিল—হ্যাঁ বসে বসে তুই তাই ভাব্।

(তপন উর্দ্ধপানে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল)

(অন্য স্বেচ্ছাসেবকসহ শঙ্করের খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ)

স্বেচ্ছাসেবক—কে এসেছে দেখ অনিলদা, (এই কথা বলিয়া স্বেচ্ছাসেবক মঞ্চ বাঁধিতে যোগ দিল)

অনিল—আরে শঙ্করবাবু যে! আসুন, আসুন, বাঃ এই নূতন বেশে আপনাকে তো বেশ মানিয়েছে।

শঙ্কর—না, না, আমায় আর পুরাতন কথা তুলে লজ্জা দেবেন না।

অনিল—না, শঙ্করবাবু, সে কথা ভুলেই যান; বরং আমাদেরই সেদিন ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, আপনার সহিত ঐ রকম দুর্ব্যবহার করা। ভুল মানুষেরই হয়, দেবতার হয় না; আমাদের মাপ করুন শঙ্করবাবু।

(অনিল উঠিয়া শঙ্করের হাত ধরিল)

তপন—হ্যাঁ শঙ্করবাবু আমাদের মাপ করুন।

শঙ্কর—ছি, ছি, এ কি কথা বলছেন আপনারা; ও কথা বলে আমাকে আর বেশী লজ্জা দেবেন না।

অনিল—(শঙ্করের পিঠ চাপড়াইয়া) তবে let us forgive and forget.

শঙ্কর—(হাসিয়া) বেশ তাই।

অনিল—তবে আসুন একসঙ্গে মঞ্চ বাঁধি। তবেই বুঝবো আপনি সব ভুলেছেন।

শঙ্কর—আমি তো মঞ্চ বাঁধবার জন্যই এসেছি!

অনিল—বেশ তবে আসুন। (সকলে মঞ্চ বাঁধিতে যোগ দিল)

তৃতীয় দৃশ্য।

[সমীরের রোগশয্যা কক্ষ। কাল—রাত্রি, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির মুখে; সমীর প্রলাপ বকিতেছে। সমীরের মা ও ডাক্তার বসিয়া আছেন]

সমীর—(প্রলাপ ঘোরে) এগিয়ে চল্ ভাই—এগিয়ে চল্; আজ যে ফিরবার পথ নেই ভাই! ঝাণ্ডাটা সোজা করে ধর্। ঐ দুষমন্‌দের রাগ ঐ ঝাণ্ডাটার উপর; Cannon in right of them; Cannon in left of them; vollied and thundered···রক্তের নদী সামনে। প্রস্তুত হও ভাই, ঝাঁপ দিতে হবে··· ভয় করলে চল্‌বে না...শহীদদের রক্তস্রোত বয়ে চলেছে···ঐ দূর অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে ঐ স্রোত কেমন গর্জ্জন করে ঢুকছে···তার পর আবার কোথায় ফুঁড়ে বেরুচ্ছে কে জানে···কাঁপছিস্ যে···ভয় করছে? কেন? কিসের ভয়? মরবার? আরে! মরার আগেই যে মরার মত হয়ে গেলি? কেন—মরণকে এত ভয় কেন? "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" মনে নেই তোদের? এত করে শেখালাম—সব ভুলে গেলি।

(সহসা সমীর থামিল!)

ডাক্তার—(সমীরের মায়ের প্রতি) মাথায় বরফ দেন এবার।

সমীরের মা—ডাক্তারবাবু কেমন দেখছেন?

ডাক্তার—কি আর বলবো আপনাকে?

সমীর—(প্রলাপ ঘোরে) কি সব আজেবাজে বকছ—তোমরা! দেখছ না, গান করতে করতে কারা যেন সব আস্‌ছে—

'শেকল পরা ছল মোদের ওই শেকল পরা ছল।
শেকল পরে শেকল তোদের করব রে বিকল॥'

ইস্—সারা গা বেয়ে রক্তের ধারা ছুট্‌ছে! এমন করে কে লাঠি মারলে গো···একটু দয়া-মায়া নেই...ও, ওকে বুঝি গুলি করেছে; তবে

দেহটাকে আর এম্‌নি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্ কেন? ফেলে দে··· ফেলে দে···ওই রক্তের নদীতে ফেলে দে···ওই নদীতে ফেললেই ও শহীদ হয়ে যাবে···বয়ে নিয়ে যাস্‌নি ওকে!

ডাক্তার—মা, আমি আর বসে কি করব! মাথায় মাঝে মাঝে বরফের ব্যাগ দিতে থাকো···যদি জ্ঞান হয় একটু গরম দুধ খাইও! আসি এখন তবে মা···

(প্রস্থান)

সমীর—(প্রলাপ ঘোরে) আজাদ হিন্দ ফৌজ···তোমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ? তবে এগুচ্ছো না কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুচ্‌ কাওয়াজের সময় ত এ নয়! ইম্ফলের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে,—দেখছো না? ভয় কি? নেতাজী থাকতে ভয় কী? "কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে যা—খুসীসে গীত গায়ে যা।" হ্যাঁ, হ্যাঁ সুর ধরো! সঙ্গীন উঁচা করো···চলো, চলো, দিল্লী চলো···লাল-কেল্লা আর বেশী দূর নয়···এঃ পিছিয়ে পড়লে? তোমরা তবে দুষ্‌মন্। তোমরা আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজ নয়? উঃ কী ভুলই আমি করেছি! আমায় বন্দী করবে? কর···না না আমায় গুলি করো···!

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—সমীরের রোগ-শয্যাকক্ষ, সময়—সকাল।
সমীরের মা বিছানার উপর উপবিষ্টা। সমীর সজ্ঞানে আছে]

সমীর—মা, পনেরোই আগষ্টের আর কয়দিন বাকী?

সমীরের মা—না বাবা, আর বাকী কই। আজই রাত বারোটার পর পনেরোই আগষ্ট আরম্ভ হবে।

সমীর—(উত্তেজিতভাবে) অ্যাঁ,—এত কাছে এসে গেছে মা, পনেরোই আগষ্ট! কই, তুমি তো আমায় জানাও নি—মা? তুমি মনে

করেছ, আমি একেবারে রুগ্ন, অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে জানানোর দরকার মনে কর নি ; কিন্তু দেখো মা, আমি ঠিক শোভাযাত্রার সামনে তেমনি ঝাণ্ডা নিয়ে যাবো। তখন কি আমায় বাধা দিও না, মা! তা'হলে সত্যি কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে।

সমীরের মা—কি-যে যা' তা' বকিস্। একটু স্থির হয়ে শো। আমি একটু গরম দুধ নিয়ে আসি।

সমীর—মা শুনে যাও! মহাত্মার আর নেতাজীর ছবি দুটি কই?

সমীরের মা—কেন, বৈঠকখানার ঘরেই তো টাঙানো রয়েছে।

সমীর—না মা, সেই ছবি দুটি এনে আমার এই বিছানার সাম্‌নে টাঙিয়ে দাও। যেন চোখ মেল্‌লেই দেখতে পাই।

সমীরের মা—আচ্ছা বাবা, তোর দুধটুকু দিয়ে সেই ব্যবস্থা কর্‌ছি।

(নেপথ্যে ডাক—'কাকীমা, 'কাকীমা')

ঐ তোর বন্ধুরা এসে গেছে, ডেকে দিই গে!

(সমীরের মায়ের প্রস্থান ও অনিল তপন প্রমুখ বন্ধুগণ সহ পুনঃপ্রবেশ)

তপন—সমীরদা কেমন আছে কাকীমা?

সমীরের মা—আর বাবা কেমন! কাল সারা রাত প্রলাপ বকেছে। ভোরের দিকটা একটু ঘুমিয়ে এই আধঘণ্টা হ'ল জেগেছে। তোমরা বস ওর কাছে। আমি ওর দুধটুকু নিয়ে আসি।

(সমীরের মায়ের প্রস্থান)

(তপন ও অনিল সমীরের বিছানায় বসিল)

তপন—সমীরদা', আজ কেমন বোধ কর্‌ছ?

সমীর—বেশ আছি ভাই, বেশ আছি। তোরা ঠিক সময় মত আমায় ডেকে নিয়ে যাবি। ছাখ আমায় ফেলে তোরা সব শোভাযাত্রায় চলে যাস্ নি। (সহসা তপনের হাত ধরিয়া) বল্—আমায় নিয়ে যাবি!

তপন—এ কি সমীরদা! এর জন্য হাত ধরে অনুরোধ করতে হবে? আমরা যে সব তোমারই শিষ্য। তুমি না হলে যে আমাদের শোভাযাত্রা শিবহীন যজ্ঞ হবে। তোমায় নিশ্চয় নিয়ে যাবো।

সমীর—হ্যাঁ, ভাই গ্যাখ্; ভুলিস নি যেন!

(তপন অনিলকে ইঙ্গিত করিয়া একটু দূরে ডাকিয়া লইল)

তপন—(অনিলের প্রতি) মঞ্চ তো তৈরী করলাম। কিন্তু সমীরদা'র স্বাস্থ্যের যেমন অবস্থা,—তা'তে কি শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?

অনিল—পাগল হয়েছ? তা' কি নিয়ে যাওয়া যায়! যে কোন মুহূর্ত্তে হার্ট-ফেল্ হ'তে পারে। তবে এখন এই রকম না বলে উপায় কি?

তপন—সমীরদা আমরা এখন আসি। ব্যবস্থা সব করতে হবে তো!

সমীর—এস, আমায় ডেকে নিও কিন্তু।

তপন—নিশ্চয়, তুমি এত বেশী ভেবো না, সমীরদা!

(বন্ধুদের প্রস্থান ও সমীরের মায়ের দুধের বাটি হস্তে প্রবেশ)

সমীর—মা, ওরা চলে গেল?

সমীরের মা—হ্যাঁ বাবা, চলে গেল।

সমীর—আমার মন বলছে মা, ওরা আমায় ডাকবে না, আমায় ফাঁকি দিয়ে ওরা স্বাধীনতা উৎসব করবে।

সমীরের মা—না সমী, ওরা তো বলে গেল—ডাকবে। এই দুধটুকু খেয়ে নাও বাবা! (সমীরকে দুধ খাওয়াইল)

(সুস্বপ্নার প্রবেশ)

সুস্বপ্না—কাকীমা, সমীরদা কেমন আছেন?

সমীরের মা—কি আর বলি মা! কাল সারারাত তো' প্রলাপ বকেছে; গায়ের তাপও খুব বেড়েছিল, আজই ভোর হ'তে জ্ঞান এসেছে।

সুস্বপ্না—(অভিযোগ সুরে) তা' আমায় একটা খবর দাও নি কেন,—কাকীমা ? আমি কি তোমার এত পর ?

সমীরের মা—দূর পাগ্‌লী ; 'পর' কেন হতে যাবি ? একবার মনে হয়েছিল—তোকে ডাকাই। কিন্তু এতদূর পাঠানোর মত রাত্রিতে কাউকে আর পেলাম না। আর আমিও রোগীকে ছেড়ে নড়্‌তে পারি নি।

সুস্বপ্না—আমি তা হলে আজ আর বাড়ী ফির্‌বো না কাকীমা। তুমি বরং কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।

সমীরের মা—সেই ভালো, স্বপ্না ! তা' হলে আমিও একটু সাহস পাই। সারারাত রোগীকে নিয়ে আমার কি ভাবে যে কাটে ! আমি একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি। তুই ততক্ষণ সমীরের কাছে থাক্।

(সমীরের মায়ের প্রস্থান)

(সুস্বপ্না আসিয়া সমীরের রোগ শয্যায় মাথার কাছে ধীরে ধীরে বসিল)

সমীর—(চোখ মেলিয়া) কে ?

সুস্বপ্না—আমি সমীরদা' !

সমীর—(পাশ ফিরিয়া) এসেছো স্বপ্না ! আমি চোখ মুদে তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম স্বপ্না।

সুস্বপ্না—(সমীরের মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কি ভাবছিলে সমীরদা ?

সমীর—কি যে ভাব্‌ছিলাম, সে কথা কি কখনো বলা যায় ? তোমায় নিয়ে মনে মনে একটা সুখের রাজ্য গড়ে তুল্‌ছিলাম। সে রাজ্যে আমি রাজা,—আর তুমি—

সুস্বপ্না—থাম্‌লে যে ; ব'ল ব'ল সমীরদা'—আমি কি ?

সমীর—না থাক্, সে স্বপ্ন-বিলাসে আজ আর লাভ কি ?

সুস্বপ্না—(অভিমান ভরে) তবে এই আমি উঠে চল্‌লাম।

(সুস্বপ্না উঠিয়া দাঁড়াইল)

সমীর—(হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া) ব'স স্বপ্না,—বল্‌ছি।

(সুস্বপ্না বসিল)

(সমীর সুস্বপ্নার মাথাটি নিজের মুখের কাছে টানিয়া)

তুমি সে রাজ্যের রাণী!

(সুস্বপ্না সমীরের বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

সমীর—(সুস্বপ্নার পিঠে হাত বুলাইয়া) কাঁদ্‌ছো স্বপ্না? ছিঃ কাঁদে না! তুমি তো এত দুর্ব্বল কখন ছিলে না। পুলিশের গুলির মুখে যখন এগিয়ে গেছি—তখন তুমিই তো উজ্জল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে—আমায় উৎসাহিত—উদ্দীপ্ত—করেছো—দেশের কাজে জীবন বলি দেওয়ার জন্য! আজ তবে তোমার চোখে জল কেন? দেশের জন্য কতো মা নিজের ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে,—কতো স্বামী, সতী সাধ্বী স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে,—কতো সতীর মাথার সিঁদুর মুছে গে'ছে; আর তুমি আজ বিসর্জ্জন দিচ্ছ—(একটু থামিয়া) মনকে শক্ত কর স্বপ্না!

(সুস্বপ্নার মাথায় হাত বুলাইয়া)

আমায় বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও! তোমার এই আত্মত্যাগের বিপুল গরিমায় পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতা-সূর্য্য লাল হয়ে উঠুক!

(সুস্বপ্না আত্মসম্বরণ করিয়া সমীরের বুকের উপর হইতে মাথা তুলিল ও শয্যাশায়ী সমীরের পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল)

সুস্বপ্না—কাকীমা অনেকক্ষণ গেলেন; একবার আসি।

সমীর—এস (পাশ ফিরিয়া শুইল)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমীরের রোগ শয্যা; পনেরোই আগষ্টের রাত্রি।

[সমীরের মা ও স্বপ্না শয্যায় উপবিষ্টা। দেয়ালে মহাত্মার ও নেতাজীর প্রতিকৃতি টাঙানো ও ক্লক্ ঘড়ি টাঙানো। সমীর প্রলাপ বকিতেছে। স্তিমিত আলোর আভায় রোগ-শয্যার অস্পষ্ট রূপ দেখা যাইতেছে]

সমীর—(প্রলাপ ঘোরে) তোরা সকলকে জানিয়ে দে—প্রতি ঘর বাড়ী ভালো করে সাজানো চাই,—জাতীয় পতাকা উড়ানো চাই—বাদল গণেশ তোমরা এসেছ? ভালো, ভালো, তোমরা না এলে যে উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ভাই; ইস্, গুলিটা দুষমনরা এমনি করে মেরেছিল—এখনো যে দাগ মিলোয়নি। দেখতে এসেছ—তোমাদের সম্মান এই দিনে ঠিক রাখতে পারি কি না; বেশ, বেশ,—দেখ না দাঁড়িয়ে! দাঁড়াও একটু; ফুলের মালা নিয়ে আসি; আজ যে তোমাদের মালা পরাতে হয়; দেশ মাতার শৃঙ্খল মোচনের সঙ্গে তোমরা পর্‌বে ফুলের মালা; শহীদ্ কি না,—তোমরা? তাই মালা পর্‌তেই হবে। নইলে মা রাগ করবে যে!......আরে কি মজা! কোথায় রক্তের নদী? এ যে রক্ত গোলাপের সাজানো বাগান দেখছি, তোদের রক্ত কি সব জমাট বেঁধে গোলাপ হয়ে গেল! ভারী মজা তো! আমার যে ভারী দুঃখ হচ্ছে; আমার রক্তে তো এম্‌নি গোলাপ ফোটাতে পারলাম না।

......চুপ্, চুপ্, গোল ক'র না; ঐ নেতাজী আস্‌ছেন...সঙ্গে তাঁর আজাদ সেনানী দল...তাঁর পেছনে আর যেন সব কে কে আস্‌ছেন? উনি কে?—মাষ্টারদা'?—বোধ হয় হবে; ঠিক চেনা যাচ্ছে না; বাঃ

কি আশ্চর্য্য! বালগঙ্গাধর, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ এঁরাও আস্‌ছেন দেখি যে! তবে কি এঁরা মরেন নি? কি জানি, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! স্বাধীনতা দিনের অপেক্ষায় সব লুকিয়ে ছিলেন দেখছি; না, না, আমাদের কাজ পরীক্ষা কর্‌ছিলেন আড়াল থেকে! তা বেশ, তা' বেশ! আরে তোরা সব ভালো করে আয়োজন কর্‌! দেখছিস্‌ না—মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছে; মা যেন আবার শস্য শ্যামলা হয়ে উঠছেন। আর তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে—সন্তানের দল। (সহসা চীৎকার করিয়া) উঃ,—রক্ত,—রক্ত; এত রক্তপাত করেছিলে তুমি ডায়ার—জালিয়ানাওয়ালাবাগে এত রক্ত!

(সমীর জ্ঞান হারাইল)

সমীরের মা—(চীৎকার করিয়া) ডাক্তার বাবু, ডাক্তারবাবু!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার—অধীর হবেন না, অজ্ঞান হয়েছে, কপাল ও চোখে এক জলের ছিট্‌ দিন।

(সমীরের মা তদ্রূপ করিল)

সমীরের মা—কি হবে ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার—কেন আপনি বিচলিত হচ্ছেন মা! এই রকম ত্যাগী সন্তানদের ত্যাগের শক্তিতে দেশে স্বাধীনতা আস্‌ছে আর কয়েক ঘন্টা পর, যা' আমরা কেউ কখনো ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাস করতে পারি নি। দেশের এত বড় কল্যাণের কথা ভেবে ও আপনার সন্তানের অসীম ত্যাগের কথা ভেবে মনকে শান্ত ও দৃঢ় করুণ মা! আরও কঠিনতর আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হউন। আমি আর কি বল্‌বো মা! জ্ঞান আস্‌বে—তবে হয় তো একটু দেরী হবে। আমি তো বলেছি মা,—রোগ এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের—বাইরে চলে গে'ছে। হার্ট ও ফুস্‌ফুস্‌ দুয়েরই অবস্থা খারাপ। রোগীর মানসিক উত্তেজনা যতো কম

হয়,—ততই মঙ্গল! উত্তেজনার জন্যই রোগী এইরকম প্রলাপ বক্‌ছে; রাত প্রায় এগারোটা; আমি এখন আসি মা। সন্ধ্যে থাক্‌তে এসে রয়েছি।

সমীরের মা—তবে আসুন!

(ডাক্তারের প্রস্থান)

(ধীর পদক্ষেপে অনিলের প্রবেশ)

সমীরের মা—কে?

অনিল—আমি কাকীমা!

সমীরের মা—ওঃ, কি খবর বাবা!

অনিল—কিছুই না মা; আর আধ ঘণ্টা পরে ভারতের স্বাধীনতা দিবস—পনেরোই আগষ্ট আরম্ভ হবে। দেখতে এলাম, সমীরদা' কেমন আছেন।

সমীরের মা—এই একটু আগে প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে অজ্ঞান হয়েছে, বাবা!

অনিল—সমীরদা'র জ্ঞান নেই? পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসবের শঙ্খধ্বনি তবে শুন্‌তে পাবে না,—সমীরদা?

সমীরের মা—কি করবো বাবা! ডাক্তারবাবু আবার বলে গেলেন যেন কোন রকম উত্তেজনা মনে না আসে।

অনিল—তবে কাকীমা, রাত বারোটায় আপনার শাঁখ বাজিয়ে দরকার নেই। উত্তেজনায় একটা কিছু খারাপ তো হতে পারে!

সমীরের মা—তাই হবে বাবা!

অনিল—এখন যাই কাকীমা; প্রত্যেক ঘরে রাত বারোটায় শাঁখ বাজানোর ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, দেখতে বেরিয়েছি আমরা!

সমীরের মা—এস বাবা!

(অনিলের প্রস্থান)

(সমীরের মা ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোর আভায় সমীরের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সমীরকে পাখা বাতাস করিতেছে। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে কেবল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাইতেছে। সুস্বপ্না নত মস্তকে বসিয়া আছে।)

সমীর—(প্রলাপ ঘোরে) স্বপ্না, এগিয়ো না, এগিয়ো না বল্‌ছি! কথা শোন, অনেক দূর যাচ্ছি! উঁহু পারবে না তুমি এত দূর যেতে! ফিরে যাও! ছেলে মানুষী রাখো...কাঁদ্‌ছো? কেন?...তা কাঁদো!

(সমীর চুপ করিল।)

সমীরের মা—(স্বগত) বারোটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী! পাঁচ মিনিট পরে ভারতের এক যুগপরিবর্ত্তন হবে! আর এই যুগপরিবর্ত্তনের দৃশ্য তুই জানতে পারবি না বাবা! এখনো তোর জ্ঞান হ'ল না; আর এই যুগপরিবর্ত্তনের জন্যই আত্ম বলি দিয়ে তুই এ রোগশয্যা নিয়েছিস। (হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া) আমার সমী'র জ্ঞান ফিরিয়ে দাও মা! (অল্প পরে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল।)

সমীর—(সহসা তড়িৎ গতিতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া) মা, মা, এ কিসের শব্দ!

সমীরের মা—(সমীরকে শোয়াইতে চেষ্টা করিল) শুয়ে পড়, সমী শুয়ে পড়!

সুস্বপ্না—(ব্যস্তভাবে) কী হবে কাকীমা?

সমীর—(উত্তেজিতভাবে) বলনা মা এ কিসের শব্দ? (সমীরের মার ইঙ্গিতে সুস্বপ্না জানালা বন্ধ করিয়া শব্দ বাধা দিতে চেষ্টা করিল) আঃ, জানালা বন্ধ করছো কেন? মিছে কেন আমায় লুকোতে চাইছ?

সমীরের মা—রাত বারোটার পর পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস আরম্ভ হ'ল কিনা! তাই চারিদিকে শাঁখ বাজিয়ে স্বাধীনতাকে বরণ করা হচ্ছে! তা' তুই এত উত্তেজিত হোস্‌নি সমী, শুয়ে পড়!

সমীর—(বিরক্তভাবে মাকে বাধা দিয়া) আঃ, মা—কি যে আবোল তাবোল বক! (হাততালি দিয়া) মা, মা বাজাও, বাজাও, শীগগির শাঁখ বাজাও, শুভ মুহূর্ত্ত চলে যায় যে মা!

সমীরের মা—বাজাই বাবা, তুই যখন নেহাৎ শুনবি না—তখন ডাক্তারের বারণ থাকলেও কি আর করব! (সমীরের মায়ের ইঙ্গিতে সুস্বপ্না শাঁখ বাজাইল।)

সমীর—(সহসা বিছানা হইতে উঠিয়া) না, ওখানে নয় স্বপ্না; নেতাজী ও মহাত্মাজীর ছবির সামনে এসে বাজাও! আমি তাঁদের অভিবাদন জানাই! (পুনরায় শঙ্খ বাদন।)

সমীর—(প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়াইয়া) মহাত্মাজী কী জয়! নেতাজী কি জয়! জয়হিন্দ! বন্দেমাতরম! (সহসা 'মা' বলিয়া কাতর ভাবে সমীর বিছানায় লুটাইয়া পড়িল)

সমীরের মা—সমী, বাবা আমার! (বসিয়া সমীরের প্রাণহীন দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন। সুস্বপ্না শাঁখ ফেলিয়া সমীরকে পাখা বাতাস করিতে লাগিল।) ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! অনিল! (সমীরের মা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; সুস্বপ্নাও মুখ ঢাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল)

(সমীরের বন্ধু অনিল, তপন, শঙ্কর ও সেচ্ছাসেবকদ্বয় সবেগে ঘরে ঢুকিল।)

অনিল—কী হল কাকীমা! সমীরদা কেমন আছেন?

সমীরের মা—(ক্রন্দনস্বরে) কি জানি বাবা—বুঝতে পারছি না ! বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেল বাবা ! ডাক্তারবাবুকে একবার শীগ্‌গির ডাকো বাবা !

শঙ্কর—ডাক্তারবাবু এখানেই আছেন ! এখুনি ডাকছি ।

(শঙ্করের বহির্গমন ও ডাক্তারবাবু সহ প্রবেশ ।)

(ডাক্তারবাবু সমীরের মায়ের কোলে সমীরের নাড়ী, চোখ ও বুক পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িলেন । সমীরের মা সমীরের প্রাণহীন দেহের উপর লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাবা, বাবা আমার !")

অনিল—(সমীরের মাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া) কেঁদোনা কাকীমা ! সমীরদার স্বাধীন আত্মার অকল্যাণ করো না ! সমীরদার আত্মা স্বাধীন ভারতের আলো বাতাসের মধ্যে আজ মুক্তি পেলো !

(সুস্বপ্না মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিতেছিল । চোখ মুছিয়া উঠিয়া সমীরের পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল ।)

(সুস্বপ্নাকে এইভাবে প্রণাম করিতে দেখিয়া সমীরের মা বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া "স্বপ্না !" বলিয়া ডাকিলেন !)

সুস্বপ্না—আমি সমীরদা'কে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছিলাম মা ! দেশসেবাব্রতের মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠান বা আমাদের মিলনের সুযোগ হয় নি ! তাই পনেরোই আগষ্টের দিনে ভারতের স্বাধীন আবহাওয়ায় সেই সুযোগ এতদিনে এল ! আজ হ'তে সবাই জানুক তিনিই আমার অন্তরের অধিষ্ঠাতা পতিদেবতা ! তা' এ জগতেই হোক আর পরজগতেই হোক্ ! আজ হতে আপনি আমার মা !

(সুস্বপ্না সমীরের মা'র পদধূলি গ্রহণ করিল । সমীরের মা সুস্বপ্নাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন । দূরে অন্তরালে শোভা যাত্রার "শহীদ রক্তে রাঙা মাটি ভেদি" গানের সুর শোনা গেল ।)

সুস্বপ্না—ঐ শোভাযাত্রা আসছে মা।

অনিল—সমীরদা'র অমর আত্মা ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গেই আছে। আমরা এখানেই সমীরদার দেহের চারপাশে দাঁড়িয়ে সমীরদার মুক্ত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি!

(সকলে নতমস্তকে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নেপথ্যে শোভাযাত্রার গানের সুর দূর হইতে ক্রমে নিকটে আসিয়া আবার দূরে মিলাইয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান শ্মশান ভূমি।

[শ্মশানের পট-ভূমিকায় সমীরের চিতা জ্বলিতেছে। চিতার সাম্‌নে অনিল, তপন, শঙ্কর, সুস্বপ্না, সমীরের মা, স্বেচ্ছাসেবকগণ স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে চিতার পশ্চাতে গৈরিক বেশধারী চারণ আত্ম প্রকাশ করিয়া গান ধরিল ; চিতা জ্বলিতেছে]

গান

জ্বলে চিতা লেলিহান!
হোমানল শিখা, পূত, পবিত্র, উজ্জ্বল দীপ্যমান!
ফাঁসির মঞ্চে, অন্ধ কারায়
গুলির আঘাতে যে প্রাণ হারায়
পনেরো আগষ্ট,—উদয় অচলে হ'ল সবে উদীয়ান্!
জ্বলে চিতা লেলিহান!
ক্ষয় নাই, ওরে ক্ষয় নাই,—নাই নাই ওরে অবসান!

খাদ যাহা ছিলো, অনলে পুড়ালো
রজত আভায় গগন রাঙালো
পনেরো আগষ্ট, বাজিছে শঙ্খ,—উড়িছে জয় নিশান !

(নেপথ্যে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি)

চিতার জ্যোতি ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া গানের শেষে চিতা নিভিয়া যাইল ও চারণ অন্তর্হিত হইল। ভারতমাতা জাতীয় পতাকা হস্তে আবির্ভূতা হইলেন। ভারত মাতার আবির্ভাবের সঙ্গে নেপথ্যে সুরের ঝঙ্কার ; অনিল, তপন প্রভৃতি ভারতমাতার আবির্ভাবে সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্ গান ধরিল)

"বন্দেমাতরম্ !
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুম দল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ !
বন্দেমাতরম্ !!"

—যবনিকা পতন—

এই লেখকের আর দুখানি বই

সাগরিকা

প্রবাসী বলেন—"কবিতাগুলিতে অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকগুলি কবিতা পাঠকের উপভোগ্য হইবে।"

শনিবারের চিঠি বলেন—"সার্থক কাব্য ; কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ নিজে যাহা মানস চক্ষে দেখিয়াছেন, ছন্দ ও ভাষার জাল বুনিয়া পাঠককেও তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন।"

দেশ বলেন—"আমরা কাব্যরসের পরিচয় পাইয়াছি,—ইহা বলিতে পারি,"

আনন্দবাজার বলেন—"কবিতাগুলি সুপাঠ্য ; কবিতায় বেশ আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

প্রবর্ত্তক বলেন—"পুস্তকটি প্রতি কাব্য রসিকেরই সমাদর লাভ করিবে"

বঙ্গলক্ষ্মী বলেন—"অত্যাধুনিক ধোঁয়ার কবিতা নয় ; অন্তরের দরদ দিয়া লেখা রসপুষ্ট কবিতা ; কবি শক্তিমান।"

দেশপ্রাণ বলেন—"সাগরিকার মত কাব্যের চাহিদা যে বরাবর থাকবে, এ কথা জোর করে বলা যায়।"

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন—"কাব্যরসিক সমাজে আপনার কবিতার আদর হইবে।"

মহিলা কবি হেমলতা ঠাকুর বলেন—"আমার দীর্ঘ পরিচিত পুরীর সমুদ্র এসে আমার মনকে ঘিরে ফেলেছে ও তা'র ঢেউ নেচে নেচে যেন মনকে দোলা দিচ্ছে"

দাম—দুই টাকা

রবি-তর্পণ

অমৃতবাজার বলেন—"The author excellently fuses intellectual apprehensions with passions and his poems will be enjoyed by readers for grace of thought and style. The three small dramas and the poems deserve high praise. To those celebrating the birth and death anniversaries of Rabindranath, the volume will be highly useful."

প্রবাসী বলেন—"এই স্মৃতি তর্পণ পুস্তকখানি পাঠক মহলে সমাদৃত হইবে।"

সজনীকান্ত দাস বলেন—"প্রাণের আবেগ ও আকুতি কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকগুলিও কবি হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেল।"

দেশ বলেন—"সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব, অনুভূতির বিগাঢ়তা এবং সে অনুভূতির আশ্রয়ে কবি-হৃদয়ের মধুর ধ্যান রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

প্রবর্ত্তক বলেন—"কবি সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ার্ঘ্য ব্যথায় করুণ, মমতার স্নিগ্ধ, প্রভাত শিশিরের মত অশ্রু বিন্দুতে টলমল, বড় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। গানগুলি মনে স্বপ্ন-রঙীন আলিপনা টানিয়া দেয়।"

দাম—দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়, কলিকাতা।

পনেরো-আগষ্ট বইর অভিমত

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন —"The drama pictures a chapter of the Indian freedom movement which culminated in the transfer of power to the Congress on the 15th of August, 1947 The lyrics composed by the author himself lends a special dignity to the drama."

সত্যযুগ বলেন—"পনেরো-আগষ্ট" ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত নাটিকা, লেখকের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি "পনেরো-আগষ্ট" কে অভিনয়ের উপযোগী করে তুলতে পেরেছেন।

আনন্দবাজার বলেন—"স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের আত্মদানের কাহিনী লইয়া রচিত নাটক। নাটকে বর্ণিত কাহিনী সকলকেই আনন্দ দিবে। নায়ক সমীরের চরিত্র চিত্রণ ভালই হইয়াছে।"

বর্ত্তমান বলেন—"বিপ্লবীদের চরিত্র, জেলখানার কর্ম্মচারী ও কয়েকটি সাধারণ শ্রেণী লোকের চরিত্র লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এতে। সমীর ও সুস্বপ্নাকে নিয়ে নাট্যকার যে রসঘন বস্তুর সৃষ্টি করেছেন, তা অপরূপ হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের স্বরচিত কয়েকখানি জাতীয় সঙ্গীত নাটকখানির গৌরব বাড়িয়েছে। কারণ, সঙ্গীতগুলি উচ্চ শ্রেণীর। শুনলে মনকে মাতিয়ে দেয়।

———